

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-মহা-ভেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ

শাক্তরভাষ্য-সম্বন্ধে ।

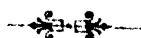
(প্রথম ভাগ)

হামহোপাধ্যায়

সংগৃহীত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ

কর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত ।



স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত ।

লোটিংস লাইব্রেরী,

২৮/১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

সন ১৩২৯ সাল ।

[All rights reserved.]

{ মূল্য—গ্রাহক-পক্ষে—১/১
সাধারণ-পক্ষে—১০/০

ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকাস্ত্যগতা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ

শাকর-ভাষ্যসমেতা ।

শীক্ষাবলী ।

প্রথমোহনুবাচঃ ।

॥ ওঁম্ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥

যস্মাজ্জাতং জগৎ সৰ্বং যস্মিন্নেব বিলীযতে ।

যেনেদং ধার্ষ্যতে তৈব তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥

যৈরিমে গুরুভিঃ পূৰ্ণং পদবাক্যপ্রমাণতঃ ।

ব্যাখ্যাতাঃ সৰ্বোদ্যাস্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২ ॥

তৈত্তিরীয়ক-সাস্ত্র মত্যাচার্য্যপ্রসাদতঃ ।

বিম্পষ্টার্থকটীনাং হি ব্যাখ্যায়ং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩ ॥

অজলাচলন । এই জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহা দ্বারা বিধৃত এবং পরিশেষে যাহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশে নমস্কার ॥ ১ ॥

পূৰ্ব্ববর্তী যে সকল গুরু পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূৰ্ব্বক এই বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সৰ্বথা প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যাহারা বিম্পষ্ট ব্যাখ্যায় কুচিসম্পন্ন, সেই সকল মন্দমতি লোকের উপকারার্থ আমি আচার্য্যের অমুগ্রহে তৈত্তিরীয় শাস্ত্রের সাংকৃত এই উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি ॥৩॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ।

‘আভ্যাসভাষ্যম্ । নিত্যান্তধিপতানি কৰ্ম্মাণ্যুপাত্তহরিং
কৰ্ম্মার্থানি, কাম্যানি চ ফলার্থিনাং পূৰ্ব্বম্বিন্ গ্রহে । ইদানীং কৰ্ম্মোপাদান
পরিহারায় ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রাপ্ত্যুত্তে । (১)

কৰ্ম্মহেতুঃ কামঃ স্মাৎ, প্রবর্তকত্বাৎ । আগুকামানাং হি কামাভাবে স্বাশ্র
ন্যবস্থানাং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ । আশ্রকামত্বে চাপ্তকামতা । আশ্রা চ ব্রহ্ম ;
তদ্বিদো হি পরপ্রাপ্তিং বক্ষ্যতি । অতোহবিজ্ঞানিবৃত্তৌ স্বাশ্রন্যবস্থানাং পর
প্রাপ্তিঃ, “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে,” “এতমানন্দময়মাশ্রানমুপসংক্রামতি”
ইত্যাদিঃ । কাম্যপ্রতিবন্ধয়োঃ নারজত্বাদ্ আরক্যত্বং চোপভোগেন কৰ্ম্মাৎ
নিত্যানুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াতাবাদযত্নত এব স্বাশ্রন্যবস্থানাং মোক্ষঃ । ১

অথবা, নিরতিশয়াঃ প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যাঃ কৰ্ম্মহেতুত্বাৎ কৰ্ম্মভ্য এব
মোক্ষ ইতি চেৎ, ন ; কৰ্ম্মানেকত্বাৎ । অনেকানি হি আরক্যফলানি অনারক-
ফলানি চানেকজন্মান্তররূতানি বিরুদ্ধফলানি কৰ্ম্মাণি সম্ভবন্তি । অতন্তেষ্বনারক-
ফলানামেকম্বিন্ জন্মানি উপভোগেন কৰ্ম্মাসম্পাদাৎ শেষকৰ্ম্মানিমিত্ত-শরীরা-
রন্তোপপত্তিঃ, কৰ্ম্মশেষসম্প্রাপ্ত্যবসিদ্ধিঃ ; “তদ্ব ইহ রমণীয়চরণাঃ” । “ততঃ
শেষেণ” ইত্যাদিঃ প্রতিশ্রুতিশ্রুতভাঃ । ২

ইষ্টানিষ্টফলানামনারজানাং কৰ্ম্মার্থানি নিত্যানীতি চেৎ ; ন ; অকরণে
প্রত্যবায়শ্রবণাৎ । প্রত্যবায়শব্দো হনিষ্টবিষয়ঃ । নিত্যাকরণনিমিত্তত্ব
প্রত্যবায়ত্ব দুঃখরূপস্তাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগমাৎ
ন অনৌক্যফল-কৰ্ম্মকৰ্ম্মার্থানি । যদি নাম অনারকফল-কৰ্ম্মকৰ্ম্মার্থানি নিত্যানি
কৰ্ম্মাণি, তথাপ্যন্তত্বমেব ক্ষপয়েয়ুঃ, ন শুদ্ধম্, বিরোধাতাবাৎ । ন হাষ্টফলস্য

(১) কৰ্ম্মবিচারেইপবোপনিষদো প্ৰতীতিত্বাৎপনিষৎশাস্ত্রনস্ত নিঃশেষসত্ত্ব কৰ্ম্মভা এব
সম্ভবাৎ পুণ্যব্যাপ্যব্রহ্মো ন বৃত্ত ইত্যাদিশাস্ত্রমপনেতুং কৰ্ম্মকাণ্ডংবাহ নিত্যানীতি । “অথাতো
ধর্ম্মজিহ্বাসা” ইতি জৈমিনিয়া ধর্ম্মগ্রহণেন সিদ্ধবস্তাবচারণত্ব পূর্বাঙ্গত্বাৎ নোপনিষদো গভীর্থ-
মিত্যর্থঃ । তানি চ কৰ্ম্মাণি সাক্ষিত্বদ্বিতিকৰ্ম্মার্থানি “ধর্ম্মেণ পাপমপহুদতি” ইতি শ্রুতঃ, ন
নিঃশেষসার্থানি । ন কেবলং জীবতোহবশ্যকস্তাব্যাবধিপতানি, ফলার্থিনাং কাম্যানি চ । ন
তানাপি নিঃশেষসার্থানি : “স্বর্গকামঃ” “পশুকামঃ” ইত্যাদিবঃ ‘মোক্ষকামোহদঃ কুখ্যঃ’
ইত্যশ্রবণাৎ । অতঃ সংসার এব কৰ্ম্মণাং ফলমিত্যর্থঃ ।

কৰ্ম্মকাণ্ডার্থমুক্তা তত্রাবিচারিতমুপনিষদর্থমাহ —ইদানীমিতি । বর্ধগামুপাদানেন্তুঠানে যো
হেতুঃ তদ্বিবৃত্তার্থং ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ গ্রহে আরভাতে, অতঃ সনিদান-কৰ্ম্মোপলব্ধি-ব্রহ্মপনিষদঃ
কৰ্ম্মকাণ্ডবিরুদ্ধত্বাৎ ন গভীর্থমিত্যর্থঃ । ইতি আনন্দ জ্ঞানকৃতা টীকা ।

কৰ্মণঃ শুদ্ধরূপভাষিতৈৰ্বিরোধ উপপত্ততে । শুদ্ধাশুদ্ধয়োৰ্হি বিরোধো
বৃত্তঃ । ৩

न च कर्महेतूनां कामानां ज्ञानात्त्वे निवृत्त्यसम्भवादिशेषकर्मकर्मोप-
पत्तिः । अनाद्यविदे हि कामः, अनाद्यकलविषयताम् । आद्यनि च कामानु-
पपत्तिः, निताप्राप्तताम् । स्वयंकाया परं ब्रह्मेतुक्तम् । निताप्राप्ताकरणम-
भावः, ततः प्रत्यावायानुपपत्तिरिति । अतः प्रक्षोपचितद्वारेण्यः प्राप्य-
माण्याः प्रत्यावायिक्रियाया निताप्राप्ताकरणं लक्ष्मीत शङ्कप्रतापस्य नाहप-
पत्तिः—“अकूर्कन् विहितं कर्म” इति । अनाद्या हि अभावार्थावोपपत्तिरिति
सर्वप्रमाणव्याकोप इति । अतोह्यक्ततः आद्यनावयाननिताप्राप्ताकरणम् । ४

যচোক্তং নিরতিশয়প্ৰীতে: স্বৰ্গশৰদ্বাচ্যায়: কস্মানমিত্ত্বাৎ স্মারক এব
মোক ইতি, তন্ন ; নিত্যস্বাখ্যোক্ত। ন হি নিত্যং কঞ্চিদারভ্যতে।
লোকে যদারকম্, তদনিগ্রমিত ; অতো ন কস্মাৎভ্যো মোকঃ। বিস্তাসহি-
তানাং কৰ্ম্মণাং নিত্যারম্ভসামৰ্থ্যমিতি চেৎ ; ন ; বিরোধাৎ। নিত্যকারভ্যত
ইতি বিরুদ্ধম্। ৫

যদি নষ্টম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি প্রধ্বংসোভাববলিত্যোহপি মোক্ষ আৱণ্য
 এবশ্চি চেৎ ; ন ; মোক্ষস্ত ভাবরূপত্বাৎ । প্রধ্বংসোভাবোহপ্যারম্ভাত ইতি ন
 সম্ভবতি ; অভাবস্য বিশেষোভাবাদিকল্পমাত্রমেতৎ । ভাবপ্রতিষেধী হভাবঃ ।
 যথা হ্যভিল্লোহপি ভাবো যটপটাদিতিক্রিশেষ্যতে ভিন্ন ইব—যটভাবঃ পটভাব
 ইতি, এবং নিক্রিশেষোহপ্যভাবঃ ক্রিয়াগুণযোগাদ্ দব্যাদিবদিকল্পাতে । ন হি
 অভাব উৎপলাদিবদিশেষণসহভাবা । বিশেষণবহে ভাব এব স্তাৎ । ৬

বিদ্যা-কৰ্মকৰ্ত্তৃমিত্যাৎ বিদ্যা-কৰ্মসম্পাদনজনিত-মোক্ষনিত্যর্থমিতি চেৎ,
ন; গঙ্গাস্রোতোবৎ কৰ্ত্তৃত্বাৎ দুঃখরূপত্বাৎ, কৰ্ত্তৃত্বোপপন্নমে চ মোক্ষবিচ্ছেদাৎ ।
তন্মাদবিনষ্টকামকৰ্মোপাদানহেতুনিবর্ত্তো স্বাশ্রয়বস্থানং যোগ ইতি । স্বয়-
ক্ৰিয়া ব্রহ্ম; তদ্বিজ্ঞানাদবিনষ্টানিবৃত্তিরিতি; অতঃ ব্রহ্মবিনষ্টার্থোপনিষদারম্ভতে ।
উপনিষদिति विद्योक्त्येते तद्वर्णनात् गर्भजमजनादिनिर्णयनात्, तदव-
सादनात् ब्रह्म उपनिषद्विरुद्धात्, उपनिषद्वत् वा अन्तर्गतं परं प्रेय इति ।
तदर्थत्वात् ग्रहोहप्युपनिषद् ॥

আভাষ ভাষা নুলাদ। সঞ্চিত পাঁপ বিধ্বংস করাই, যে সমুদয়
কর্মের মুখ্য ফল, সেই সমুদয় নিত্য কণ্ড এবং ফলাভিলাষী পুরুষাণের কণ্ডব্য
রূপে বিহিত কাম্য কর্ম সমুদয় পুণ্য গায়ে ঘর্ষাৎ জৈবদ্বৈনিকৃত কর্মকাণ্ডে পরিণত

হইয়াছে ; এখন কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত অবিজ্ঞা বা কামনার নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিজ্ঞার অবতারণা করা হইতেছে (১)। কামনাই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান হেতু ; কারণ, কামনাই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয় ; সেই কারণে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি জন্মে না। আত্মবিষয়ে কামনা সম্পূর্ণ হইলেই আপ্ত-কামত্ব সিদ্ধ হয় ; কারণ, আত্মাই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির কথা পরে বলা হইবে। অতএব অবিজ্ঞাননিবৃত্তির পর যে, ব্রহ্মপাবস্থান, তাহাই ক্রতীকৃত ‘পরপ্রাপ্তি’ বৃত্তিতে হইবে ; কারণ, ঋতিতে আছে—‘সর্বভয়রহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে,’ ‘তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি। অতএব সেই অবস্থায় কাম্য ও নিমিত্ত কন্মের অনুষ্ঠান রহিত হওয়ায়, উপভোগ দ্বারা প্রারম্ভ কন্মের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিত্যকন্মের অনুষ্ঠান বশতঃ সঞ্চিত পাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই ব্রহ্মপাবস্থানরূপ মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়।^১ অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে—) যদি বলি, স্বর্গ-শব্দের অর্থ

(১) তাৎপর্য—আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মহর্ষি জৈমিনির কৃত পূর্ববীমাংসায় বখশ সমস্ত বেদার্থ বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারা এই আর্যপাকোপনিষদের অর্থও নিশ্চয়ই নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-ফল লাভ করা বাইতে পারে, তখন ইহার অল্প পৃথক্ ব্যাখ্যা রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইরূপ আশঙ্কা আপনমনের নিমিত্ত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য ‘নিত্যানি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে কেবল ক্রিয়া-সাধা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারই স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর বিচার সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রান্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; সুতরাং তৎসম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ব উচ্চাতে নিরূপিত হয় নাই। কন্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও কাম্য ; তন্মধ্যে নিত্য কন্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার পূর্বসঞ্চিত পাপ-ধ্বংস ; আর কাম্য কন্মের ফল অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি। এই জন্যই বেদে কর্ম্ম প্রকরণে “স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজ্ঞেন” অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কাম্যফলের নিমিত্তই কন্মের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু ‘মোক্ষকামঃ অমৃৎ কর্ম্ম কুধ্যাৎ’ এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই ; সুতরাং বুঝা বাইতেছে যে, কন্মের ফল মুক্তি নহে,—সংসার। কাজেই মোক্ষলাভের উপায়ভূত উপনিষদের অর্থ নির্ধারণ করা ভাষ্যকারের আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় ; সুতরাং উপনিষৎশাস্ত্রী কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী ; কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দ্বারা উপনিষৎশাস্ত্র গভীর্ণ হইতে পারে না।

যখন নিরতিশয় আনন্দ ; এবং কক্ষটি যখন তৎপাশ্বে নিদান : তখন কক্ষ হইতেই ত মোক্ষলাভ হইতে পারে ? না, কক্ষের অনেকই হেতুই সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পাদিত বলতর কক্ষইত বিদ্যমান আছে ; তন্মধ্যে কতকগুলি আনন্দফলক বাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) এবং কতকগুলি আনন্দফলক (এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই,— সঞ্চিত রহিয়াছে) ; সেই সকল কক্ষের ফল ত স্বভাবতই পাম্পর বিরোধী । এট কারণেই, যে সমুদয় কক্ষ আনন্দফলক অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমুদয় কক্ষের ফলোপভোগ করা একটু জগ্নে সম্ভব হয় না ; সুতরাং অল্পভুক্ত অবশিষ্ট কক্ষের ফলভোগার্থ পুনর্জন্ম শরীর-পরিগ্রহ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় । ‘যাহারা এখানে রমণীয় কক্ষের অন্বেষণ করে, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় ’ ‘ভুক্তাবশিষ্ট কক্ষান্তরারে [জন্ম লাভ করে ’ ইত্যাদি শত শত প্রতি স্মৃতি প্রমাণ হইতেও কক্ষ-শেষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে । ১২

যদি বল, ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাদক আনন্দ কক্ষ সমূহের ক্ষয়-সম্পাদনই নিত্য কক্ষের উদ্দেশ্য ; না—তাহাও বলিতে পার না : কেন না, নিত্যকক্ষের অকরণে প্রত্যাব্যবোধক প্রতি রহিয়াছে : প্রত্যাব্য শব্দটী অনিষ্টার্থবোধক ; অতএব নিত্যকক্ষের অকরণে যে, ‘দাবী দুঃখ’ সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবিত ভাবী দুঃখাত্মক প্রত্যাব্যের পরিহারজনক বলিয়াই নিত্যকক্ষ সমূহ পীড়িত হইয়া থাকে ; সুতরাং আনন্দফলক কক্ষের ক্ষয়-সাধনঃ উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় না । পক্ষান্তরে আনন্দফলক কক্ষের ক্ষয় করা ই যদি নিত্যকক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও নিত্যকক্ষে অশুদ্ধ পাপ কক্ষেরই কেবল ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কক্ষের ক্ষয় করিতে পারে না ; কেন না, শুদ্ধ কক্ষের সহিত নিত্যকক্ষের কোনই বিরোধ নাই । বস্তুতঃ ইষ্টফলজনক কক্ষমাত্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক) : সুতরাং নিত্যকক্ষের সহিত তাহাদের বিরোধ উপপন্ন হয় না ; কেন না, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কক্ষের মধ্যেই বিরোধ থাকা নুজ্জিগুজ্জ । ১৩

বিশেষতঃ কামনাই যখন কক্ষপ্রবৃত্তির মূল কারণ ; জ্ঞানোদয় ব্যতীত যখন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব ; তখন বিশেষরূপে কক্ষ-ক্ষয় ত হইতেই পারে না । আত্মতিরিক্ত ফলঃ যখন কামনার বিষয়, তখন কাম বা কামনা অনাসক্ত পুরুষেরই ধর্ম (আত্মজ্ঞের নহে) । বিশেষতঃ স্বীয় আত্মা যখন নিত্য-

প্রাপ্ত, তখন তদ্বিষয়ে কাখন হইতেই পারে না। আর আত্মা স্বয়ংই যে পরব্রহ্ম, এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর, নিত্যকর্মের অকরণ বা অননুষ্ঠান ত ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব অসৎ ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য-কর্মের অকরণ হইতে) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্বসঞ্চিত দুষ্কর্মের ফলে যে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্মের অকরণ তাহারই লক্ষণ বা পরিচায়ক ; সুতরাং 'অকুর্কন্' ইত্যাদি বচনে যে, শত্ৰুপ্রত্যয় আছে, তাহারও অমুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইল না (১)। ইহা না হইলে, অর্থাৎ অভাব হইতেও ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনার্যাসে যে, স্বরূপাবস্থার, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। ৪

আরও যে, বলিয়াছে—স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় বা সর্বাধিক আনন্দ ; কন্মই সেই স্বর্গলাভের উপায় ; অতএব নিরতিশয় আনন্দাত্মক মোক্ষও কন্মারকই বটে, অর্থাৎ কন্ম দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যায়। সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক ; কেন না, কোন নিত্যপদার্থই উৎপন্ন হয় না ; গুণতে বাহ্য কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য ; এই কারণেই মোক্ষ কখনও কন্মারক হইতে পারে না। যদি বল, বিজ্ঞা-সহযোগে অমুষ্ঠিত কন্ম সমূহের, নিত্য পদার্থকেও সমুৎপাদন করিতে সামর্থ্য আছে ; না, তাহাও থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ; কেন না, নিত্য পদার্থও যে, উৎপন্ন হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। ৫

(১) ভাবার্থ—কার্য্যমাজেরই একটা কারণ থাকা আবশ্যক হয় ; এবং সত্য বস্তুই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বলিয়া কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। অসত্যেরও কার্য্যকারিতা থাকিলে আকাশকুহুদ বা বজ্রাপুত্র হইতেও অনেক কাহ্য হইতে পারিত। অথচ তাহা কখনও হয় না বা হইতে পাবে না। অভাবও অসৎপদার্থ, সুতরাং নিত্যকর্মের অকরণ বা অনুষ্ঠানভাব হইতেও পাপরূপ একটা ভাব কাহ্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্রিবিহীন নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান না করিলে লোকে বুঝিতে পারে যে, এই লোকটা পূর্বজন্মে বহুতর দুষ্কর্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্তমান জন্মে, ইহার এই প্রকার পাপ প্রযুক্তি হইতেছে। এতরূপ পাপপ্রযুক্তির পরিচয় প্রদান করে বলিয়াই "অকুর্কন্" ব্রিতিঃ কন্ম" ইত্যাদি বচনে 'শত্ৰু' প্রত্যয় ('অকুর্কন্' পদে) প্রযুক্ত 'হই' আছে। শত্ৰুপ্রত্যয়টি লক্ষণ বা পরিচয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যদি বল, [নিত্য বস্তু যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরন্তু] বাহ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় না ; সুতরাং অবিনাশী ধ্বংসনামক অভাব যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে দোষ কি ? না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, [আর ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ] ; সুতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না (১) । তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না ; কেন না, অভাবের (ধ্বংসের) যখন স্বরূপগত কোন বিশেষ্য নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা কেবল কল্পনা মাত্র, উহা বাস্তবিক নহে । অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিষেধী অর্থাৎ ভাববস্ত্র-সাপেক্ষ । যেমন ভাব বা সত্য পদার্থটী স্বরূপগতঃ এক অভিন্ন হইলেও ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা বিশেষিত বা পৃথক্ ভাবে পরিচিত হইয়, থাকে, যথা—ঘট-ভাব (ঘটের ভাব—সত্য), ও পট-ভাব (পটের সত্য) ইত্যাদি ; ঠিক তেমনি উক্ত ধ্বংসও স্বরূপগতঃ বিশেষ্যরহিত (পার্থক্যশূন্য—নির্কির্দেশ) হইলেও, ক্রিয়া ও গুণাদি দ্বারা দ্রব্যপদার্থের ন্যায় বিকল্পিত (নানারূপে ব্যবহৃত) হইয়া থাকে । উৎপন্ন বা স্রষ্টা পদ্ধতি ভাব বস্তুগুলি স্বরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়, অভাব কখনও সেরূপ হয় না ; কেননা, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা অভাব না হইয়া নিশ্চয়ঃ ভাব বস্তুরূপে পরিগণিত হইত । ৬

যদি বল, বিজ্ঞা ও কর্মসমূহের অনুরূপতা আয়া যখন নিত্য, তখন তদ-

(১) ভাবার্থ—পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে একটীর নাম ধ্বংস বা ধ্বংস । সেহ ধ্বংস উৎপন্ন হয় ঘটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, চিরকাল বর্তমান থাকে । এখন কথা হইতেছে এই যে, ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও ধ্বংসগ্রাহ্য—চিরস্থায়ী, তেমনি মোক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে, তাহা হইলে শু অন্ত কোন দোষই ঘটে না । তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না সে কথা হইতে পারে না ; ধ্বংস হইতেছে অভাব—অবশ্য, তাহার সতি ত কখনই সত্য বস্তু মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না । কেন না, ধ্বংস নিজে অভাব, মোক্ষ হইতেছে ভাব । ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা কখনও একরূপ হইতে পারে না । ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসভাগী হইবে, ইটাই অব্যক্তিসারী নিয়ম । অভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই । কাজেই মোক্ষকে ভাবার্থ বলিলে তাহার অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ।

মুক্তিত বিজ্ঞা ও কর্মের ফলস্বরূপ মোক্ষেরও নিত্যত্ব হইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কেন না, গন্ধাস্রোতের ত্রায় কর্তৃত্বের স্বরূপও দুর্নিরূপণীয় ; পক্ষান্তরে আত্মকর্তৃত্বই যদি মোক্ষের কারণ হইত, তাহা হইলে কর্তৃত্বের নিরুত্তিতে মোক্ষেরও নিরুত্তি বা বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিত। অতএব বলিতে হইবে যে, অবিজ্ঞাত কামনা ও কর্মের উপাদান কারণ অবিজ্ঞার নিরুত্তিতে যে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই যথার্থ মোক্ষ। স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্ম ; তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই অবিজ্ঞার নিরুত্তি হয়। এই কারণেই ব্রহ্মবিজ্ঞা নিরূপণার্থ এই উপনিষদ্ আরম্ভ হইতেছে। ‘উপনিষদ্’ শব্দে বিজ্ঞা বুঝায়। যে হেতু উপনিষদ্ স্বসেবকদিগের গর্ভবাস, গ্রন্থ ও জরাদি যাতনা অপসারণ করে, অথবা সে সমুদয়কে অবসন্ন করে, কিংবা জীবকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া যায়, অথবা পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ইহাতে সন্নিহিত রহিয়াছে ; [এই কারণে উপনিষদ্ শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ বুঝাইয়া থাকে]। এই গ্রন্থও সেই অর্থেরই প্রতিপাদন করে, এই জন্য গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শং নো ভবত্বর্যমা ।
 শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শং নো-বিষ্ণুরুরুক্রমঃ । নমো
 ব্রহ্মণে । নমস্তে বায়ো । হ্রগেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । হ্রামেব
 প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি । ঋতং বদিস্যামি । সত্যং বদি-
 স্যামি । তন্মামবতু তবক্তারমবতু । অবতু মাম্ । অবতু
 বক্তারম্ ॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১ ॥

[সত্যং বদিস্যামি পঞ্চ চ ॥]

ইতি শীকাধায়ে প্রথমোহিনুবাকঃ ॥ ১ ॥

সম্বলার্থঃ । মিত্রঃ (দিবসোভিমানী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং (সুখকরঃ)
 ভবতু; বরুণঃ (রাত্র্যোভিমানিনী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং ভবতু; অর্যমা (চক্ষুর-
 ভিমানিনী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং (সুখকরঃ) ভবতু । ইন্দ্রঃ (বলোভি-
 মানিনী দেবতা), বৃহস্পতিঃ (গোবলোভিমানিনী দেবতা) নঃ শং ভবতু ।
 উরুক্রমঃ (বিশ্তীর্ণক্রমঃ পাদোভিমানিনী দেবতা) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু] । ব্রহ্মণে
 (পরোক্ষায় ব্রহ্মভূতায় বায়বে) নমঃ । হে বায়ো, তে প্রত্যক্ষায় তুভ্যং)
 নমঃ । [অত্র পরোক্ষপরোক্ষতয়া ব্রহ্মায়ুশ্চাক্ষাভ্যাং বায়ুরেব উচ্যতে] ।
 [হে বায়ো, যতঃ] হ্রমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম আসি, [তন্মাম্] হ্রাম্ এতৎ প্রত্যক্ষং
 ব্রহ্ম বদিস্যামি; ঋতং (যথার্থত্বং) বুদ্ধৌ স্থানান্ততাপঃ তাম্ এতৎ বদিস্যামি;
 সত্যং (সত্যস্বরূপং) হ্রামেব বদিস্যামি । ত্বং (বায়ুরূপং সত্যং ব্রহ্ম)
 মাম্ (বদ্যার্থিনং) অবতু (বদ্যাসংযোগেনৈব পালয়তু); ত্বং (বায়ুরূপং
 ব্রহ্ম) বক্তারম্ (আচাৰ্য্যম্) অবতু (বিত্যাসম্প্রদানসামর্থ্যদানেন পালয়তু) ।
 অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ [ইতি পুনঃপ্রদানমাদরার্থম্] । শান্তিঃ (আধ্য-
 ত্মিকবিশ্ব-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিভৌতিকবিশ্ব-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ
 (আধিভৌতিকবিশ্ব-প্রশমনার্থা) ইতি ॥ ১ ॥

মূল্যানুবাদঃ । দিবসোভিমানী দেবতা মিত্র (সূর্য্যদেব) আমা-
 দিগের কল্যাণকর হউন; রাত্রিব দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দকর
 হউন; চক্ষুর দেবতা অর্যমা আমাদের সুখদায়ক হউন; বলের দেবতা
 ইন্দ্র ও বাগ বন্ধির অধিপতি বৃহস্পতি আমাদের সখকর হউন ।

বিস্তীর্ণ ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষ্ণু আমাদের আনন্দপ্রদ হউন । ব্রহ্মাত্মক পরোক্ষ বায়ুর উত্তেজিত নমস্কার । হে বায়ো, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব ; স্বত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব । বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সত্য বিষয় সূক্ষ্মনিপন্ন হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; সুতরাং তোমারই স্বরূপ ; অতএব সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব । সেই সর্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম বিজ্ঞার্থী আগাকে সামর্থ্যপ্রদান করত রক্ষা করুন ; এবং তিনি বক্তা আচার্য্যকেও শক্তিপ্রদানপূর্বক রক্ষা করুন । আদরাতিশয় জ্ঞাপনার্থ ‘অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্’ কথাটির পুনরুক্তি করা হইয়াছে । বিভালাভের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিদ্য নিবারণের জন্ত তিনবার ‘শাস্তি’ শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমাম্বুজক ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাস্তি-ব্রহ্মাত্মক । শং সুখং প্রাণবৃন্তেরূচ্চাভিনানী দেবতায়া মিত্রঃ নঃ অগ্ন্যকং ভবতু । তদৈব অপানবৃন্তেঃ রাত্রেচ্চাভিনানী দেবতায়া বরুণঃ ; চক্ষুষ্যাদিত্যে চাভিনানী অর্য্যমা ; বসে ইন্দ্রঃ ; বাচি বুদ্ধৌ চ বৃহস্পতিঃ ; বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদয়োঃ ভিনানী ; এবমায়া অধ্যাত্মদেবতাঃ শং নঃ ; ভবত্বিত্তি সর্বত্রানুধনঃ । তাস্মৈ হি সুখকুংসু বিজ্ঞানবর্ণধারণোপযোগ্য অপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি তৎসুখকর্তৃত্বং প্রার্থ্যতে - শং না ভবত্বিত্তি । ১

বক্ষ্যবিজ্ঞাবিবিদিশণা নমস্কার-বদনক্রিয়ে বায়ুবিষয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞোপসর্গশাস্ত্রার্থে ক্রিয়েতে সর্বক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ । ব্রহ্ম বায়ুঃ, তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ প্রহরীভাৎ, ক্রোমৌতি বাক্যশেষঃ । নমঃ তে ভূভ্যাং, হে বায়ো, নমস্করোমৌতি পরোক্ষপ্রত্যক্ষাভ্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে । ২

কিঞ্চ, তমেব চক্ষুরাদ্যাপেক্ষ্য বাহ্যং সন্নিবৃষ্টমব্যবহিতং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি যস্মাৎ, তস্মাৎ তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিব্যামি । যতং যথাশাস্ত্রং যথাকর্তব্যং বুদ্ধৌ সুপরিমিশ্রিতমর্থং তদধীনত্বাৎ তমেব বদিব্যামি । সুগামিতি স এব বাক্যাত্ম্যং সম্পাদমানঃ, সোহপি তদধীন এব সম্পাদ্যতে ইতি তমেব সত্যং

বদ্বিষ্যামি । তৎ সন্ধ্যায়কং বায়ুধ্বং ব্রহ্ম মদৈবং স্ততং সৎ বিজ্ঞাৰ্হিনং মাম্
অবতু বিজ্ঞাসংযোজনেন । তদেব ব্রহ্ম বক্তারম্ আচার্য্যং চ বক্তৃসামর্থ্যসংযো-
জনেন অবতু । অবতু মাম্, অবতু বক্তারমিতি পুনর্নচনমাদরার্থম্ । শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রিচ্চনম্ আধ্যাত্মিকাবিত্তোক্তিকারিদৈবকানাং বিজ্ঞা-
প্রাপ্ত্যুপসর্গাণাং প্রশমনার্থম্ ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমাহুবাক ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ । প্রাণবৃত্তি (প্রাণের ব্যাপার) ও দিবনের
অভিমানী দেবতারূপী মিদ্র আমাদিগের সুখাবহ হউন । সেইরূপ অপান-
বৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বক্রণ ; চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলের অভিমানী দেবতা-
রূপী অৰ্ঘ্যমা ; বলের অভিমানী ইন্দ্র, বাক ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি
এবং উরুক্রম—বৈজ্ঞানিকপাদ-বক্ষেপসম্পন্ন অৰ্ঘ্যমা পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতা-
রূপী বিষ্ণু, এবং এই প্রকার আরও যে সমুদয় অগ্ন্যায়দেবতা আছেন, তাহারাও
আমাদের সুখকর [হউন] । ঐতিহ্য 'অবতু' (হউন) এই ক্রিয়াটির সকল
বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে । সেই অগ্ন্যায়িক দেবতাগণ সুখাবধায়ক হইলে,
বিজ্ঞাপ্রবণ এবং বিজ্ঞা ও তদৰ্থ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ভাল অবধি সুসম্পন্ন
হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সুখাবধায়কতা প্রার্থনা করা হইতেছে—“শং নো
ভবতু” ইতি । ১

অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ব্রহ্মবিজ্ঞালাভে সঙ্ঘাতিত বিদ্র-
প্রশমনের নিমিত্ত বায়ুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবন্দন কাৰ্য্য অবশ্য করণীয় ;
কেন না, সমস্ত ক্রিয়াফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন ; অতএব তৎকালে
নমস্কার ও ব্রহ্মবন্দন ক্রিয়া সমুপস্থিত হইতেছে । এখানে এক অৰ্ঘ—বায়ু,
সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নমঃ—শিরোনমন করিতেছি । ‘ক’রতেছি’ (‘করোমি’)
কথাটা মূলে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে । হে বায়ো, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার
করিতেছি । এই ভাবে এক বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ও রোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বায়ু পক্ষে
অভিহিত করা হইয়াছে । ২

অপিচ, যেহেতু কৃষি চক্ষুঃপ্রভৃতি হ্রদ্রিয়্যাপেক্ষায় বায়ু (বহিঃস্থিত) ও অব্যব-
হিত (নিকটবর্তী) প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপ ; সেই হেতু প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপী ভোমাকেই

বলিব (১) । ঋত অর্থ শাস্ত্র ও কর্তব্যানুসারে যাহা নিশ্চয়রূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; এই কারণে তোমাকেই সত্যস্বরূপে উচ্চাচরণ করিব । সত্যশব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই বটে ; বিশেষ এই যে, ইহা কেবল বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয় । সেই বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদ্যমান বিষয়ও তোমার সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; এই কারণে তুমিই সেই সত্যস্বরূপ ; সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব (২) । সেই সর্বাঙ্গিক বায়ু নামক ব্রহ্ম আমা দ্বারা এই প্রকারে স্তব (স্তুতির বিষয়) হইয়া বিজ্ঞাভিলাষী আল্লাকে (শিষ্যকে) বিজ্ঞা-সংযোজন দ্বারা পালন করুন , এবং সেই বায়ুব্রহ্মই বক্তা—আমার উপদেষ্টা আচার্য্যাকেও বিজ্ঞাদানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন । ‘আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন’ এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শন করা । বিজ্ঞালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকারে সম্ভাব্য বস্তু বিষয় প্রশমনাভিপ্রায়ে ‘শাস্তি’ শব্দটি তিনবার পঠিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমানুবাকের (৩ , ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—যথা রাজ্ঞো দৌষারিকং কশিচ্ছ রাজ-দদৃক্ষুরাহ—তমেব রাজেতি তথা হার্দিত্ত ব্রহ্মণো দ্বারপং ঐশং হাদিৎ ব্রহ্মাদদৃক্ষুরাহ—“তামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি” ইতি । (অনন্দগিরি টীকা) ।

অর্থ এই যে, যদিও প্রাণস্বরূপ বায়ু সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ না হউক, তথাপি, রাজদর্শনাভিলাষী কোন লোক যেরূপ রাজার দৌষারিককে (দ্বারপালকে) “তুমিই রাজা” এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে; তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সাধকও বায়ুব্রহ্মপী প্রাণকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ।

(২) তাৎপৰ্য্য—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও বাহা বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং সেই প্রতীতি অনুসারে কারিক ও বাচনিক ব্যাপার দ্বারা সত্য বা যথায়থরূপে সম্পাদন করা হয়, এই উভয় প্রকারে ঋত ও সত্য ভিন্নার্থক হইতেছে ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে যেরূপ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে ‘অনুশাং’ নামটি পরিচ্ছেদ স্থলবর্তী অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় অনুবাকঃ।

অভ্যাস ভাষ্যম্। ওর্গজ্ঞানপ্রধানতাদুপনিষদঃ গ্রন্থপাঠে যত্নো-
পরমো যা তুদ্বিতি শীক্ষাধায় আরভতে—

অভ্যাস ভাষ্যানুবাদ অর্থ-বোধঃ উপনিষদের প্রধান
বিষয় ; এই কারণে উপনিষৎ গ্রন্থপাঠে কাহারো অযত্ন আসিতে পারে,
তাহা বাহাতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শীক্ষাধায় আরম্ভ হইতেছে (১)—

শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্তানঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম
সন্তানঃ। ইত্যুতঃ শীক্ষাধায়ঃ ॥ ১ ॥ ২ [শীক্ষাং পঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধায়ে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সংস্কৃতভাষ্যঃ। উপনিষদামর্থবোধপ্রদানম্বেহপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজ্ঞানা-
পেক্ষাপ্যন্তীতি জ্ঞা যিতুমাহ—“শীক্ষাম্” ইত্যাদি। শীক্ষাং (শিক্ষ্যতে বর্ণাদ্য-
চ্চারণং যয়, সা শিক্ষা, তাং, অর্থঃ। শিক্ষ্যন্তে ইতি বর্ণাদয় এব শিক্ষা, শিষ্টৈব
শীক্ষা ; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং, ব্যাখ্যাসামঃ (বাক্যং কথ্যবিষয়ঃ)। [তৎ
শিক্ষণীয়াঃ অর্থা উচ্যন্তে—] বর্ণঃ (অকারাদিঃ), স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ), মাত্রা
(ব্রহ্মদীর্ঘাদিঃ), বলং (শব্দোচ্চারণে পাপপ্রযত্নবিশেষঃ), সাম। সমতা, তুল্য-
রূপেণোচ্চারণম্); সন্তানঃ সন্ততিঃ ‘নয়তক্রমং পদং বাক্যং বা’, ইতি
(‘ইতি’ শব্দঃ শিক্ষাসমাপ্তৌ)। শীক্ষাধায়ঃ (শীক্ষা অদীয়তে অনেন ইতি
শীক্ষাধায়ঃ) উতঃ কথিত ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধায়ে দ্বিতীয়ানুবাক পঞ্চম্য ॥ ২ ॥

(১) ভাষ্যপরিচয়ঃ—বেদের বে ৩৫টি অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে। ‘শিক্ষা’ তাহাদের অন্ততম।
শিক্ষা গ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর মাত্রাদির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে
‘শীক্ষা’ শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থারই সূচনা করা হইল। অতএব এ সম্বন্ধে
বিশেষ কিছু জানিতে হইলে মূল শিক্ষাগ্রন্থ হইবে। বৈদিক সূত্রাদিতে অনেক প্রকার স্বর
প্রযোজ্য হইয়া থাকে। তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—উদাত্ত, অম্রদাত্ত, ও মরিৎ।
তদ্বাচ্যে উচ্চৈষং উদাত্ত, মৃদুঞ্চ অম্রদাত্ত, এবং তদুচ্চয়ের মধ্যবর্তী স্বর ‘সাব্য’ নামে প্রসিদ্ধ।
মাত্রা সম্বন্ধে উপদেশ এবং যে, একমাত্রা শুবৎ ব্রহ্মোহিমাভ্যো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিধাতু

মূলানুবাদ । অতঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব । [শিক্ষা ও শিক্ষা একই অর্থ । শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী শিক্ষা করা হয়, অথবা শিক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষা ।] বর্ণ অর্থ—অকারাদি অক্ষর সমূহ ; স্বর অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, সরিৎ, প্রভৃতি ; মাত্রা অর্থ—ব্রহ্মদীর্ঘ প্রভৃতি, বল অর্থ—শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন বা চেষ্টা) ; সাম অর্থ—সমতা অর্থাৎ একই নিয়মে উচ্চারণ ; সন্তান অর্থ—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য ; এই কয়টি বিষয়ই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ॥ ১ ॥ ২ ॥

শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ ॥ ২ ॥

শীক্ষব্র-ভাষ্যম্ । শীক্ষা শীক্ষাতেহনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্ ; শীক্ষন্ত ইতি বা শীক্ষা বর্ণদ্বয়ঃ । শিষ্টৈব শীক্ষা ; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্ ; তাৎ শীক্ষাং ব্যাখ্যান্তামঃ বিস্পষ্টম্ । আ সমস্তাং প্রকথয়িষ্যামঃ । চক্ষিঙঃ খ্যাঞাদিষ্টম্ ব্যাঙপূর্বস্য ব্যক্তবাক-কর্মণ এতদ্রূপম্ । তত্র বর্ণঃ অকারাদিঃ । স্বরঃ উদাত্তাদিঃ । মাত্রা ব্রহ্মদায়াঃ । বলঃ প্রযত্নবিশেষঃ । সাম বর্ণানাং মধ্যম-বৃত্তোচ্চারণং সমতা । সন্তানঃ সন্ততিঃ, সংহিতোত্যর্থঃ । এবং শিক্ষিত-ব্যোহর্থঃ শিক্ষা যশ্মিন্ধ্যায়ে, সোহয়ং শীক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্তঃ উদিতঃ । উক্ত ইতু্যপসংহারার্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয় ; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণ সমূহই শিক্ষা । শিক্ষা ও শীক্ষা একই ; ছন্দোহনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১) । সেই শীক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ

মুতো জেরো ব্যঞ্জনং চার্দুমাত্রকম্ ॥” অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বর এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্রা, মূতস্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জন বর্ণ এক মাত্রা বলিয়া গণ্য । দূরবর্তী লোককে আহ্বান করিতে, গান করিতে এবং রোদন করিতে সাধারণতঃ মূত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥

(১) তাৎপর্য—ভাষ্যের ছান্দস কথাটির দুই অর্থ—(১) বৈদিক নিয়ম ; (২) ব্রহ্ম দীর্ঘাদি মাত্রার নিয়ম । তন্মধ্যে বৈদিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাবার সঙ্গে বৈদিক ভাবার পার্থক্য ঘটে ; ইহা সকলেই জানে । ইহা ছাড়া বেদে স্বরাদির নিয়মক বিভিন্ন

স্পষ্টরূপে সর্বতোভাবে বর্ণনা করিব। “ব্যাখ্যাগামঃ” পদটী বি+আঙ্, পূর্বক চক্ষিঙ্, ধাতুর স্থানে খ্যাঙ্, আদেশে নিপ্পন্ন হইয়াছে। এবং উহার অর্থ—ব্যক্ত শব্দোচ্চারণ। [শিক্ষণীয় বিষয় এই কয়টি—] (১) অকার প্রভৃতি বর্ণ (৭ক্ষর); (২) উদাত্তাদি—স্বর; (৩) হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা; (৪) শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন রূপ—বল; (৫) সাম—সমতা—অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃদুভাবে উচ্চারণ, (৬) এবং সন্তান—সন্ততি অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সরিবিষ্ট পদ বা বাক্য; এইজাতীয় বিষয়গুলিই শিক্ষণীয় (*)। যে অধ্যায়ে শিক্ষার কথা আছে, তাহা শিক্ষাধ্যায়। এই প্রকারে এইখানে শিক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রয়োজন জ্ঞাপনাপ এখানে এ কথার উপসংহার করা হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অমুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

চন্দ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ছন্দেতে হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুতাদি মাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। সেহ ছন্দোবন্ধের জন্ত আবশ্যক যে এক মাত্রাকে দ্বি মাত্রা অর্থাৎ দুই অথকে ও দীর্ঘ স্বর করিয়া লইতে হয়, শুভরাস দ্বিতীয় অর্ধটীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে।

(*) ভাষ্যার্থ—যদিও একবিদ্যায়ক উপনিষদের অর্থই প্রধান, এবং শব্দার্থ অপ্রধান হউক তথাপি শব্দোচ্চারণে বিশেষ সাবধান হওয়া পাঠকের পক্ষে অন্ততঃ আবশ্যক; কাবণ, মাত্রিক নিয়ম এখানেই প্রতিপালনীয়। কবিগণ বলিয়াছেন—“মন্তো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা নিখ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমিতি।।” স বা বজ্রো যজমানঃ হিনস্তি যৎপ্রশস্তঃ স্বরতোঃপর্যায়ঃ। অর্থাৎমন্ত যদি উদাত্তাদি স্বরহীন হয়, উহা কঠাদি বর্ণহীন, ও অযথা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত কখনও উগযুক্ত ফলপ্রদান করে না। উহার উদাত্ত রূপ—‘ইন্দ্র-শক্র’ এই শব্দটি স্বরহীন হওয়ায় কবির অভিপ্রেত ফল ত হইলই না, বরং সেই শব্দই বজ্রের মায় যজমান অস্তবশব্দের ঘনিষ্ঠ করিয়াছিল। অতএব উপনিষদ পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ, উগাদি বর্ণভেদ প্রভৃতি বাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহাষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়োহনুবাকঃ।

সহ নো যশঃ। সহ নো ব্রহ্মবর্চসম্। অথাৎ: সং-
হিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যা স্তামঃ। পঞ্চম্বিকরণেষু। অধিলোক-
মধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা
ইত্যচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী। পূর্বরূপম্।
দ্যৌঃসত্ত্বরূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধি-
লোকম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সংস্কৃতার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদঞ্চ গুরুশিষ্যয়োঃ সাধারণং
মঙ্গলং প্রার্থ্যতে—“সহ নো” ইত্যাদিনা। নো (আবয়োঃ গুরু-শিষ্যয়োঃ)
সহ (তুল্যং) যশঃ (অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা কীৰ্ত্তিঃ [ভূয়াৎ]; নো
(আবয়োঃ) সহ (তুল্যং) ব্রহ্মবর্চসম্ (ব্রহ্মণ্যতেঃ) [ভূয়াৎ] ॥

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানন্তরম্), অতঃ (যতঃ গ্রহাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ
সহসা পরমার্থবিষয়ে নাবতারয়িতুং শক্যতে, অতঃ কারণং) অধিলোকং
(লোকেণ অধি), তথা অধিজ্যোতিষং (জ্যোতিষমধিকৃত্য প্রবৃত্তং), অধিবিদ্যং
(বিদ্যাম্ অধিকৃত্য), অধিপ্রজম্ (প্রজাং পুত্রাদিকম্ অধিকৃত্য), অধ্যাত্মং
(আত্মানং শরীরম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), এবং পঞ্চম্ অধিকরণেষু বিষয়ে সংহি-
তায়ঃ উপনিষদং (সংহিতাবিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যাস্তামঃ। তাঃ (এতাঃ
পঞ্চবিষয়াঃ উপনিষদঃ) [লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ]
মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনন্তরং)
অধিলোকং (লোকবিষয়কং দর্শনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। তত্র পৃথিবী
পূর্বরূপং (সংহিতায়ঃ প্রথমেহঙ্করে পৃথিবীদৃষ্টিঃ করণীয়া); দ্যৌঃ
(অন্তরিক্ষলোকঃ) উত্তররূপং (সংহিতোত্তরাক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টিঃ কর্তব্য্য);
আকাশঃ সন্ধিঃ (সংহিতায়ঃ মধ্যমেহঙ্করে আকাশদৃষ্টিঃ করণীয়া); বায়ুঃ
(জগৎপ্রাণঃ) সন্ধানং সন্ধীয়তে পূর্বোত্তররূপে অনেনেতি সন্ধানং সম্বন্ধঃ,
পূর্বোত্তরয়োর্বর্ণয়োঃ সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টিঃ কর্তব্য্য), ইতি (এবংপ্রকারং)
অধিলোকং (লোকমধিকৃত্য দর্শনমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ৩ ॥

মূলানুসারে । [এমন সংহিতোপনিষদঃ অঙ্গীভূত গুরু শিষ্য উভয়সাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে] । আমাদের উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যশঃ—গুরুর অধ্যাপনাক্রমেণ কাক্তি, এবং আমার অধ্যয়নজনিত কীৰ্ত্তি তুল্যাকপে হউক, এবং আমাদের উভয়ের ব্রহ্ম-বর্চস অর্থাৎ ব্রহ্মণাতেজঃ তুল্যাকপে প্রতিভা হউক

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বারা পরিমার্জিত বুদ্ধি লোক ও পরমার্থ তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না,] সেই হেতু অতঃপর পৃথিব্যাঙ্কি লোক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ, আকাশ প্রভৃতি বিজ্ঞা, মাতা প্রভৃতি প্রজা ও হ্রু প্রভৃতি দেহাংশ, এই পাঁচটা বিষয়ে সংহিতাসম্বন্ধীয় উপনিষদ (দর্শন বা উপাসনা) বর্ণনা করিব । এই পাঁচটা বিষয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা' বলা হইয়া থাকে । তন্মধ্যে অগ্র লোকাধিকারে উপনিষদ বলা হইতেছে । 'সংহিতা'র প্রথমাক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে তালোদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে আকাশ দৃষ্টি এবং উতাদের পরস্পর সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে । এই প্রকার উপাসনা লোকাধিকারে বিহিত ॥ ১ ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রাহ্মণ্যম্ । অথুনা সংহিতোপনিষদ্যতে । তত্র সংহিতা-
দ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে, তৎ নো আবয়োঃ 'শয্যার্চ্যায়োঃ
নঠৈব অন্তঃ । তন্নিমিত্তঞ্চ যদ্ ব্রহ্মবচস' তেজঃ, তচ্চ সঠৈবান্তঃ, ইতি শিষ্য-
বচনম্ভাষীঃ । শিষ্যস্ত হি অরুতাংহাৎ প্রার্থনোপ দ্বতে, নাচার্য্যস্ত রতার্থহাৎ;
কৃতার্থো হি আচার্য্যো নাম ভবত । ১

অর্থ—সনুদ্রম্, অধ্যয়নলক্ষণবিধানস্ত পূর্ববৃত্তন্ত, অতঃ—যতোহিত্যর্থঃ গ্রন্থ
ভাবিণা বুদ্ধিৰ্জনক্যতে সহসার্থজ্ঞানং যিযেহবারয়িতু মতাতঃ, সংহিতয়া উপনিষদ
সংহিতাবিষয়ঃ দর্শনমিত্যতঃ অধুনারিক্ত্যোমেব বাধ্যস্তামঃ । পক্ষস্থ অধিকরণেষু
আশ্রয়েণ, জানবিষয়েবিত্যর্থঃ । কানি তানীতাহ - অধিলোকে—লোকৈবদ্বি
দং দর্শনং, তদাধিলোকম্ ; তথা আধিক্যোত্তমম্ ; অধবিজ্ঞম্, অধিপ্রজম্,
অব্যম্মমিতি । তা এতাঃ পক্ষনিষা উপনিষদঃ লোকাধিকারঃ পৃথিবীদৃষ্টি
সংহিতা বয়ঃহ্রু মহত্যাং হাঃ সংহিতা—মহাপংহিতা ইত্যাক্ষত
কথয়ন্ত বেদবিদঃ । অবত্যাঃ বধোপজ্ঞানানঃ মধ্যে অধিলোকং দর্শন-

মুচ্যতে । দর্শনক্রমবিবক্ষার্থোহথশব্দঃ সর্বত্র । পৃথিবী পূর্বরূপং—পূর্বো
বর্ণঃ পূর্বরূপম্ ; সংহিতায়াঃ পূর্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্তব্যোভ্যুজ্ঞঃ
ভবতি । তথা দ্যৌঃ উত্তররূপম্ । আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ, সন্ধিঃ মধ্যঃ
পূর্বোত্তরয়োঃ—সন্ধীয়েতেহস্মিন্ পূর্বোত্তররূপে ইতি । বায়ুঃ সন্ধানম্ ;
সন্ধীয়েতেহেনেনেতি সন্ধানমিত্যাধিলোপঃ দর্শনমুক্তম্ । অথাধিজ্যোতিষমিত্যাदि
সমানম্ ॥ ১-৫ ॥ ৩-৭ ॥

ভাষ্যানুবাদে । অথ-শব্দের অর্থ—অনন্তর—অধ্যয়নবিধির পর ;
যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রাহ্যধ্বন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগতিবিষয়ে
সহজে পরিচালিত করিতে পারা যায় না ; সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ্
অর্থাৎ উপস্থিত তৈত্তিরীয় ‘সংহিতা’ শব্দ অব্যবহানপূর্বক উপাসনাত্মক দর্শন
বর্ণনা করিব । সেই এই উপাসনা পাঁচটা অধিকরণে অর্থাৎ পাঁচপ্রকার জ্ঞেয়
বিষয়ে [নিবদ্ধ] । সেই পাঁচটা বিষয় কি কি, তাহা বলিতেছেন—প্রথম
অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসনা), তাহাই
অধিলোক । সেইরূপ অধিজ্যোতিষ, অধিবিজ্ঞ, অধিপ্রজ্ঞ ও অধ্যাত্ম [উপা-
সনা বলা হইবে] । সেই এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ্বই লোকপ্রভৃতি
মহৎ বস্তু ও সংহিতা বিষয়ে সন্নিবদ্ধ ; এই কারণে ‘মহতী অথচ সংহিতা’
এইরূপ যোগার্থানুসারে ইহাকে বেদবিদ পণ্ডিতগণ ‘মহাসংহিতা’ বলিয়া
অভিহিত করিয়া থাকেন ।

উক্ত উপনিষদসমূহের মধ্যে এখন অধিলোক দর্শনের কথা বলা
হইতেছে । দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জ্ঞাত্য ক্রতির সর্বত্র
‘অথ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । বুঝিতে হইবে, নির্দেশের ক্রমানুসারে পর পর
উপাসনা করিতে হইবে । পৃথিবী হইতেছে পূর্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ
‘সংহিতা’ শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে ।
সেইরূপ আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক হইতেছে সংহিতার উত্তর রূপ
অর্থাৎ সংহিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে আকাশ
হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর রূপ-দুইটী যে স্থানে সন্মিলিত হয়, সেই
মধ্যভাগ । বায়ু হইতেছে সন্ধান ; বাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত হয়,
তাহার নাম সন্ধান । এই প্রকারে অধিলোক দর্শন উক্ত হইল । অতঃপর
অধিজ্যোতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে । স সমুদয়ের ব্যাখ্যাও এত-
দ্রুত ॥ ১—৫ ॥ ৩ ৭ ॥

অথাধিজ্যোতিষম্ । অগ্নিঃ পূর্বরূপম্ । আদিত্য উত্তর-
রূপম্ । আপঃ সন্ধিঃ । বৈদ্যাতঃ সন্ধানম্, ইত্যধি-
জ্যোতিষম্ ॥ ২ ॥ ৪

সঙ্কলনার্থঃ । অতঃপরম্ অধিজ্যোতিষঃ [দর্শনমুচ্যতে]— অগ্নিঃ
পূর্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেতৎকরে অগ্নিদৃষ্টিঃ করণীয়া । আদিত্যঃ উত্তররূপম্ ;
আপঃ (জলং) সন্ধিঃ ; বৈদ্যাতঃ (বিদ্যাশ্রমে বৈদ্যাতঃ) সন্ধানম্, [ইত্যন্তং
সর্বং পূর্ববৎ] । • ইতি অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিরিক্কৃত্য প্রবৃত্ত-
উপাসনম্ ১ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ •

মূলানুবাদ । অনন্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত
হইতেছে—সংহিতার প্রথম অঙ্কে অগ্নিদৃষ্টি, শেষাঙ্কে আদিত্যদৃষ্টি,
মধ্যমাঙ্কে অপদৃষ্টি আর উক্ত অঙ্কদ্বয়ের সংযোগে বিদ্যাৎ-দৃষ্টি
করিতে হইবে । ইহা অধিজ্যোতিষ দর্শন কথিত হইল ॥ ২ ॥ ৪ ॥

অথাধিবিদ্যম্ । আচার্য্যঃ পূর্বরূপম্ । অন্তেবাস্তত্তররূপম্ ।
বিদ্যা সন্ধিঃ ; প্রবচন-সন্ধানম্ । ইত্যধিবিদ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৫

সঙ্কলনার্থঃ । অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যাঃ [দর্শনম্ উচ্যতে] । [অত্র]
আচার্য্যঃ (গুরুঃ) পূর্বরূপং, অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা
(আচার্য্যেণ কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যম) ; প্রবচনং (গুরুশিষ্যয়োঃ পরস্পরেণ
বিদ্যায়া উচ্চারণম্) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্ [উপাসনম্] ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ । অনন্তর বিদ্যাবিশয়ে উপাসনা (দর্শন) কথিত
হইতেছে—সংহিতার প্রথম অঙ্কে আচার্য্য-দৃষ্টি করিতে হইবে । আচার্য্য
অর্থ (উপদেষ্টা গুরু) ; উত্তরাঙ্কে শিষ্যদৃষ্টি, মধ্যমাঙ্কে বিদ্যাদৃষ্টি এবং
অঙ্ক-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে । [প্রবচন অর্থ—গুরু ও
শিষ্য কর্তৃক বিদ্যার উচ্চারণ] । ইহা অধিবিদ্যা দর্শন ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

অথাধিপ্রজম্ । মাতা পূর্বরূপম্ । পিতোত্তররূপম্ । প্রজা
সন্ধিঃ । প্রজনন-সন্ধানম্ । ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সঙ্কলনার্থঃ । অথ অধিপ্রজং (প্রজাদিকারে) [উপাসনমুচ্যতে]—

[ভক্ত] যাতা পূর্বরূপং পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্ততিঃ) সন্ধিঃ, প্রজননং (প্রজোৎপত্তিঃ) সন্ধানম্ ; ইতি অধিপ্রজম্ । [সর্বং পূর্ববৎ] ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ । অতঃপর প্রজা-বিষয় উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রথম অক্ষরে মা তৃদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাঙ্কবে সন্ত নদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ দর্শন ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

অথাধ্যাত্মম্ । অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্ । উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্ । বাক্ সন্ধিঃ । জিহ্বা সন্ধানম্ । ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সঙ্কলার্থঃ । অথ অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [দর্শনমুচ্যতে] । অধরা হনুঃ (নিষ্কীর্ণমারভ্য চিবুকপর্য্যন্তং) [সংহিতায়াঃ] পূর্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (উৎকীর্ণমারভ্য নাসামূলপর্য্যন্তং) উত্তররূপম্ ; বাক্ (তালু প্রভৃতি শব্দোচ্চারণস্থানং) সন্ধিঃ ; জিহ্বা সন্ধানম্ । ইতি অধ্যাত্মম্ [দর্শনম্ । ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ৫৭ ॥

মূলানুবাদঃ । অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতাব প্রথমাক্ষরে নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব-দৃষ্টি, উত্তরাঙ্কবে উর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকার মূল পর্য্যন্ত স্থান-দৃষ্টি, মধ্যমাঙ্করে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণক্ষম তালু আদি দেহাংশ দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহ্বা-দৃষ্টি করিবে। ইহা অধ্যাত্ম দর্শন ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ইতীমা মহানসংহিতাঃ । য এবমেতা মহানসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ । সঙ্কীয়তে প্রজয়া পশুভির্কাক্ষর্চসেনান্না-
ত্বেন স্ববর্গেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

[সন্ধিরাত্মাঃ পূর্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥]

ইতি শীর্ষাধায়ে তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সঙ্কলার্থঃ । ইতি (উক্তাঃ) ইমাঃ (সমুচ্চিনাঃ পঞ্চ উপনিষদঃ) মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে] । যঃ (যঃ কন্দিমধিকারী) এবং ব্যাখ্যাতাঃ

(বর্ণিতঃ) মহাসংহিতাঃ বেদ (জানাতি) ; সঃ] প্রজয়া, পত্ততিঃ, ব্রহ্মবর্চসেন, অন্নাস্তেন (ভক্ষণেন অন্নেন) সূবর্গেন (স্বর্গেণ) লোকেন (কর্মফলেন চ সম্বীয়তে, সংযুজ্যতে) ইত্যর্থঃ ॥৭৮॥

মূলানুবাদ । ইতি এই পঞ্চপ্রকার উপাসনা সমষ্টিকপে মহাসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে যে কোন অধিকারী পুরুষ যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনায়ুক্ত মহাসংহিতা অবগত হন, তিনি প্রজা, পত্ত, ব্রহ্মবর্চস, অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন, অর্থাৎ তিনি পুরোহিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৭৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়াত্মবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রের ভাষ্যম্ । ইতিমাঃ ইতি উক্তা উপপ্রদর্শ্যন্তে । যঃ কাস্চ দেবম্ এতা মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপাস্তে । বেদেতুপাসনং হ্রাৎ, বিজ্ঞানাদিকারাৎ, ইতি প্রাচীনযে'গ্যোপাসনোতি চ চনাৎ । উপা-সনঞ্চ যথাশাস্ত্রং তুল্যপ্রণয়সম্বৃতিবসন্ধার্যঃ চ অতৎপ্রত্যয়েঃ, শাস্ত্রোক্তা-লঙ্ঘনবিষয়া চ । প্রসিদ্ধশেচাপাসনশকার্যো লোকে—‘গুরুমুদন্তে’ ‘রাজান-মুদন্তে’ ইতি । যো হি গুরুদাদীন্ সম্বৃত্তমুপচরতি, স উপাস্ত ইত্যুচ্যতে । স চ ফলমাপ্নোতুপাসনম্, অতোহত্রাপি য এবং বেদ, সম্বীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গাস্তৈঃ ; প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৭৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়াত্মবাক-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এতির ‘ইতিমাঃ’ কথায় এই প্রকারে উক্ত পঞ্চ-বিধ উপনিষদ্ বা মহাসংহিতা উল্লেখিত হইয়াছে যে কোন লোক, যথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপাসনা কবে । এখানে ‘বেদ’ (জানো) কাথার অর্থ উপাসনা করে ; কারণ, ইহা বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই) প্রকরণ, এবং ‘হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এই প্রকার উপাসনা কর’ এই বাক্যেও সাক্ষাৎ উপাসনারই ইঙ্গিত রহিয়াছে । উপাসনা: অর্থ—ভিন্ন জাতীয় চিন্তার সহিত অসম্প্রতিভাবে প্রবৃত্ত একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা-ধারা, এবং তদ্ব্যতীত কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না । অতএব এই প্রকার ‘চিন্তাচীও শাস্ত্রবিহিত আলম্বন অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক । লোক-ব্যবহারেও ‘গুরু উপাসনা করে’ ও ‘রাজার উপাসনা করে’ ইত্যাদি

প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে ; যে লোক নিরন্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্যা করে, তাহাকেই 'উপাঙ্ঠে' (উপাসনা করে) বলা হইয়া থাকে । [যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিচর্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই জন্ত এখানেও বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে লোক প্রজাপ্রভৃতি স্বর্গাস্ত্র ফলের সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৬৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে নীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়

অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহনুবাকঃ ।

যশ্চন্দ্রসাম্যযতো বিশ্বরূপঃ । ছন্দোভ্যোহিধ্যমৃতাতং
সম্বভূব । স মেদ্ভো মেধয়া স্পৃগোতু । অমৃতস্ত দেব
ধারণো ভূয়সম্ । শরীরং মে বিচর্ষণম্ । জিহ্বা মে মধু-
মন্তমা । কর্ণাভ্যাং সুরি বিশ্রবম্ । ব্রহ্মণঃ কোশোহসি
মেধয়া পিহিতঃ । শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ইতি চতুর্থোহনুবাকঃ ।

সঙ্কলনার্থঃ । ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-শ্রী-মেধাবৃদ্ধয়ে জপ্যান্
মন্ত্রানাহ—‘যঃ’ ইত্যাদিভিঃ । যঃ (ওঁ কারঃ) ছন্দসাং (বেদানাং গায়ত্র্যাदीনাং
বা মধ্যো) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, সারভূতত্বাৎ), বিশ্বরূপঃ (সর্বরূপঃ, সর্ববাপ-
কত্বাৎ), অমৃতাতং (অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভ্যঃ বেদেভ্যঃ) অধিসম্বভূব, অধিক-
ত্বেন প্রাদুরভূৎ) । সঃ (ওঁ কাররূপঃ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) মেধয়া (প্রজয়া)
মা (মাম্) স্পৃগোতু (সবলং করোতু) । হে দেব, অমৃতস্ত (অমৃতত্বহেতু-
কৃতস্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্ত) ধারণঃ (ধারণ্যিতা আহারঃ) ভূয়সং (ভবেয়ং) [অহমিতি
শেষঃ] । মে (মম) শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণং জ্ঞানলাভযোগ্যং) [ভূয়াৎ
ইতি শেষঃ] । মে জিহ্বা মধুমন্তমা (মধুরভাবিণী) [ভূয়াৎ] । কর্ণাভ্যাং

ভূমি (বহ) বিশ্ববৎ (ব্যাপ্তবৎ শূন্যাম্) । [হ ঔকার, ঙঃ] মেধয়া
(লৌকিকপ্রজ্ঞা) পিহিতঃ (চারুতঃ) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) কোশঃ
(উপলক্ষিহাবৎ) অসি (ভবসি) । মে (মম) প্রত্যং (প্রত্যর্থ-বিজ্ঞানং)
গোপায় (রক্ষ) [ঙ্ম] ॥১০৯॥

মূলানুবাদ । যিনি সর্ববেদের প্রধান ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ যাহা
সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুক্তিসাধন বেদ হইতে প্রাপ্তভূত, ইন্দ্র
(সর্বকামপ্রদ) সেই ঔকার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন । হে দেব
(প্রকাশময়), আমি যেন অমৃতের আধার হই, অর্থাৎ আমি যেন
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই । আমার শরীর [বিজ্ঞা গ্রহণের]
উপযুক্ত হউক ; জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক ; এবং আমার কর্ণদ্বয় যেন
প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাশ্রবণে সহায় হয় । 'ভূমি সাধারণ' লোক-বুদ্ধি
দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশস্বরূপ অর্থাৎ ভূমিই যে, ব্রহ্মোপলক্ষিত স্থান -
প্রতীকস্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে গ্রাহ্য জানিতে পারা যায় না । ভূমি
আমার অর্থাৎ বিজ্ঞা সংরক্ষণ কর ॥১১০॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ । যচ্ছন্দসামিতি মেধাকামস্ত্রীকামস্ত্র চ তৎ-
প্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, স মেধো মেধয়া 'স্পৃগোতু' 'ততো মে শ্রিয়-
মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ । ষঃ চন্দ্রসং বেদানাং ঋষভ ইব ঋষভঃ, প্রাজ্ঞাত্বাৎ ;
বিশ্বরূপঃ সর্বরূপঃ, সর্বব্যাপ্যাত্মকঃ, "ওদ্ যথা শঙ্কনা স্ফাপি পর্ণানি সংতৃপ্তানি,
এবমোক্তাবেণ সন্ধ্যা বাক্ সংতৃপ্তা ; ঔকার এবৈদং সন্ধ্যম্" ইত্যাদিসংক্রান্তাৎ ।
অতএব ঋষভমোক্তারস্ত্র । ঔকারো হ্যপ্রোপাস্ত্রঃ, ইতি ঋষভাদিশব্দৈঃ স্ততি-
ন্যায়ৈব ঔকারস্ত্র । ছন্দোভ্যঃ বেদোভ্যঃ, বেদা হমৃতম্, তস্মাদমৃত্যৎ 'অধিসম্ব-
ভূবঃ, লোক-দেব-বেদ-ব্যাক্তিত্যঃ সারিষ্ঠং জিহ্বাকোঃ প্রজাপতেঃ পতন্ততঃ ঔকারঃ
সারিষ্ঠং ন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ ন 'হ' নিত্যস্তোক্তারস্ত্র অঙ্গটসংগোৎপত্তিবৎ-
কল্পতে ।

সঃ এবভূতঃ ঔকারঃ ইন্দ্রঃ সর্বকামেশঃ পরমেশ্বরঃ না যাহা মেধয়া প্রজ্ঞায়া
স্পৃগোতু প্রীণয়তু বলয়তু বা ; প্রজ্ঞা-বলং হি প্রার্থ্যতে । অমৃতস্ত্রামৃতত্বহেতুভূতস্ত্র
ব্রহ্মজ্ঞানস্ত্র, তদধিকারাত্বাৎ ; হে দেব, ধারণঃ পার্জিত্য ভূয়াসং ভবেয়ম্ ।
কিঞ্চ, শরীরং মে মম বিচরণং বিচক্ষণং যোগ্যমিত্যেতৎ, ভূয়াদিতি প্রথমপুরুষ-

পরিণামঃ । জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা মধুমতী অতিশয়েন মধুরভাবিত্যর্থঃ ।
কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং ভূরি বহু বিস্তরং ব্যগ্রবং শ্রোত্রা ভূতাসমিত্যর্থঃ ।
অনুজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্যকরণসজ্বাহোহুত্বিতি বাক্যার্থঃ । মেধা চ তদর্থমেব
হি প্রার্থ্যতে—ব্রহ্মণঃ পরমাশ্রয়নঃ কোশঃ অসি অসেরিব ; উপলদ্ধাবিষ্টঃ নহাৎ ।
অং হি ব্রহ্মণঃ প্রতীকম্, ত্বয়ি ব্রহ্মোপলভ্যতে । মেধয়া লৌকিকপ্রজ্ঞয়া পিহিতঃ
আচ্ছাদিতঃ, স অং সামান্যপ্রজ্ঞেরবিদিততত্ত্ব ইত্যর্থঃ । অতং অংবণপূর্ব্বকমায়-
জ্ঞানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রক্ষ ; তৎপ্রাপ্তাবিস্মরণাদিকং কুর্নিত্যর্থঃ ।
জপার্থী এতে মন্ত্রা মেধাকানন্ত ॥ ১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ । যাহারা মেধা ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা
ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম ‘মঃ ছন্দসাম্’ ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত
হইতেছে ; কেন না, ‘সেই ইচ্ছা আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন’ এই বাক্যে
মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং ‘সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন’ এই বাক্যে
শ্রী-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে ।

যিনি ছন্দঃসমূহের (বেদ সমূহের) ঋষভ (দ্রব্য) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের
তুল্য । বিশ্বরূপ—সমস্ত বর্ণকে পবিত্রাশ্রয় থাকায় সর্বাঙ্গের স্বরূপ ; কারণ, অপর
প্রতিভে আছে—‘শব্দ (শলাকা) দ্বারা যে রূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা প্রযুক্ত
হয়, তদ্রূপ ওঁকার দ্বারাও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে ; ‘এই সমস্তই ওঁকার
স্বরূপা’ এই কারণে ওঁকারই উপাস্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং
ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমাচীন হইয়াছে । ছন্দঃ অর্থ
বেদ ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায় ; সেই অমৃত বেদ হইতে
অর্থাৎ ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্বেদ ও সপ্তবাহ্যর্জিত হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায়
তপোনিষ্ঠ প্রজ্ঞাপতির নিকট সারবস্তুরূপে ওঁকার প্রতিভাত হইয়াছিল ।
[এখানে ‘সংবভূব’ অর্থ উৎপত্তি নহে] ; কারণ, নিত্য ওঁকারের মূখ্য
উৎপত্তি সম্ভব হয় না ।

ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ইচ্ছা—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কাম্যফলের অধীশ্বর সেই
ওঁকার আমাকে মেধাদ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা প্রীত করুক, অথবা বলশালী
করুক ; এখানে প্রজ্ঞা-বল প্রার্থিত হইতেছে । হে দেব, আমি যেন
অমৃতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি । এখানে ‘অমৃত’ অর্থ অমৃতত্বের হেতু—
ব্রহ্মজ্ঞান ; কেননা, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব । আপিচ, আমার
শরীর বিচর্ষণ বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনে সমর্থ হউক ; আমার জিহ্বা

মধুবিষিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাষিণী হউক, কর্ণধার প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেন-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। অসির (খড়্গ বা তরবারের) কোশ যেমন [অসির স্থান;] তেমনি তুমিও পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান; এই কারণে তুমিই পরমাত্মার কোশ স্বরূপ, অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই এখানে মেধা লাভে প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা—সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আবৃত; অর্থাৎ তুমি এবিধ মহিমা সম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তুমি আমার প্রত্য অর্থাৎ প্রবণপূরক লজ্জা আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—বক্ষ কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিপুল বিঘ্ন বিদ্যুতি দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপা ॥১১॥

আবহন্তী বিতথানা কুর্বাণা চীরমাত্মনঃ ।

বাসাংসি মম গাবশ্চ অন্নপানে চ সর্ব্বদা ।

ততো মে শ্রিয়মাবৎ । লোমশাং পশুভিঃ সহ যাহা ॥২॥১০॥

সব্ৰলার্থঃ । [এবং মেধাবিষয়ে তপ্যমদ্যাদিক্রীড়া সম্পত্তি প্রাকামস্ত হোমার্থে ত্রীকরান্ মন্ত্রানহ—আবহন্তী গাদান্ । হে ওঙ্কার,] আয়নঃ (ত্রীকামস্ত)মম চারং (অচিরং) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) গাবঃ (গাঃ) চ, অন্নপানে চ (অন্নং চ পানে চ) সর্বদা আবহন্তী (সমস্তাং প্রাপযজ্ঞা), বিতথানা (বিবিধং বিস্তার ত্রী) কুর্বাণ (সম্পাদয়ন্তী) । [যা ত্রীঃ, তাং] লোমশাং (অক্ষমেঘাদিলোমশৃঙ্গং) পশুভিঃ (অনৈশ্চ অশ্বাদিভিঃ) সহ (সাহিত্যং) শ্রিয় (বর্দ্ধনং) ততো (মেধাসম্পাদনানন্তরং) মে (মম সম্বন্ধে) আবঃ (আনিব প্রাপ্যেতদর্থঃ) । যাহা (ব্রাহ্ম-বাক্যে হোমার্থ-মন্ত্রসমাপ্তিচ্চনার্থঃ) ; যথা, মদাংগা বাক্য 'শ্রিয়মাবৎ' ইতি অ অাহ—ব্রাহ্ম ইতি নিপাতন্য সাধুরিতি কেচিৎ ॥২০॥

হে ওঙ্কার, যে ত্রী আমাব সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বর্দ্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন করে, সাধারণ পশু ও লোমশ পশুগণের সহিত সেই শীর্ণকে তুমি

আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর । ‘স্বাহা’ শব্দটী মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক এবং হবিসমর্পণ জ্ঞাপক ॥২॥১০॥

শ্রীকামস্ত হোমার্থী মন্ত্রাঙ্ঘ্রনা উচ্যন্তে ।—
আবহন্তী আনয়ন্তী, বিতথানা বিস্তারয়ন্তী, তনোতেত্তৎকর্ণকহাং ; কূর্সীণা
নির্কর্ন্তয়ন্তী, অচীং ক্ষিপ্রেমেব ; ছান্দসো দীর্ঘঃ ; চিরং বা ; কূর্সীণা আত্মনঃ
মম । কিমিত্যাহ—বাসাংসি বস্ত্রাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চৈচি যাবৎ ; অন্ন-পান-
চ ; সর্বদা এবমাদীনি কূর্সীণা শ্রীর্বা, তাং—ততঃ মেদানির্কর্ন্তনাং পরম্,
আবহ আনয়, অমেধসো হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি । কিংবিশিষ্টাম্ ? লোমশাং
অজাবাদিযুক্তাম্, অত্বেশ্চ পশুভিঃ সহ যুক্তাম্ আবহেতি । অধিকারাদোক্ষা
এবাভিসম্বধ্যতে । স্বাহা, স্বাহাকারো হোনার্থমন্ত্রান্তজ্ঞাপনার্থঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদে । অতঃপর শ্রীকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য
মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে—আত্মার—আমার সম্বন্ধে ; [আমার সম্বন্ধে] কি ?
তাহা বলিতেছেন—যে শ্রী প্রভূত বাস—বদসমূহ, প্রভূত গো এবং সর্বকালিক
অন্ন ও পানীয়, ইত্যাদি ভোগ্য বস্তুর আবহনকারিণী—আনয়নকারিণী ; বিস্তার-
সাধিনী এবং সম্পাদিকা বা সাধিকা ; আমার মেধা-সম্পাদনের পর, অচীরে
(শীঘ্র) সেই শ্রী আনয়ন কর । নিকোঁধের ধনসম্পদ অনর্থকরই হইয়া থাকে ; এই
জন্ত মেধা লাভের পর শ্রীলাভের প্রার্থনা] । প্রাণনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া
বলিতেছেন যে, লোমশা অর্থাৎ অশ্বমেবাদিযুক্ত এবং অপবাপর পশুগণ
সমন্বিত শ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর । প্রজাবাদীন ওঙ্কারই এখানে
‘আবহ’ ক্রিয়ার কত্ররূপে অভিহিত হইবাতে । এখানেই যে, হোম মন্ত্র সমাপ্ত
হইল, তাহা জ্ঞাপনার্থ অন্তে ‘স্বাহা’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥১০॥

অা মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । বি মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ
স্বাহা । প্র মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । দমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ
স্বাহা । শমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

সম্বলনার্থঃ ।—মন্ত্রান্তরাগ্ৰাহ—‘আ মা’ ইত্যাদীনি । ব্রহ্মচারিণঃ (অধ্যয়না-
র্ধিনঃ) মা (মাং) মায়ন্ত (অধ্যয়নার্থমাগচ্ছন্ত) স্বাহা । [চতুর্দিশর্ত্তিনামধ্যয়না-
র্ধিনামাগমনসূচনার্থঃ [ব্যায়ন্ত, প্রায়ন্ত, দমায়ন্ত, শমায়ন্ত ইতি চতুর্ধোঁলেখঃ ॥]

[হে ওঙ্কার,] ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক ।

ব্রহ্মচারিণ্য চতুর্দিক্ হইতে আমাব নিকট আসুক, এই অভিপ্রায়-
জ্ঞাপনার্থ 'বিমায়ন্ত' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩॥১১॥

শাস্ত্রের ভাষ্যম্ । আ ম'যন্ত' ইতি । আয়ন্ত, মামিতি বাবহিতেন
সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মচারিণঃ । বি মায়ন্ত' প' মায়ন্ত' দমায়ন্ত' শমায়ন্ত' ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদে । 'আ মায়ন্ত' ইত্যাদি । ব্রহ্মচারিণঃ আমাকে প্রাপ্ত
হউক । এখানে 'আ' ও 'যন্ত' বাবহিত থাকিলেও অবশ্যই মিলিত হইয়া 'আয়ন্ত'
হইবে । 'বিমায়ন্ত', 'প্রমায়ন্ত', 'দমায়ন্ত', 'শমায়ন্ত' ইত্যাদিও ঐক্য ॥৩॥১১॥

যশো জনৈঃশানি দ্রাহা প্রেয়ান্ বস্তুমোহানি
স্বাহা । তং ভগা ভগ প্রবিশানি স্বাহা । স মা ভগ প্রবিশ
স্বাহা । তস্মিন্ মহতশাখো । নিভগাহং ত্বয়ি যুজে স্বাহা ।
যথাপঃ প্রবতা যন্তি । যথা মাসা অহর্জরম্ । এবং মাং
ব্রহ্মচারিণঃ । দাতরায়ন্ত মর্কতঃ । স্বাহা । প্রাতবেশৌহমি
প্র মা ভাহি প্র মা পতন্ত ॥ ৪ ॥ ১২

। বিতম্বানা শমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ দ্রাহা দাতরায়ন্ত মর্কতঃ
স্বাহিকং চ ॥ ।

ইতি শীকার্থায়ে চতুর্থোহষ্টবাকঃ ॥ ৪ ॥

সংলক্ষণার্থঃ ।—[ব্রহ্মচারিণ্যনাগমনপ্রয়োজনমাহ—'যশঃ' ইত্যাদিভিঃ] ।
কনে (কনসমূহে) যশঃ (যশস্বী) অশানি (ভবানি [স্বহঃ] । এথা শেদ' (প্রশস্ত-
তরঃ) বস্তুসঃ (বস্তুমন্তমঃ অতিশয়েন ধনদান্) । অহম্ অশানি । হে ভগ,
(ভগবান্), তং (ব্রহ্মকোশভূত' হ. (হঃ) প্রবিশানি (তদাত্মকো ভবানি) ।
হে ভগ, সঃ (ব্রহ্মকোশভূতঃ) [হঃ] মা (মাং) প্র'বিশ (আবয়োকৈকতমম
ইতি প্রাবঃ) । হে ভগ, অহং মহতশাখো (বহুভেদে ত্বয়িন্ (এবাভূতে
ত্বয়ি) নিযুজে (নিঃশেষেণ পাগুরুন্য' শৌদযামি) । আপঃ (জলানি)
যথা প্রবতা (নিম্নেন দেশেন, যন্তি (গচ্ছান্ত), যথা চ মাসাঃ অহর্জরঃ
(অহোহঃ লোকান্ অবয়তি—জীবীকরোতি ইত্য' অহর্জরঃ স-বৎসরঃ, তং
যান্ত, হে দাতঃ, এবং (তথ্য) ব্রহ্মচারিণঃ মাং আয়ন্ত (প্রাপ্তুং) ।
প্রাতবেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি (ত্বম্), [অতঃ] মা (মাং) প্রাতি প্রভাহি
(আত্মানং প্রকাশ্য) ; মা (মাং) দাত প্রপতন্ত । মাংকাৎকরঃ মতপম
আগচ্ছ ইত্যর্থঃ । মন্ত্রভাবজ্ঞাতনার্থং সর্বত্র 'স্বাহা' শব্দপ্রয়োগঃ ॥৪॥১২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।]
 আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই ; আমি যেন ধনসমাজে প্রধানতম
 হই। হে ভগবন্, আমি যেন ব্রহ্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে
 ভগবন্, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, বহুভেদসম্পন্ন
 সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয়া বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন
 নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাস সমূহ যেমন অহর্জর—সংবৎসরের
 অন্তর্ভুক্ত হয়, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক্ হইতে আমার
 নিকট আসুক। তুমি হইতেছ প্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রাম-
 নিকেতন ; অতএব তুমি [শব্দগাত] আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্ম-
 প্রকাশ কর), এবং সর্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৪॥১২॥

• ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাদ ব্যাখ্যা ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যশোদনে যশস্বিজনেষু অসানি ভবানি।
 শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ, বস্তুসো বসীয়েসৌ বস্তুতরাৎসু মত্তবাধা ধনবজ্জাতীয়পুরুষাৎ
 বিশেষবানহং অসানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং ব্রহ্মণঃ কোশভূতং বা বাং হে
 ভগ ভগবন্ পূজাহ, প্রবিশানি—প্রবিষ্টা চ অনন্তত্বদাত্ত্বৈব ভবানীত্যর্থঃ। স
 ত্বমপি মা মাং ভগ ভগবন্, প্রবিণ ; আবয়োরেকাত্মত্বমেবাস্ত। তস্মিন্ ত্বয়ি
 সহস্রাধে বহুশাধাতেদে, হে ভগবন্, নিম্নজ্ঞে শোধয়ামাহং পাপকৃত্যাম্।
 যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি গচ্ছন্তি, যথা বা
 মাসা অহর্জরং—সংবৎসরোহহর্জরঃ—অহোহিতঃ পরিবর্তমানো লোকান্ জরয়-
 তীতি ; অহানি বা অস্মিন্ জাগ্যন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যহর্জরঃ ; তঞ্চ যথা মাসা
 যন্তি, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, হে ধাতঃ সর্বস্ত বিধাতঃ, মাম্ আয়ন্ত আগচ্ছন্ত
 সর্বতঃ সর্বদিক্ভ্যঃ। প্রতিবেশঃ শ্রমাপনয়নস্থানম্ আসন্নং গৃহমিত্যর্থঃ। এবং ত্বং
 প্রতিবেশ ইব প্রতিবেশঃ—তচ্ছীলিনাং সর্বপাপহঃ শ্রমাপনয়নস্থানমসি। অতো মা
 মাং প্রতি প্রভাহি প্রকাশয়াদ্বানম্, প্র মা পদাশ্ব প্রপদ্যস্ব চ মাম্ ; রসবিক্রমিব
 লোহং ত্বদ্যয়ং ত্বদাদ্বানং কুর্সিত্যর্থঃ। শ্রীকামোহস্মিন্ বিভাপ্রকরণেহন্তি-
 ধীয়মানো ধন্যর্থঃ ; ধনঞ্চ কন্যার্থম্ ; কন্য চোপাস্তহরিতক্ষ্যার্থম্ ; তৎক্ষয়ে
 হি বিভা প্রকাশতে। তথাচ স্তুতিঃ—

“জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্ত কর্মণঃ।

যদাৎশতলে প্রথ্যে পশুত্যাছানমাস্মিন” ইতি ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-শ্রাৱ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । [এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা কর! হইতেছে যে,]
 আমি যেন যশস্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশস্বী হই ; এবং
 আমি যেন অপর ধনী অপেক্ষা প্রকৃত ধনশালী হই । আরও এক কথা ; হে
 ভগবন্—পূজনীয়, ব্রহ্ম-কোশরূপী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি ; প্রবেশ
 করিয়া অভিন্ন ভাবে যেন তোমারই স্বাক্ষর লাভ করিতে পারি । হে
 ভগবন্, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর ; এইরূপে তোমাতে ও আমাতে
 একাত্মত্ব (অদ্বিত্যত্ব) হউক । হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই
 তোমাতে আমি আমার পাপকন্ড দীক্ষণ—শোধন করিতেছি । হে
 ষাটঃ—সকলের ভাগ্যবিধাতা, তুমিও জলসমূহ যে রূপে নিম্নপ্রদেশে গমন
 করে, এবং মাসগুলি যেকা অহঙ্কর—সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ
 মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তর্ভুক্তি বা অধীন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারিগণ
 সর্বদিক হইতে আমার নিকট আগমন বরুক । দিন সমূহ যারা পরিবর্তমান
 হইয়া সমস্ত লোকের চরণা (জীর্ণতা) সম্পাদন করে, এইরূপ, অথবা
 দিনগুলি ইহাও মধ্যে জাগ (ক্ষয়) হয়, এইরূপ ‘অহঙ্কর’ শব্দে সংবৎসর
 অর্থ বুঝায় ।

‘প্রতিবেশ’ অর্থ প্রাপনোদনস্থান অর্থাৎ সন্নিহিত গৃহ । তুমিও প্রতি-
 বেশ—প্রতিবেশের দ্বারা রসবকগণের সর্ববিধ পাপজ ছঃপ্রাপনোদনের স্থান ।
 অতএব তুমি আমার প্রতি আশ্রয়প্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও,
 অর্থাৎ রসবিন (পারদসংযুক্ত ?) লোকের দ্বারা আমাকেও তোমার
 আশ্রয় কর ।

এই প্রকরণে শ্রীকাম (ধনান্ধাধী) পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে ধনান্ধনের
 কৃতব্য-জ্ঞাপনার্থ ; ধনের উদ্দেশ্য কর্মসম্পাদন, কর্মের উদ্দেশ্য—সম্মিত পাপরাশি
 রক্ষা ; কেন না, সম্মিত পাপনিবৃত্তি হইলেই বিজ্ঞা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া
 থাকে । স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—‘দাদর্শতল (দর্শনের মধ্যস্থল) নিম্নল
 হইলে, লোকভাষাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ নশ্বের
 বাহ্যে পাপ বিদগ্ধ হইলে, সেই শুদ্ধচিত্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক জ্ঞান
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ ॥৪॥২২॥

ইতি তৈত্তিরীয়া শ্রীক্ষণ্যায় চতুর্থ অশ্রবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

পঞ্চমোহনুবাকঃ ।

ভূভুবঃ স্তবরিতি বা এতাস্তিশ্রো ব্যাহৃতয়ঃ । তাসামু
হ স্মৈতাং চতুর্থীম্ । মাহাচমস্তঃ প্রবেদয়তে । মহ ইতি তদ্রক্ষ ।
স আত্মা অঙ্গান্য়ান্য দেবতাঃ । ভুরিতি বা অয়ং লোকঃ । ভুব-
ইত্যন্তরীক্ষম্ । স্তবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ১ ॥ ১৩ ॥

সম্বলানুবাদঃ । [ইদানীং ব্যাহৃত্যঙ্গানা ব্রহ্মণঃ স্বারাজ্যফলকমুপাসনমুচ্যতে
—“ভূভুবঃ” ইত্যাদিভিঃ ।] ভূঃ (ভূলোকঃ) ; ভুবঃ (ভুবলোকঃ) , স্তবঃ
(স্বঃ, দ্বালোকঃ) ইতি (এবংশ্রেকারেণ) এতাঃ (উক্তাঃ) তিশ্রঃ
(ত্রিসংখ্যাকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাতীষ্টং, আ—সমস্তাং আহরন্তি
প্রবক্ষন্তীতি ব্যাহৃতয়ঃ) বৈ (স্বর্ঘ্যাপ্তে ইত্যর্থঃ) । তাসাং (পূর্বোক্তানাং
ব্যাহৃতীনাং) চতুর্থীং ‘মহঃ’ ইতি এতাং (ব্যাহৃতিং) মাহাচমস্তঃ (মহাচমসস্ত
ঋষেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিদ্ধৌ) বেদয়তে স্ব (দদর্শ ইত্যর্থঃ) ।
[কীদৃশীমেতাং দদর্শ, ইত্যাহ—] তৎ (স্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রক্ষ (দেশ-
কালান্তনবচ্ছিন্নং) ; সঃ আত্মা (অস্বৎপ্রত্যয়ালম্বনম্) । অত্যাঃ (ভূরাত্যাঃ)
দেবতাঃ (ব্যাহৃত্যধিষ্ঠাতাঃ) অঙ্গানি (এতস্তা এব শুণীভূতাঃ, [অহঃ
মহো-ব্রহ্মরূপমশ্বি, ভূরাত্যাস্ত ব্যাহৃতিদেবতাঃ—মমাহভূতা ইতি দৃষ্টিঃ
করণীয়েত্যশয়ঃ]) । ইদানীং ভূরাদিষু লোকদৃষ্টীরাহ—ভুরিত্যানিভিঃ ।]
অয়ং (প্রত্যক্ষগোচরঃ) লোকঃ (ভূঃ) ভুরিতি বৈ (ভুলোকহেন প্রসিদ্ধঃ ;
অন্তরীক্ষং (জ্বাপৃথিব্যোর্মধ্যস্থো লোকঃ) ভুবইতি প্রসিদ্ধঃ ; অসৌ লোকঃ
(দ্বালোকঃ) স্তবরিতি (স্তবরিতি প্রসিদ্ধঃ) ॥ ১ ॥ ১৩ ॥

স্বলানুবাদঃ । ভূঃ ভুবঃ ও স্তবঃ (স্বঃ) এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ
ব্যাহৃতি । মহাচমস ঋষির পুত্র মাহাচমস্ত ঋষি উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের
চতুর্থ—‘মহঃ’ এই ব্যাহৃতিটিকে জানেন অর্থাৎ অবগত হন । এই
‘মহঃ’ই ব্রহ্ম (বৃহৎ—অসীম), এবং প্রসিদ্ধ আত্মা । অপর ‘ভূঃ’
প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) ইহাব অঙ্গস্বরূপ । অভিপ্রায়
এই যে, মাহাচমস্ত ঋষি এই স্বপ্রকাশ মহাকে ব্রহ্মায়রূপে এবং অপব

বাহ্যত্বত্রয়কে ইহার অন্তরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী-
লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী) লোক 'ভুবঃ', আর ঐ
দ্ব্যলোক 'স্ববঃ' (স্বঃ) বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২॥১৩॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ । আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে ।
ভুরিতি বা অগ্নিঃ । ভুব ইতি বায়ুঃ । স্ববরিত্যাদিত্যঃ । মহ
ইতি চন্দ্রমাঃ । চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীষি মহীয়ন্তে ।
ভুরিতি বা ঋচঃ । ভুব ইতি সামানি । স্ববরিত্য
যজুংষি ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

সম্বলানুলাদে । [ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়া ব্যাক্তীনাং দেবতা
উচ্যন্তে]—মহঃ ইতি আদিত্যঃ (জগৎপ্রাণঃ) ; বাব (যতঃ) আদিত্যেন
(আদিত্যেনৈব) সর্বে লোকাঃ (ভূবাদয়ঃ) মহীয়ন্তে (বিবর্তন্তে) । 'ভূঃ'
ইতি বৈ অগ্নিঃ, 'ভুবঃ' ইতি বায়ুঃ, 'স্ববঃ' ইতি আদিত্যঃ । 'মহঃ' ইতি চন্দ্রমাঃ ;
বাব (যতঃ) চন্দ্রমসা [এব] সর্বাণি জ্যোতীষি মহীয়ন্তে (বর্তন্তে) ; 'ভূঃ'
ইতি বৈ ঋচঃ (ঋগ্বেদঃ) ; 'ভুবঃ' ইতি সামানি ; 'স্ববঃ' ইতি যজুংষি ॥২॥১৫॥

শূলানুলাদে । [এখন উপাসনাব উপযোগী ব্যাক্তিগণের
দৈবতরূপ বলা হইতেছে ---] 'মহঃ' এইটি আদিত্য (জগৎপ্রাণ) ; কেননা,
আদিত্য দ্বারাষ্ট ভূবাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 'ভূঃ' এইটি
প্রসিদ্ধ অগ্নিঃ ; 'ভুবঃ' এইটি বায়ুঃ ; এবং 'স্ববঃ' এইটি আদিত্যরূপে
প্রসিদ্ধ । 'মহঃ' এইটি চন্দ্রমাঃ ; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত
জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 'ভূঃ' এইটি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদঃ ; 'ভুবঃ'
এইটি সামবেদঃ ; 'স্ববঃ' এইটি যজুর্বেদঃ ॥২॥১৬॥

মহ ইতি বদ্ধ । রক্ষণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে ।
ভুরিতি বৈ প্রাণঃ । ভুব ইত্যপানঃ । স্ববরিত্য ব্যানঃ । মহ
ইত্যন্নম্ । অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে । তা বা এতান্চ-

তত্ৰশ্চতুর্ক।। চতত্ৰশ্চতত্ৰো ব্যাহতয়ঃ । তা যো.বেদ ।
বেদ ব্রহ্ম । সৰ্বেষ্যৈ দেবা বলিমা বহন্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

[অসৌ লোকো যজুঋষি বেদ স্বে চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সম্বলান্বিত। 'মহঃ' ইতি ব্রহ্ম (ওঁকারাধিকার্যং ব্রহ্মাণ্ড ওঁকারঃ) ।
বাব (যতঃ) ব্রহ্মণা (ওঁকারেণ) সৰ্বে বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ শব্দরাশয়ঃ)
মহীয়ন্তে । [এতদন্তং ব্যাহতীনাং শব্দায়কত্বমুক্তম্ ; অথেনানীং ক্রিয়াক্রপতা
উচ্যতে] 'ভূঃ' ইতি বৈ প্রাণঃ ; ভুব ইতি অপানঃ ; 'স্ববঃ' ইতি ব্যানঃ । পুনশ্চ,
'মহঃ' ইতি অন্নম্ ; অন্নেন বৈ সৰ্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে । তাঃ এতাঃ বৈ
চতত্ৰঃ ব্যাহতয়ঃ চতুর্ধা (একৈকশঃ (চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতত্ৰঃ চতত্ৰঃ
ব্যাহাতাঃ (বর্ণিতাঃ) । যঃ তাঃ (ব্যাহতীঃ) বেদ, সঃ ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) ।
সৰ্বে দেবাঃ অস্মৈ (ব্যাহতিবিহুষে) বলিং (ভোগোপহারং) আবহন্তি
(উপানয়ন্তীত্যর্থঃ) । [অণ প্রথমা ব্যাহতিঃ—ইদংলোকঃ অগ্নিঃ ঋচঃ প্রাণ
ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহতিঃ অন্তরীক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়া ব্যাহতিঃ
অসৌলোকঃ আদিত্যঃ যজুঋষি ব্যান ইতি, চতুর্থী তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্মাণ-
মিতোবং চতত্ৰঃ ব্যাহতয়ঃ চতুঃপ্রকারা ভবন্তীতিভাবঃ] ॥৩৥১৫॥

মূলানুবাদ। 'মহঃ' এইটী ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার স্বরূপ ; কেন
না, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 'ভূঃ'
এইটী প্রসিদ্ধ প্রাণ ; 'ভুবঃ' এইটী প্রসিদ্ধ অপান বায়ু ; এবং 'স্ববঃ' (স্বঃ)
এইটী ব্যান স্বরূপ । পুনশ্চ, মহ এইটী অন্ন স্বরূপ ; কেন না, অন্ন দ্বারাই
সমস্ত প্রাণ পুষ্টলাভ করিয়া থাকে । সেই যে, এই চারিটী ব্যাহতি,
তাহারা প্রত্যেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া থাকে ।
[যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহতিটী পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণরূপে
চতুঃপ্রকার, দ্বিতীয় 'ভুবঃ' ব্যাহতিটী অন্তরীক্ষ, বায়ু, সাম ও অপান-
রূপে চতুর্বিধ ; তৃতীয় 'স্ববঃ' ব্যাহতিটীও ছালোক, আদিত্য, যজুর্বেদ ও
ব্যান বায়ুরূপে চতুর্বিধ ; এবং চতুর্থ ব্যাহতি 'মহঃ'ও আদিত্য, চন্দ্র,
ব্রহ্ম ও অন্নরূপে চতুর্বিধ] । চারি প্রকার এই চারিটী ব্যাহতি এই-

কপে বাখ্যাত হইল । যিনি সেই চারি প্রকার ব্যাক্তিতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন । সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আহরণ করেন ॥৩৥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমামুবাকবাখ্য ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । সংহিতাবিষয়মুপাসনযুক্তম্ । তদহু মেধাকামস্ত্রীকামস্ত্র চাতুক্রান্ত মন্ত্রাঃ ; তে চ পাবম্পর্ষণেণ বিজ্ঞোপযোগার্থা এব । অনন্তরং ব্যাক্ত্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ অন্তরূপাশ্রয়ং স্বারাভ্যক্ষণং প্রাপ্নোতে—ভূভুবঃ সুবরিতি । ইত্যুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ । এতাস্তিহ ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থঃ—পরামুখ্যঃ স্বর্ঘ্যস্তে বৈ ইত্যনেন । তিস্র এতাঃ প্রসিদ্ধা ব্যাক্ততয়ঃ স্বর্ঘ্যস্তে ইতি বাবৎ । তাসামিহ চতুর্থী ব্যাক্ততঃ মহতঃ তামেতাং চতুর্থী মহাচমসস্ত্রাপত্যং মহাচমস্ত্রঃ প্রবেদয়তে, উহা ইত্যেতৎ বৃত্তান্তকণনার্থবাৎ বিদিতবান্ দর্শ ইত্যর্থঃ । মহাচমস্ত্র-গ্রহণমার্থ্যশ্রবণার্থম্ । অজ্ঞানশ্রবণমপি উপাসনান্নমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ । ১

যেহং মহাচমস্ত্রেন দৃষ্টা ব্যাক্তিত্ত্ব ইতি, তদ্বাক্ত : মহজি ব্রহ্ম ; মহশ্চ ব্যাক্তিঃ । কিং পুনঃ ১ স আত্মা আপ্রোতেমাস্তিক্রমণঃ আত্মা ; ইতরাশ্চ ব্যাক্ততয়ো লোকা দেবা বেদাঃ প্রাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাক্ত্যাত্মনো আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্মানন্তরেন ব্যাপ্যস্তে যতঃ, ততঃ অজ্ঞান অবয়বা অজ্ঞা দেবতাঃ । দেবতাগ্রহণমুপলক্ষনার্থঃ লোকাদীনাম্ । মহ ইত্যস্ত ব্যাক্ত্যাত্মনো দেবো লোকাদয়শ্চ সঙ্কেতবয়বভূতা যতঃ ; অতঃ—আদিত্যাভিলোকাদয়ো মহীয়স্ত ইতি । আত্মনা অজ্ঞান মহীয়স্তে মহনঃ বহ্নিকপচয়ঃ ; মহীয়স্তে বর্জস্ত ইত্যর্থঃ । ২

অয়ং লোকঃ অগ্নিঃ অগ্নিবেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যাক্তিঃ ভূঃ ; অন্তরিক্ষং বায়ুঃ সামানি অপাঃ ইতি দ্বিতীয়া ব্যাক্তিঃ ভুবঃ ; অশ্বী লোকঃ আদিত্যঃ ষড়্ভূমি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যাক্তিঃ সুবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অগ্নম্ ইতি চতুর্থী ব্যাক্তিঃ মহঃ, ইত্যেবম্ একৈক্যশ্চতুর্ধা ভবতি । মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈত্যোক্তারঃ, শব্দাদিকারেহন্ত্যাসম্বাৎ । উক্তার্থমন্তঃ । তা বা এতাস্ত্র-শ্চতুর্কেতি । তা বৈ এতাঃ ভূভুবঃ সুবর্ঘ্য ইতি চত্বশ্চ একৈক্যশ্চতুর্ধা চত্বশ্চ প্রকারাঃ । দশমকঃ প্রকারবচনঃ । চত্বশ্চত্বশ্চ সত্যশ্চতুর্ধা ভবতীত্যর্থঃ । তাসাং যথাক্রমেনাং পুনরুপদেশস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ । ৩

তাঃ যথোক্তা ব্যাহতীঃ যো বেদ, স বেদ বিজ্ঞানীতি । কিং তৎ ?
 ব্রহ্ম । নহু 'তদ্বাক্ত স আত্মা' ইতি জ্ঞাতে ব্রহ্মণি, ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ 'স
 বেদ ব্রহ্মইতি ? ন ; তদ্বিশেষবিবক্ষুহাদদোষঃ । সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যাহত্যা
 আত্মা ব্রহ্মেতি ; ন তু তদ্বিশেষঃ—হৃদয়াস্তরূপলভ্যং মনোময়ত্বাদিশ্চ ।
 'শান্তিসমৃদ্ধম্' ইত্যেবমন্তো বিশেষণবিশেষ্যরূপে ধর্ম্যপুণো ন বিজ্ঞায়তে ইতি
 তদ্বিবক্ষু হি শান্তিমবিজ্ঞাতমিব ব্রহ্ম মত্বা 'স বেদ ব্রহ্ম' ইত্যাহ ; অতো ন দোষঃ ।
 যো হি বক্ষ্যমাণেন ধর্ম্যপুণেন বিশিষ্টং ব্রহ্ম বেদ, স বেদ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ ।
 অতো বক্ষ্যমাণানুবাকে নৈকবাক্যত্যা অশ্রুতভয়োহি অনুবাকয়োরেকমুপাসনম্ ।
 লিঙ্গাক্ষ ; "ভুরিত্যাগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতি" ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনৈকত্বে । বিধায়কা-
 ভাবাক্ষ ; ন হি বেদ উপাসীত বেতি বিধায়কঃ শিচ্ছক্কোৎসি । ব্যাহত্যা-
 নুবাকে "তায়ো বেদ" ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থজ্ঞানোপাসনভেদকঃ । বক্ষ্যমাণার্থক
 তদ্বিশেষবিবক্ষুহাদিত্যা দনোক্তম্ । .সর্বো দেবা অশ্ব এবং বিদুষে অঙ্গভূতাঃ
 আবহতি আনয়ন্তি বলিন্, স্বাবাজ্যপ্রাপ্তৌ সত্যামিতার্থঃ ॥ ১—৩ ॥ ১৩—১৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ । প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে ।
 তাহার পর মেধাকামী ও গ্রীকামীর গুণও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ।
 সেই সমুদয় মন্ত্রও পরম্পরাসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিচারও উপযোগী । অতঃপর
 স্বরাজ্যফলপ্রাপ্তির গুণ হৃদয়মধ্যে ব্যাহতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে
 —'ভূভুবঃ স্ববঃ' ইত্যাদি । 'শ্রুতি'র 'ইতি' শব্দটা উক্ত বিষয়ের স্বরূপ-প্রদর্শন-
 হ্রস্বক । 'এতাঃ তিস্রঃ (এই তিনটি) এত' কথাদিও পূর্বোক্ত ব্যাহতি
 সমূহেরই পরামর্শজ্ঞাপক । 'তৈ' শব্দও সেই পদ্যমুঠ ব্যাহতিব্রহ্মেরই স্মারক ।
 অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটি প্রসিদ্ধ ব্যাহতি উহার দ্বারা স্মরণ করা হইতেছে ।
 এই 'মহঃ' ব্যাহতিটী উক্ত ব্যাহতিত্রয় অপেক্ষা চতুর্থী । সেই এই চতুর্থী
 ব্যাহতিটীকে মহাচমসের পুত্র মহাচমস্তু ঋষি অবগত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ
 প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । ঋতুক্ত 'ঐ হ ও স্ব' এত তিনটি শব্দের অর্থ অতীত
 ঘটনার অমুকখন (পশ্চাত্তকখন) ; [কাজেই এখানে 'প্রোদয়তে' পদে বর্তমান
 কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে] । এখানে মন্ত্রদ্বষ্টা ঋষির উল্লেখ
 থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্মের দ্বারা উপাসনাতো ঋষিস্মরণ করা একটা
 বিশেষ অঙ্গ । ১

এই যে, মাহাচমস কঙ্ক দৃষ্ট ব্যাঙ্গ্যত—‘মহঃ’ ; ইহাই সেই ব্রহ্ম । কেন না, ব্রহ্মও মহৎ (দেশকালাদিপারমেশ্বর) ; এই ব্যক্তিটীও ‘মহঃ’ ; [এইরূপ সামান্যবন্ধন ‘মহঃ’ের ব্রহ্ম বলা হইয়াছে] । তাহা আবার ককণ ? তাহাই আত্মা (ব্যাপী) ; ব্যাং ন্যাক ‘আত্ম’ বাতু হইতে ‘আত্ম’ পদটী [নিম্পন্ন হইয়াছে] । আর ব্যক্তি সকল ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—লোক, দেব, বেদ ও প্রাণ সমূহ আদিগা চক্ষুঃ এবং ও অন্তঃস্বরূপ এই ‘মহঃ’ ব্যক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত । যেহেতু অপব ব্যক্তিগণের মহঃ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই হেতুই অ ব দেবতা—ব্যাঙ্গ্যত সকল ইহার অন্তঃস্বরূপ (অপ্রমাণ) ; ইহাণে ‘দেবতা’ শব্দটী লোক প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (আপেক্ষা) । যেহেতু দেবতাপণ ও লোকসমূহ সবলেই এই ব্যক্তিগণের মহঃের অবয়বস্বরূপ, সেই হেতুই ঐত বালগেন যে, লোক প্রভৃতি অ আদিগণ দ্বারা ইহা মহিত থাকে ; কেন না, আত্মা দ্বারাইত অসমূহ মহিত হইয়া থাকে । ‘মহন’ (মহীভূ) ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—উপচয়, সুতরাং ‘মহাযন্তে’ অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত । প্রথমা ব্যাঙ্গ্যত ‘ভূঃ’ হইতে—পৃথিবীলোক, অগ্নি, অগ্নি ও প্রাণস্বরূপ, দ্বিতীয় ব্যক্তিগণ ভূবঃ হইতে—অস্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপান স্বরূপ ; তৃতীয় ব্যক্তিগণ ‘স্বঃ’ (স্বঃ) হইতে—জুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ব্যানস্বরূপ ; চতুর্থ ব্যক্তিগণ ‘মহঃ’ হইতে—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্তঃস্বরূপ । এইরূপে এক একটী ব্যক্তিগণই চারিপ্রকার । পুনশ্চ ‘মহঃ’ এই ব্যক্তিগণটী ব্রহ্মস্বরূপ ; ব্রহ্ম অপেক্ষা ও ব্রহ্ম ; কেন না, শব্দবিশয়ক কথা প্রসঙ্গে ওঙ্কার ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতে হইবে না । অন্য অংশের অর্থ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ‘ত’ বা এতাদৃশ ব্রহ্মভূত’ ইত্যাদি । সেই এই ‘ভূঃ স্বঃ স্বঃ ও মহঃ’ এই চারটী ব্যক্তিগণের প্রত্যেকটী ব্রহ্মা—চারি প্রকার । ‘মা’ শব্দটী ‘প্রকার’ অববোধক । ইহার অর্থ এই যে, চারটী ব্যক্তিগণের প্রত্যেকটী চারি-প্রকার হইয়া থাকে । পূর্বেকার ব্যক্তিগণ সমূহের যে, পুনরার উদ্দেশ্য, ঐরূপে উপাসনা প্রাপন করাই তাহার প্রয়োজন ।

যে ব্যক্তি পূর্বে ব্রহ্ম ব্যক্তিগণ সমূহ জানে, সে ইহা জানে—[কি জানে ? ব্রহ্মকে [জানে] । ভ্রাতা, ‘তাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা’ ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা সম্বন্ধে, ‘স বেদ ব্রহ্ম’ এইরূপে অবজ্ঞাত-প্রাপনের দ্বারা কথা বলা ত উচিত হয় নাই । না, ব্রহ্মবিশয়ে বিশেষ । জানাত প্রায়ে এই কথা অভিহিত হওয়ায় ইহা দোষাবহ হইবে না । [তাহা ইহা এই যে] চতুর্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা সাধারণ-ভাবে ব্রহ্ম ‘ব্রহ্ম’ হইয়াছে । তাহার সদস্যবশত উপাসনার ও মনোমগ্নতাদি

হইতে আরম্ভ করিয়া ‘শান্তিসমৃদ্ধত্ব’পর্যন্ত যে বিশেষ বিশেষ ধর্মসমূহ কথিত হই-
 য়াছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাই । এষ্ট শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্মসমূহ বলিতে
 ইচ্ছুক হইয়াই ‘স বেদ ব্রহ্ম’ এইরূপে অবিজ্ঞাতের জ্ঞান ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়াছে,
 অতএব এইরূপ উক্তি কখন দোষ ঘটে নাই । বক্ষ্যমাণ ধর্মসমূহ সহকারে
 যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে মথার্ব জানেন । অতএব পরবর্তী অমু-
 বাকের (পরিচ্ছেদের) সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্থ-
 প্রতিপাদনে ত্র্যংপর্য্য বুদ্ধিতে হইবে । এ কথাই সমর্থক বাক্যও আছে ।
 ‘ভূঃ’ এই মন্ত্রে ‘অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করে’ ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্বেরই
 প্রাহক । সতত উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহাও অন্য কারণ,
 কেন না, [পরবর্তী অমুবাকে] উপাসনাবিষয়ক ‘বেদ’ বা ‘উপাসীত’ ইত্যাদি
 কোনও শব্দ বিদ্যমান নাই । এই ব্যাখ্যাত প্রকরণে যে, ‘তৎ যো বেদ’ বাক্য
 আছে, তাহাও পরবর্তী অমুবাকের সহিতই সম্বন্ধ ; সূত্ররূপে কথনই উপাসনার
 ভেদপ্রতিপাদক নহে । বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম প্রতিপাদনার্থ
 প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বক্ষ্যমাণার্থ, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । এবস্থিধ
 জানী স্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অল্পভূত বা অধীন অপর দেবতাগণ তাহার
 উদ্দেশে বলি (উপহাৰ) আনয়ন করেন । ১—৩ ১৩—১৫ ॥

৩৬ তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ের পঞ্চমামুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥

অষ্টোহনুবাকঃ ।

আভাষভাষ্যম্ । ভূভুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতত্ত হিরণ্য-
 গর্ভস্ত ব্যাধত্যাগ্ননো একগোহংস্ৰাত্তা দেবতা ইত্যুক্তম্ । যস্ত তা অল্পভূতাঃ,
 তস্মৈতত্ত একগঃ সাক্ষাদ্হপলকার্ধমুপাসনার্ধক হৃদয়াকাশঃ স্থানযুচ্যতে—শালগ্রাম
 ইব বিষ্ণোঃ । তস্মিন্ হি তদ্ব্যক্ষোপাস্তমানং নোময়বাদিধর্ম্মবিশিষ্টং সাক্ষাদ্হ-
 পলভ্যতে, পাণ্যবিবামলকম্ । মার্গশ্চ সর্কাস্থভাবপ্রতিপত্তয়ে বস্তব্য ইত্যমু-
 দাক আরভ্যতে ॥

আভাষ ভাষ্যানুবাদ । পূর্বে কথিত হইয়াছে যে ; ভূঃ ভুবঃ
 ও সুরঃ স্বরূপ অগ্নিত্ত দেবতারা ‘মহঃ’ ব্যাধতিক্রমী হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মেরই

অন্ন বা অবয়ব । এখন, উক্ত দেবতাগণ যীতার অন্ন বা অবয়ব, সেই এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান—হৃদয়াকাশের কথা বলা হইতেছে । 'বক্ষুর সম্বন্ধে শালগ্রাম শিলা' যেরূপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাও ঠিক সেইরূপ ; কারণ, 'মনোময়ত্ব' প্রকৃতি গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিলেই করামলকের দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার হইয়া থাকে । এখন সন্ধ্যাভাব বা ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত উপায় নির্দেশ করা আবশ্যিক ; সেইজন্য পদবর্তী অথবা ক আরম্ভ হইতেছে—

স য এষোহন্তুহৃদয় আকাশঃ । তন্মিনয়ং পুরুষো
মনোময়ঃ । অমৃতো হিরণ্যময়ঃ । অন্তরেণ তাল্লুকে । য এষ
স্তন ইবাবলম্বতে । সেন্দ্রয়োনিঃ । যত্রানৌ কেশান্তো
বিবর্ততে । ব্যাপোহু শীর্ষকপালে । ভূরিতাগৌ প্রতিষ্ঠিতা ।
ভুব ইতি বায়ো ॥১॥১৬॥

সন্ধ্যাভাবঃ । যঃ এষঃ (অমৃতবর্ণগোচরঃ) অমৃতহৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীক-
মধ্যে) আকাশঃ (অবকাশঃ) [অস্ত্র], তাম্ (অবকাশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ)
অমৃতঃ । অমৃতভূয়মানঃ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) অমৃতঃ হিরণ্যময়ঃ (জ্যোতির্ময়ঃ
অপ্রকাশঃ) পুরুষঃ (পূর্ন হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ, পুণো বা) [অভি-
বাস্যতে] । যন্ত এষঃ (মাংসখণ্ডঃ) অন্তবেণ তাল্লুকে (তাল্লুকায়ামধ্যে)
স্তন এব অবলম্বতে (লব্ধমানঃ সন্ প্রতিষ্ঠিত) ; সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ)
ইন্দ্রয়োনিঃ (ইন্দ্রস্ত পরমায়নঃ) যোনিঃ (উপলব্ধিধারম্) । যত্র (ইন্দ্রয়োনি-
মাংসখণ্ডে) অসৌ কেশান্তঃ কেশানাং অংশঃ মূৰ্ধন্যে শীর্ষকপালে (শিরসঃ
কপালপঞ্চদশমঃ) ব্যাপোহু (ত্রিহা—বিদাগ্য) বিবর্ততে [যথা, তথা মনো-
ময়াদ্ভদ্রাণী বিজ্ঞান মূৰ্ধন্যেবিনিষ্ক্রম্য এতল্লোকাদিষ্টিতঃ সঃ ইত্যেবংরূপঃ
দোহায়ঃ, তন্মিন্] অর্থো প্রতিষ্ঠিতা । ভুবত্যা (বধ্যমব্যাক্তিরূপো
ষো বায়ুঃ, তন্মিন্ বায়ৌ (প্রতিষ্ঠিত) ॥১॥১৬॥

মূলানুলাদ । সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে
এই অমৃত স্বরূপ হিরণ্যময় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন । তাল্লুকের
মধ্যে যে, স্তনের দ্বারা মাংসখণ্ড লব্ধমান আছে, যেন-এনে কেশমূল

মস্তকের কপালখণ্ড দুইটা ভেদ করিয়া উদ্ধগত হইয়াছে, তাহাই উক্ত
পরমাশ্রয় (ইন্দ্রের) যোনি স্বাধাৎ অভিব্যক্তিভূমি । [তদ্বিৎ পুরুষ
উক্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া] তু বহি ব্যাং পুরুষং বহিঃকোঃ ও ভুব-স্বরূপ
বাসতে । প্রতিষ্ঠা লাভ কর, ব] ১১ ৥

শাস্ত্রোক্তাশ্রয়ানাং মর্ত্যতঃ পরংমর্ত্যং যঃ প্রাপ্য তেনৈব সম্বধ্যতে ।
য এতঃ অন্তঃ দরে জনাশ্রয়ঃ সদয়ানাম্ । শুভ্রাকাংসারো মাংসপিণ্ডঃ প্রাণায়-
তনোহিনেকনাড়ীষ্বর উক্তনাড়ী-ধোবৎ, বহুস্তমানে পশৌ প্রসিদ্ধ
উপলভ্যতে । তপ্তাশ্রয়ঃ এষ সাকামঃ প্রসিদ্ধঃ এব বরকাকামবৎ, তস্মিন্
সৌম্যঃ পুরুষঃ, শুভ্রঃ শনৈব প্রাপ্য বহুদারো লোকো যেনেতি
পুরুষঃ, মনোময়ঃ মনঃ কপালখণ্ড বহুস্তমানে ভূময়ঃ তৎপ্রায়ঃ,
তদুপলভ্যবৎ । বহুতে প্রাপ্যে তস্যাপি মনঃকপালঃ, তদভিমানী তন্ময়-
শ্রীর্জ্যো বা । অন্তঃ অন্তঃপদং, তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে । তদৈবলক্ষণস্ত
জদয়াকামে সাকামকত্ত্বং হি বহুস্তমানে বহুস্তমানে তৎপশুর্বা মার্গোহ-
ভিব্যতে—জদ্যাদয়ঃ আবুঃ সাকামঃ পদং বাড়া যো পাপেব প্রসিদ্ধা । সা চ
অন্তঃপদং তদভ্যন্তরে প্রাপ্যে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে
লভ্যতে মাংসপিণ্ডং তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে
মুং প্রাপ্যে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে
ব্যপোহ্য বিভক্তা দদবঃ শীতঃ সাকামঃ পদং বাড়া যো পাপেব প্রসিদ্ধা । সা চ
ইন্দ্রযোনিঃ ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ
বিদ্যন্তু মনোনিয়াদপা নৃনো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ
কপো যোহপি মনতো একমো ইন্দ্রো, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ
লোকমাপ্নোত্যর্থঃ । ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ
তদুপলভ্যতে ১১ ৥

শাস্ত্রোক্তাশ্রয়ানাং মর্ত্যতঃ পরংমর্ত্যং যঃ প্রাপ্য তেনৈব সম্বধ্যতে ।
পশুচাংসিতঃ পশুঃ পুরুষঃ এব সাকামঃ পদং বাড়া যো পাপেব প্রসিদ্ধা । সা চ
'অন্তঃপদং' অর্থ জদ্যদে, অন্তঃপদং, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ
পরিপূর্ণ, উক্তনাড়ী-ধোবৎ, বহুস্তমানে পশৌ প্রসিদ্ধা । সা চ
শ্রীর্জ্যো বা । অন্তঃ অন্তঃপদং, তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে তদভ্যন্তরে
ষট্কাশাদবঃ পদং বাড়া যো পাপেব প্রসিদ্ধা । সা চ
ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ, ইন্দ্রো একমো যোনিঃ

(প্রস্তাবিত) গুরুদেব যেন এই কবিতাটির নাম রাখেন তা হবে অথবা
ভূপ্রভৃতি সমস্ত লোকেরই মনোময়; মন অর্থাৎ জ্ঞানময়; মনোময় মনোময়
মনোময় অর্থাৎ প্রেরণা মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
তাঁহার নাম মন—মনোময় মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
মনোজ্ঞাপা। অতঃপর এই মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
অতঃপর এবিধ মনোময় মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
ঈশ-কে উদ্ধৃতি করিয়া গুরুদেবের নাম রাখেন তা হবে—

হৃদয় হইতে উদ্ভূত মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
যোগশাস্ত্রে যোগদান মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
হইবে যে, উক্ত মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
মনোময় আছে। মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
বেধানে পরবর্তিত হইয়া মনোময় মনোময় মনোময়
হইয়াছে; সেই প্রকারে মনোময় মনোময় মনোময়
বিদারণপূর্বক মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
তাঁহার যোনি—মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
আত্মদর্শী মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
অধিষ্ঠান স্বকীয় মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
সেই অগ্রে পাতিয়া মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
ব্যক্তিগণের মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
করেন। মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
আছে ॥১॥

এবার মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
আপোতি মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
কিঁজোনপাতা মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
প্রাণারাম মনোময় মনোময় মনোময় মনোময়
যোগোপাম্বে ॥২॥

হাত মনোময় মনোময় মনোময় ॥৩॥

সন্ন্যাসী ॥ ৩ ॥ হাত মনোময় মনোময় মনোময়

(চতুর্থ-ব্যাহৃত্যায়কে) ব্রহ্মণি [প্রতিষ্ঠিত] । [সঃ] স্বারাজ্য (স্বরাড্ভাবঃ ব্রহ্মভাবঃ) আপ্নোতি ; তথা মনসঃ পতিং (মনোরুতি প্রবর্তকতয়া সর্কেষ্বরং ব্রহ্ম) আপ্নোতি । ততঃ (তত্তত্ত্বাবাপ্তেরেব) বাক্‌পতিঃ, চক্ষুষঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ, বিজ্ঞানপতিঃ [চ ভবতি, সর্কাঙ্কত্বাৎ, সর্কপ্রাণিকরণৈঃ তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ] । পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি—আকাশ-শরীরঃ (আকাশবৎ নির্লেপঃ শরীরমস্ত তৎ), ব্রহ্ম ; সত্যায় (সত্যং—অবিতত্বাৎ আত্মা স্বরূপং যস্ত, তৎ), প্রাণারামঃ (প্রাণেষু আরামঃ ক্রীড়া যস্ত, তৎ), আনন্দঃ (আনন্দকরণঃ) মনঃ (সদানন্দপূর্ণং মনোহস্তেত্যর্থঃ) ; শাস্তিসমৃদ্ধঃ (শাস্তিঃ সর্কায়াসনিবৃত্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধং পূর্ণং), অমৃতং (মরণরহিতং) [এবম্, তং ব্রহ্ম] হে প্রাচীনযোগ্য, [হৃদ] উপাস্থ ॥২॥১৭॥

মূলানুবাদ । সুব এই ব্যাহতিক্রমী আদিত্যে এবং মহ এই ব্যাহতিক্রমী ব্রহ্মে অবস্থানপূর্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন, এবং মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন । এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে তিনি বাক্‌পতি (সমস্ত বাগেন্দ্রিয়ের অধিপতি), চক্ষুর পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন । আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শাস্তি-সমৃদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ যে ব্রহ্ম ; হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর ॥২॥১৭॥

ইতি শীফাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক ব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । সুবরিত্তি তৃতীয়ব্যাহৃত্যায়নি আদিত্যে । মহ ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাহৃত্যায়নি ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতীতি । তেষাং ভাবেন স্তিত্বা, আপ্নোতি ব্রহ্মভূতং স্বারাজ্যং স্বরাড্ভাবং, স্বয়মেব রাজা অধিপতিভবতি লজ্জ-ভূতানাং দেবতানাম্, যথা ব্রহ্ম । দেবাস্তে সর্কে অস্মৈ অঙ্গনে বসিষ্ণু আবহস্ত অঙ্গভূতাঃ, যথা ব্রহ্মণে । আপ্নোতি মনস্পতিম্, সর্কেষাং হি মনসাং পতিঃ, সর্কাঙ্কত্বাদ্বক্ষণঃ সর্কেষি মনোভিস্তম্যহুতে । আপ্নোত্যেবং বিদ্বান্ । কিঞ্চ, বাক্‌পতিঃ সর্কায়াং বাচাং পতিভবতি । তদৈব চক্ষুষ্পতিঃ চক্ষুষাং পতিঃ । শ্রোত্রপতিঃ শ্রোত্রাণাং পতিঃ । বিজ্ঞানপতিঃ বিজ্ঞানানাং চ পতিঃ । সর্কাঙ্কত্বাৎ সর্কপ্রাণিনাং করণৈস্তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ,

ততোহপ্যধিকতরমেতত্ত্ববতি । কিং তৎ ১ উচ্যতে—আকাশশরীরম্, আকাশঃ
শরীরমস্ত, আকাশবহা হস্তঃ শরীরমস্ত—ই-আকাশশরীরম্ । কিং তৎ ১ প্রকৃতং
ব্রহ্ম । সত্যায়, সত্যং মূর্ত্যামৃতম্ অবততং স্বরূপং বা সাত্বা স্বভাবোহস্ত, তদ্বদং
সত্যায় । প্রাণারামম্, প্রাণেষারনগংক্রৌড়া যস্ত তৎ প্রাণারামম্ ; াণানাং
বা আরামো যস্মিন্, তৎ প্রাণারামম্ । মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখক্ৰদেব যস্ত
মনঃ, তন্মন আনন্দম্ । শান্তিসমৃদ্ধম্, শান্তিক্রপশমঃ, শান্তিষ্ঠ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তি-
সমৃদ্ধম্ ; শান্ত্য' বা সমৃদ্ধবৎ তদুপলভাত ইতি শান্তিসমৃদ্ধম্ । 'মৃতম্ অমরণ-
দীর্ঘম্ ; এতচ্চাধিকংপঃবশেষং তজ্জৈব মনোদয় ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিমাং । এবং
মনোময়ত্বাদিনৈকিশিষ্টং যথৌক্তং ব্রহ্ম . ৫ প্রাচীনযোগা, উপাস্থ ইত্যচাৰ্য্য-
বচনোক্তিরাদরার্থা ॥২ ১৭॥

হ্যতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠাংশবাক্যশ্চম্ ।

ভাষ্যানুবাদঃ । 'মনস্তর' শব্দঃ (৪ :) এই তৃতীয় ব্যাখ্যতি
স্বরূপ আদিত্যে [প্রতিষ্ঠালাভ করেন] । তাহার পর প্রধানভূত মহ এই
চতুর্থ ব্যাখ্যতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন । অভিপ্রায় এই যে-
পূৰ্ব্বোক্ত ৩য় প্রভৃতিভাবে অবস্থিত করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ স্বরূপভাব
প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা তিনিও তখন অঙ্গ দেবতাগণের অধিপতি
হন । তখন অধীন দেবতার সাক্ষ্যে এই অঙ্গী বা প্রধানের উদ্দেশ্যে বাণ বা
উপহার আহরণ করিয়া থাকেন—যেমন ব্রহ্মে উদ্দেশ্যে করেন । যথোক্তপ্রকার
'বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন 'মনসঃপতি কে সমস্ত মনের প'তকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ
তিনি সৰ্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সমস্ত মনের দ্বারা সপ্ত প্রকার অধিপত্য
অনুভব করেন—প্রাপ্ত হন ।

অপিচ, তিনি বাক্যপতি—সমস্ত বাক্যের প্রভু হন । সেই প্রকার চক্ষুঃ
সমূহের পতি, শ্রোত্র সমূহের পতি, বিজ্ঞান সমূহেরও পতি হন, অর্থাৎ
সৰ্ব্বাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সৰ্ব্বপ্রাণীর করণসমূহ দ্বারা সেই সেই
করণবান্ হইয়া থাকেন । 'তৎপর তদপেক্ষা আরও অধিক এষ্ট বল হয় ;
ভাষ্য কি ? বলা হইতেছে—আকাশ-শরীর আকাশ বাহ্যে শরীর, অথবা
আকাশের দ্বারা স্থাপ্য বাহ্যে শরীর, এই অর্থে—আকাশশরীর । সেই আকাশ-
শরীর বস্তুটি কি ? না, প্রকৃতিবস্ত্র ব্রহ্ম [ব্রহ্মই আকাশ-শরীর] । সত্যায়—
মূর্ত্যামৃত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন, অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম—এ সমস্তই) বাহ্যে যথার্থ

স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা সত্যাত্ম। ‘প্রাণারাম’—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ ধর্ম বা ক্রীড়া বাহার, তাহা প্রাণারাম, অথবা প্রাণের আরাম (শান্তি) হয় বাহাতে তাহার নাম প্রাণারাম। বাহার মন আনন্দভূত অর্থাৎ কেবলই সুখসম্পাদক তাহা মনআনন্দ। শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বেগনিবৃত্তি তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পূর্ণ), অথবা শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ—পরিপূর্ণ। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; এই বিশেষণটা অধিকরণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং মনোময়াদি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুতেই উক্ত বিশেষণটা বৃত্তিতে হইবে। হে প্রাচীনকোষ্য, তুমি উক্ত মনোময়াদি ধর্মাবশিষ্ট যথোক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা কর; ইহা আচার্য্যের আদ্যোক্তি বৃত্তিতে হইবে। উপাসনা শব্দের যে, অর্থ কি, তাহা ত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ অনাবশ্যক] ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহনুলাকঃ ।

আভ্যাসভাষ্যম্ । যদেহবাহিত্যাত্মকং ব্রহ্মোপাস্তুমুক্তম্, তদৈশ-
বেদানীং পৃথিব্যাদিপাণ্ডক্তস্বরূপোপাসনমুচ্যতে—পঞ্চসম্ব্যায়োগাৎ পঙক্তি-
ছন্দঃসম্পত্তিঃ; ততঃ পাণ্ডক্তং সর্গিতম্ । পাণ্ডক্তং যজ্ঞঃ, “পঞ্চপদা পঙক্তিঃ;
পাণ্ডক্তো যজ্ঞঃ” ইতি প্রোক্তে । তেন যৎ সপৎ লোকাভ্যাত্মকং পাণ্ডক্তং
পরিকল্পয়তি, যজ্ঞমেব তৎ পরিকল্পয়তি । তেন যজ্ঞেন পরিকল্পিতেন
পাণ্ডক্তাত্মকং প্রজাপতিম্ ভস্মদ্যতে । তৎ কথং পাণ্ডক্তং বা ইদং সর্গমিত্যত
আহ—

আভ্যাস-ভাষ্যানুলাদ । পূর্বে বাহতিস্বরূপ যে ব্রহ্মের
উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাণ্ডক্ত
স্বরূপেও উপাসনা দেখিত হইতেছে—[পৃথিবী প্রভৃতিও পঞ্চ সংখ্যায়ুক্ত, পঙক্তি
ছন্দটীও পঞ্চাক্ষরযুক্ত]। এইরূপে পঞ্চ সংখ্যার মান্য থাকায় পৃথিবী
প্রভৃতিতে ‘পঙক্তি’ ছন্দঃ সম্পাদিত হইতেছে; এবং তদনুসারেই নিম্নলিখিত
পৃথিব্যাতির পাণ্ডক্তত্ব কথিত হইতেছে। ‘পঙক্তি’ ছন্দটি পঞ্চপদা (পঞ্চাক্ষ-

রাশ্বক) ; যজ্ঞও পাণ্ডু—পঞ্চাশ্বক' এই প্রতি অনুসারে যজ্ঞও পাণ্ডু ; [সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতিতে যজ্ঞভাও সম্পাদিত হইতেছে , (১) । অতএব পৃথিবী প্রভৃতি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, পাণ্ডু কল্পনা করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাতে যজ্ঞভাবই কল্পনা করা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে । সেই পাণ্ডুরূপে রিকল্পিত যজ্ঞ দ্বারা উপাসক পাণ্ডুরূপী প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এ সমস্ত যে, কিরূপে হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন—

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্বৌর্দিশোহবাস্তুরদিশঃ । * অগ্নির্বায়ু-
রাদিত্যশ্চন্দ্রম্! নক্ষত্রাণি । আপ ওষধয়ো বনস্পত্যয়ঃ ।
আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্ । অথাধ্যাত্মম্—প্রাগোহপানো
বান উদানঃ সমানঃ । চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্ । চক্ষু-
মাত্মনঃ স্নাবাস্তি মজ্জা । এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ । পাণ্ডুরং
বা ইদংসর্বম্ । পাণ্ডুরনৈব পাণ্ডুরম্প্ণোতীতি ॥১।১৮ ॥
[সর্বমেকঞ্চ ॥]

ইতি সপ্তমোহনুবাচঃ ॥ ৭ ॥

সন্ননাং । [যদেতদ্ ব্যাখ্যতিরূপং ত্র্যক্ষোপাস্তমুক্তম্, অধুনা তন্ত্বেব
পংক্তি-পৃথিব্যাদিয়রূপেণাপি উপাসনমুচ্যতে—পৃথিবীত্যাदिभिः ।] [তত্রাদৌ

(১) ভাংপদ্য—‘পণ্ডিত’ নামে একটি বৈদিক ছন্দ আছে । পণ্ডিত ছন্দের প্রত্যেক
চরণে পাঁচটি করিয়া অক্ষর থাকে । এখানেও পাঁচ পাঁচটি পদার্থে এক একটা ভাগ দিয়া
লোকপঞ্চক, দেবতাপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, গ্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও দাতৃপঞ্চক, এই ছয়টি বিভাগ
কল্পনা করা হইয়াছে । পণ্ডিত ছন্দের সহিত অপরূপ পঞ্চমসংখ্যার মানা থাকায় পৃথিবী প্রভৃতি
প্রত্যেক ভাগে পাণ্ডু কল্পনা করিয়া তদ্রূপে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে । ‘পাণ্ডু’ শব্দ
পণ্ডিত ছন্দঃস্বরূপ । এ বিষয়ে টীকাকার বলিয়াছেন—

‘‘পৃথিব্যাদেঃ কথং পাণ্ডু কথং ? ইত্যাকাঙ্ক্ষ্যতাং পণ্ডিত্যন্ত ছন্দঃ সম্পাদনাদিত্যাহ
পঞ্চসংখ্যতি । ন কেবলং পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পণ্ডিত্যন্তঃসম্পাদনং, যজ্ঞঃ সম্পাদনমপি কর্ত্ব-
মক্যতে, ইত্যাহ—পাণ্ডুরং যজ্ঞ ইতি । পত্নীযজ্ঞমান-পুত্র-দেব-মাতৃদেবিতৈঃ পঞ্চভিঃ সম্পাদ্য
ইতি যজ্ঞঃ পাণ্ডু ইত্যর্থঃ । (আনন্দসিংহ) । অনুবাদ অনাবশ্যক ॥

অধিদৈবতমুচ্যতে—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষম্ (ভুবলোকঃ), জ্যোঃ (দ্যলোকঃ স্বর্গঃ), দিশঃ (পূর্বাঙ্কঃ), অবাস্তবদিশঃ (আগ্নেয়াঙ্কঃ), [এতৎ দৈবতপাণ্ডুলম্]; তথা অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি; তথা আপঃ, ওষধিঃ (তৃণলতাঙ্কঃ), বনস্পত্যয়ঃ (অপুষ্পাঃ ফলিনো বৃক্ষাঃ), আকাশঃ, আত্মা (দেহঃ), [এতৎ পঞ্চ]; ইতি (এতাবৎপর্য্যন্তং) অধিভূতং (ভূতানি পঞ্চ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং পাণ্ডুলম্ উপাসনমিত্যর্থঃ) । [দেবানামপি ভূত পিকারহাৎ অধিভূতমোক্তিঃ] । অ. ৮ পৃথিব্যাভবাস্তরদিগন্তং লোকপাণ্ডুলম্ অগ্ন্যাণি নবদ্ব্যস্তং দৈবতপাণ্ডুলম্, অবাঙ্গায়াভং ভূতপাণ্ডুলং বেদিতব্যম্] ।

অতঃ (অনন্তরং) অব্যায়ং (আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রবৃত্তমুপাসনম্) [উচ্যতে—] প্রাণঃ (উষ্ণগামী বায়ুঃ), বানঃ (প্রাণা পানয়োঃ সন্ধিঃ), অপানঃ, উদানঃ (উৎক্রমণবায়ুঃ), সমানঃ (বসক্রধিরাদিপরিগমনকারী), [এতৎ বায়ুপাণ্ডুলম্] । তথা চক্ষুঃ, শ্রাবঃ, মনঃ, বাক্, বৃক্ষ, [এতদিন্দ্রিয়পাণ্ডুলম্] । তথা চর্য, মাসম্, মায়, (শিরা) অস্থি, মজ্জা, [এতৎ বাতুপাণ্ডুলম্] । ঋষিঃ (বেদপুরুষঃ, বেদার্থদ্রষ্টা বা) এতৎ (পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাণ্ডুলম্) অধি-
বিশায় (অধিকৃত্য) অবোচৎ (উক্তবান্)—ইদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্বং বৈ (প্রাসিদ্ধৌ) [পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ] পাণ্ডুলং (পঞ্চাক্ষরপাণ্ডুলিচ্ছন্দোরূপং—
পঞ্চসংখ্যাক্রান্তবাৎ পাণ্ডুলম্ ইত্যর্থঃ) । [অতঃ] পাণ্ডুলেন (পঞ্চাঙ্কেন)
এব পাণ্ডুলং স্পৃণোতি (প্রাপন্নতি—পোষাৎ পোষকং চৈতৎ ঋয়মপি পাণ্ডুলমে-
বোতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

মুহ্যনানুলাদ । [পূর্বে বাহ্যত্বরূপে যে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার 'পাণ্ডুল'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটি বস্তুরূপে) উপাসনা কথিত হইতেছে]

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ (ভুবলোক), দ্যৌঃ (স্বর্গ), পূর্বাদি চারি দিক্ ও আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) প্রভৃতি চারিটি অবাস্তর দিক্, [এই পাঁচটি লোকপাণ্ডুল] । অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই পাঁচটি [দেবতাপাণ্ডুল] । আর জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি (বিনা পুষ্প ফলপ্রসূ বৃক্ষ), আকাশ ও আত্মা (দেহ), এই পাঁচটি ভূতপাণ্ডুল] । উক্ত তিনপ্রকার পাণ্ডুল উপাসনা অধ্যায় উপাসনা ।

প্রাণ (উর্জগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানের সন্ধি), অপান (অধোগামী বায়ু), উদান (উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত অন্ন-পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটি প্রাণ-পাণ্ডুক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও শ্রব্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পাণ্ডুক্ত ; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই পাঁচটি ধাতুপাণ্ডুক্ত । ঋষি (বেদপুরুষ বা বেদার্থদ্রষ্টা কোন লোক) এইরূপে পাণ্ডুক্ত উপাসনার বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাণ্ডুক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্মক ; পাণ্ডুক্ত দ্বারাই পাণ্ডুক্ত তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥১৮ ।

ইতি শীকাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক বাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । পৃথিব্যন্তরীক্ষং জ্যোতিশোঃবাস্তুরাদিশ ইতি লোকপাণ্ডুক্তম্ । অগ্নির্বায়ুরাদিতাশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাণ্ডুক্তম্ । আপ ওষধয়ো বনস্পত্য আকাশ আশ্রয়িত্ব ভূতপাণ্ডুক্তম্ । বাশ্রয়তি বরাট, ভূতাদিকারাৎ ইত্যভিভূতমিতি অধিঃ। কাশিদ্দেবত-পাণ্ডুক্তয়োপলক্ষণার্থম্, লোকদেবতাপাণ্ডুক্তয়োঃশোচ্যভিহিতত্বাৎ । অথ অনন্তবদম্, অধ্যাত্মং পাণ্ডুক্তত্রয়মুচ্যতে — পাণাদি বায়ুপাণ্ডুক্তম্ । চক্ষুর্বাচী ইন্দ্রিয়পাণ্ডুক্তম্ । চর্ম্মাদি ধাতুপাণ্ডুক্তম্ । এতাদৃশাদং সর্বমধ্যাত্মম্ বাহ্যক পাণ্ডুক্তমেব । ইতি এতদেবং অধিবিধায় পরিকল্প্য স্বায়র্বেদঃ, এতদর্শনসম্পন্নো বা কশিচদৃষিঃ, অথো-চক্ষুস্তবান্ কামত্যাহ পাণ্ডুক্তং বা ইদং পাণ্ডুক্তেনৈব আধ্যাত্মিকেন, সন্ধ্যাসামান্যত্বং, পাণ্ডুক্তং বাহ্যং স্পৃণোতি বলয়তি পূরয়তি একাত্মত্বয়োপলভ্যত ইত্যেতৎ । এবং পাণ্ডুক্তমিদং সর্কামিত যো বেদ, স প্রজাপত্য্যটৈশ্বর্য ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । পৃথিবী অস্তরীক্ষ (ভূলোক) স্বর্গ, পুত্রাদি দিক্ ও অবাস্তর দিক্ সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি), ইহারাই ইতিহাসে লোকপাণ্ডুক্ত, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ, ইহাদি দেবতাপাণ্ডুক্ত ; জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পত্য, বিনা পুষ্পে যে সমুদয় বৃক্ষে ফল ভস্মে), আকাশ (ভূতাকাশ) ও আশ্রা, ইহারাই ভূতপাণ্ডুক্ত । এখানে পুত্রের প্রস্তাবে

পঠিত হওয়ার আয়া অর্থ—বিরাট । এখানে যে ‘অধিভূত’ শব্দ আছে, তাহা অধিলোক ও অধিদৈবত পাণ্ডক্ত ঘরেরও উপলক্ষণ ; কারণ, লোকপাণ্ডক্ত ও দেবতাপাণ্ডক্ত, এই দুইটী পাণ্ডক্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে ।

অনন্তর তিনপ্রকার অধ্যায় পাণ্ডক্ত কথিত হইতেছে—প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি বায়ু পাণ্ডক্ত, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পাণ্ডক্ত এবং চর্মপ্রভৃতি ধাতু পাণ্ডক্ত । এ পর্য্যন্ত বাহ ও অধ্যায় বাহা বলা হইল, সেই সমস্তই পাণ্ডক্ত বস্তু । ঋষি অর্থাৎ স্বয়ং বেদ কিংবা বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন ঋষি উক্ত প্রকারে এইরূপ পাণ্ডক্তস্পষ্টিকল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন । কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই পাণ্ডক্ত ; আধ্যাত্মিক পাণ্ডক্ত অমুসারে বাহ পাণ্ডক্তও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে । যে লোক যথোক্তপ্রকারে এই সমুদয় পাণ্ডক্ত অবগত হন, তিনি সেই অবগতিব ফলে নিম্নেও প্রজ্ঞাপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥১১৮॥

ইতি শীকাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৭॥

অষ্টমোহনুবাকঃ ।

আভ্যাসভাষ্যান্ । ব্যাহত্যাশ্রমো ব্রহ্মণ উপাসনমুক্তম্ । অনন্তরং চ পাণ্ডক্তব্রহ্মরূপেণ তসৌবোপাসনমুক্তম্ । ইদানীং সর্বৌপাসনান্-ভূতস্তোকারস্তোপাসনং বিধিৎসতে । পরাপরব্রহ্মদৃষ্ট্যা হি উপাস্তমান ওঁকারঃ শব্দমাত্রেইপি পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি ; স হি আলম্বনং ব্রহ্মণঃ পরস্তা-পরস্ত চ প্রতিমেব বিষ্ণোঃ “এতেনৈবায়তনেনৈকতরমম্বেতি” ইতি শ্রুতেঃ ।

আভ্যাসভাষ্যানুবাদে । ইতঃপূর্বে ব্যাহতিক্রমী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে । তাহার পর পাণ্ডক্ত ব্রহ্মরূপেও তাহারই উপাসনা উক্ত হইয়াছে । এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঁকারোপাসনার বিধান করা হইতেছে । ওঁকার একটী শব্দ হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ঐ ওঁকারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে ; কেননা, ওঁকার হইতেছে পরব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার বিষয়—যমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি) । শ্রুতি বলিয়াছেন—‘এই ওঁকার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্মের একটিকে প্রাপ্ত হয়’ ইতি ।

ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতীদং সর্বম্ । ওমিত্যেদানুকৃতির্ অ
 ৷ অপ্যো আবেত্যা আবেয়ন্তি । ওমিতি সামানি গায়ন্তি ।
 ওম শোমিতু শস্ত্রাণি শংসন্তি । ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতি-
 গৃণাতি । ওমিতি ব্রহ্ম প্রসৌত ৷ ওমিত্যগ্নহোত্রমনুজানাতি ।
 ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যামাহ ব্রহ্মোপাঙ্গবানীতি । ব্রহ্মো-
 বোপাপ্রোতি ॥ ১ ॥ ১৯ ॥ [ওঁম্ দশ ॥]

ইতি শীকারায়া ইহ ঋতমোহনুব কঃ ॥ ৮ ॥

সংলক্ষ্যার্থঃ । ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ আলম্বনম্) । ওঁম্ ইতি
 (এষ শব্দঃ) ইদং সর্বম্ (সমস্তং জগৎ) ; এবং চিস্তনীয়মিতি ভাবঃ । অপিচ, ওঁম্
 ইতি অনুকৃতিঃ (অনুকরণম্, 'ইদং কুরু' ইত্যেবমতিহিতঃ পুরুষঃ 'ওঁম্' ইত্যুক্তা
 স্বীকারং প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ) । তথা 'ও-শ্রাবয়' (হবিষ্ঠাগার্ঘ্যং মন্ত্রং দেবান্
 শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রযজ্ঞজেনেন) আশ্রাবয়ন্তি (সমস্তাং দেবান্ মন্ত্রশ্রবণং কারয়ন্তি)
 [ঋত্বিজঃ] ; [ও অ বৈ ইতি নিপাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ চকাঃ] । ওঁম্ ইতি [কৃত্বা]
 সামানি গায়ন্তি । ওম্, শোম্ (শং স্রবং, তদেব ওঁম্ ইতি শোম্, ইত্যনু-
 করণাৎ) ইতি [কৃত্বা] শস্ত্রাণি (গীতিরহিতা ঋচঃ) শংসন্তি (পঠন্তি) ।
 অধ্বর্যুঃ (যাজুঃ) ওঁম্ ইতি প্রতিগরং (বাওঁম্নঃ কায়ানাং বিহিতো
 ব্যাপারঃ গবঃ—কর্ম্ম, যজুর্বিশেষো বা, তং প্রতি, প্রতি কর্ম্মণীত্যর্থঃ, প্রতিগৃণাতি
 (উচ্চরয়তি) । ব্রহ্ম ঋত্বিজিশেষঃ । ওঁম্ ইতি প্রসৌত (কর্ম্ম অনু-
 জানাতি) । ওঁম্-ইতি অগ্নিহোত্রং অনুজানাতি । ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যাম্—ব্রহ্ম
 (বেদং) উপাঙ্গবানি (সান্নিধ্যেন লভেয়ম্ ইতি কৃত্বা) ওঁম্-ইতি আহ (ক্রেতে) ।
 (এবং কৃত্বা) ব্রহ্ম এব উপাপ্রোতি (সাম্যোপোন পাপ্রোতীত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

মূলানুব্রাহ্ম । ওঁম্ এই পদটাই ব্রহ্ম ; কারণ, ওঁম্ই সর্বাত্মক ।
 ওঁম্ এই পদই অনুকৃতি, অর্থাৎ সম্মতিসূচক, (বেহ কোন কাজের
 কথা বলিলে, লোকে ওঁম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে) ।
 যাজ্ঞিকগণও ও শ্রবণ করাও (ও শ্রাবয়) বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র
 শ্রবণ করাইয়া থাকেন । ওঁম্ উচ্চারণপূর্বক সামগান করেন ;
 [স্তোত্রপাঠকগণ] ওম্-শোম্ বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ

করিয়া থাকেন ; যজুর্বেদগণ প্রত্যেক কস্মৈ ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; অগ্নিহোত্রীরা ওঁম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন ; ব্রাহ্মণজাতি বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্বে ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং তাহার কলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্য-। ওঁমিতি, ইতিশব্দঃ স্বরূপপরিচ্ছেদার্থঃ ; ওঁ-মিত্যেতচ্ছবরূপং ব্রহ্মেতি মনসা ধারয়েদুপাসীত ; যতঃ ওঁমিতি ইদং সর্বং হি শব্দস্বরূপমোক্ষাধেয়ং ব্যাপ্তম্, “তদগথা শব্দনা” ইতি শ্রুত্যাভ্যুত্থাৎ । “অভিধান-তত্ত্বং হ্যভিধেয়ম্” ইত্যত ইদং সর্বমোক্ষার ইত্যুচ্যতে । ওঁকারস্ত্যর্থ উত্তরো গৃহঃ, উপাশ্রয়ঃ তস্মৈ ।

ওঁমিত্যেতৎ পদত্বাৎ অঙ্ককরণম্ । কস্মৈমি যাস্তামি চেতি কৃতমুক্ত ওঁমিত্যঙ্করোচ্যতঃ, অতঃ প্রকারোহঙ্করুতিঃ । হ স্ম বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থস্তাত্কাঃ । প্রসিদ্ধং হি ওঁকারস্ত্যঙ্করুতিত্বম্ । অপিচ, ওঁপ্রাবদ্যেতি প্রৈষপূর্বমাস্রাবয়ন্তি প্রতিশ্রাবয়ন্তি । তথা ওঁমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ । ওঁমশোমিতি শব্দাণাং শব্দান্তি শব্দশব্দিত্যেতদ্ব্যাপি । তথা ওঁমিতি অক্ষরযুগ্মঃ প্রাগ্গরং প্রাগ্গুণাতি । ওঁমিতি ব্রহ্মা প্রসোক্ত অঙ্কজানাতি । ওঁমিতি অগ্নয়োজম্ অঙ্কজানাতি, জুহোমান্ত্যুক্ত ওঁমত্যেবান্তুজাং প্রযচ্ছাত । ওঁমিত্যেব ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রবচনং করিষ্যন্ অধ্যেষ্যমাণঃ ওঁমত্যাহ ওঁমিত্যেব প্রাতঃপাত্রে অধ্যেষ্যমত্যাঃ ; ব্রহ্ম বেদম্ উপাশ্রয়ানি ইতি প্রাপ্নুধ্যাৎ গ্রহীত্বামিতি উপাপ্নোত্যাং ব্রহ্ম । “তথা, ব্রহ্ম পবমানান্ উপাপ্নানীত্যান্নানং প্রবক্ষ্যন্ প্রাপয়িষ্যন্ ওঁমিত্যাঃ । স চ তেনোক্ষাধেয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যাং । ওঁকারপুংসং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়ানাং কল্যাণং যস্মাৎ, তস্মাদোক্ষাৎ ব্রহ্মেদুপাশ্রয়ত্বেনৈতি বাচ্যার্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি নীক্ষাধায়েহষ্টমাস্ত্রাণ্যকভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্য-। প্রতিতে ওঁম্ শব্দেণ পর য়ে ইতি শব্দটা আছে, উহা স্বরূপানন্দশব্দক । ওঁম্ এই শব্দরূপটা ব্রহ্মকে মনে মনে ধারণ করবে—উপাসনা কানবে ; [কারণ ? যেহেতু ওঁম্ই হইতেছে এই সমুদয় অর্থাৎ, এই সমস্ত শব্দবগ্গই ওঁকার দ্বারা পারিব্যাপ্ত ; কারণ, অতঃপ্রতিতে আ-বে, [অথথপত্র] যেরূপ শিরাজালে ব্যাপ্ত ইত্যাদি । অভিধেয় বা বাচ্যার্থ মাত্রই

অভিধানের অর্থাৎ তথ্যোধক শব্দের অধীন ; এই কারণে সর্বার্থবোধক ওঁকার শব্দকে সর্বস্বরূপ বলা হইয়া থাকে । ওঁকারই এই প্রকরণে উপাস্ত ; এই জন্ত তাহার স্তুতি প্রকাশ করাই পরবর্ত্তি প্রত্যংশের অর্থ বা উদ্দেশ্য । ওঁম্ এই শব্দটী হইতেছে অমুক্তি—অমুকরণ (অঙ্গীকারসূচক) ; কেহ কোন কাণ্ডের আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়া তাহার অমুকরণ করিয়া থাকে ; ততএব ওঁকার পদটী অমুক্তি । প্রতির হ স্ব ও বৈ এই তিনটী পদ প্রসিদ্ধ-সূচক অর্থাৎ ওঁকারের যে, অমুক্তিরূপই সুপ্রসিদ্ধ, তাহা জানাইতেছে ।

অপিচ, ঋষিকণ্ণ ‘ও শ্রাবয়’ (শ্রবণ করাও) বলিয়া কার্য্যোপ্রেরণ করিয়া থাকেন (১) । এইরূপ সামগগণ (বাহাণা সামগান করেন ;) তাহারা ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বকই সামগান করিয়া থাকেন । শস্ত্রনামক স্তোত্রপাঠকগণও ‘ওম্ শোম্’ বলিয়াই শস্ত্রসমূহ (স্তোত্রবিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন । এইরূপ অধ্বর্ষাগণ প্রতিকর্ষে ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক, যজুর্মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ; ব্রহ্মাও ওম্ বলিয়াই অমুমতি দিয়া থাকেন ; ওম্ বলিয়াই অধিহোত্র হোমের অমুক্তা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ‘আমি হোম করি’ এইরূপ জিজ্ঞাসার পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অমুমতি দিয়া থাকেন । এইরূপ ব্রাহ্মণগণের বেদ অধ্যয়নের পূর্বে ‘আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব—বেদার্থ গ্রহণ করিব’ এইরূপ ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন । অথবা ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা ; পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে ‘ওম্’ এইপ্রকারই উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং সেই বক্তা উক্ত ওঁকারোচ্চারণের ফলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । যেহেতু ওঁকারেণ উচ্চারণপূর্ব্বক আরক্ত ক্রিয়াসমূহ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে ; সেই হেতু ওঁকারকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে ; ইহাই উক্ত বাণ্যের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে অষ্টমাত্মবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

স্বাত্ত্ব স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । তপশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । শমশ্চ

(১) তাৎপর্য্য—একজন যাজ্ঞিক অপর যাজ্ঞিককে বলিবেন, তুমি, ‘ও শ্রাবয়’ অর্থাৎ অমুক অমুক মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাও । এই কথার পর সেই আদেশপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক দেবতা-গণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন । ‘ও শ্রাবয়’ ও ‘আশ্রাবয়ন্তি’ কথার এইরূপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ।

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাধীতরঃ। তপইতি
তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো
মোদগল্যঃ। তদ্বি তপস্তদ্বি তপঃ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

[প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোহ্নুর্বাচঃ ॥ ৯ ॥

অব্রল্লাংগিঃ। [যন্ত পুনত্রন্ধজিজ্ঞাসোকুপাসনৈরপি নান্তমুখতা স্তাৎ,
তেন তু তদর্থং পথমং কর্তব্যং করণীয়মিত্যাহ—‘ঋতং চ’ ইত্যাদি]। ঋতং
(যথাশাস্ত্রং কথ্যবিষয়কং জ্ঞানং) চ (চকারঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমুচ্চয়ার্থঃ)।
স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং—গুরুমুখাদক্ষরগ্রহণং, তদর্থবিজ্ঞানং
চ; প্রবচনং চ অধ্যাপনং, নিত্যপাঠরূপো ব্রহ্মযজ্ঞো বা), সত্যং (যথার্থভাষণং,
কায়মনোবাক্‌ভিরনুজীয়মানং কৰ্ম বা) চ, স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (উক্তার্থে)। দমঃ
(বহিরিঙ্গিয়সংযমঃ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) চ, [এতানি স্বাধ্যায়-
প্রবচনাভ্যাং সহ কথ্যবানি ইতি ভাবঃ]। অগ্নয়ঃ (দক্ষিণাঙ্গঃ ত্রয়ঃ পঞ্চ
বা) [আধাতব্যঃ]। অগ্নিহোত্রং চ [হোতব্যং]। অতিথয়ঃ চ [পূজ্যঃ]।
মানুষ্যঃ (লোকব্যবহারঃ) চ [আপনীয়ম্]। প্রজা (সন্ততিঃ) চ [উৎ-
পাদা]। প্রজনঃ চ (গোত্রোৎপত্তিঃ—পুত্রশ্চ বিবাহনীয় ইত্যর্থঃ)।
[সর্করৈনৈতঃ কর্তৃভিষুৎস্রাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যো, এত-
দর্থং স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সর্করোন্মেষঃ, যতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরেব পরং
শ্রেয়ঃ সন্নিহিতামতি ভাবঃ]।

[অত্র চ ঋষ্যণাং মতভেদ উপলব্ধতে—] সত্যবচাঃ (সত্যবাদী, তন্মায়কো
বা) রাধীতরঃ (রখীতরগোত্রীঃ ঋষিঃ) সত্যং (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব)
[অনুর্তেয়ং মতভেদে]। তপোনিত্যঃ (তপোনিষ্ঠঃ, তন্মায়কো বা) পৌরুশিষ্টিঃ
(পুরুশিষ্টৈরপত্যং ঋষিঃ) তপঃ (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুর্তেয়ং
মতভেদে]। তপা নাকঃ (তন্মায়কঃ) মোদগল্যঃ (মুদগলস্যাপত্যং ঋষিঃ)

স্বাধ্যায়-প্রবচনে এব (যথোক্তলক্ষণে) অমুষ্ঠেয়ে ইতি মন্ততে] । [কৃতঃ ?]
হি (যস্মাৎ) তৎ (স্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ ; [তস্মাৎ তে
এবামুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ । আদরার্থঃ দ্বির্ভচনম্] ॥১১২০॥

মূলানুবাদি । [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও
একাগ্রতা না হয়, তবে অগ্রে তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভি
প্রায়ে বলিতেছেন—] ঋত অর্থ শাস্ত্রানুসাবে কর্ম্মবিধি বিষয়ে জ্ঞান ,
স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ—
অধ্যাপনা, অথবা প্রতাহ কর্তব্য পাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ । সত্য অর্থ যথার্থ কথন,
অথবা দেহ মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম । তপঃ অর্থ - প্রাজাপত্য ও
চান্দায়ণ ব্রত প্রভৃতি । দান অর্থ - বহিরিন্দ্রিয়-সংযম । শম অর্থ—
অন্তঃকরণের সংযম । ‘অগ্নয়ঃ’ অর্থ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়
অগ্নি । অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে । অতিথির পূজা করিবে ।
মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে । সন্তানোৎপাদন কর্তব্য । পৌত্র উৎপাদন
অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ করান আবশ্যক । [বুদ্ধিতে হইবে যে, এ সমস্ত
কার্য যেমন কর্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যত্নসহকারে
কর্তব্য । এই অভিপ্রায়েই সত্য প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও
প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে] ।

[এ বিষয়ে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে ।] সত্যবাদী
অথবা সত্যবচা নামক রাখীতর (রাখীতরের পুত্র) ঋষি [মনে করেন যে,]
সত্যই অমুষ্ঠেয় । মুদগলপুত্র (মৌদগল্য) নাকনামক ঋষি স্বাধ্যায়
ও প্রবচনকেই মুখ্য অমুষ্ঠেয় বিবেচনা করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায়
ও প্রবচনই) যথার্থ তপস্তা । [এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ ‘তদ্বি তপঃ’
কথার দ্বিকৃতি করা হইয়াছে] ॥ ১ ॥ ২০ ॥

শাস্ত্রানুসারিত্বম্ । বিজ্ঞানাদেবাপ্রোতি স্বারাজ্যমিত্যুক্তত্বাৎ শ্রৌ-
স্বাৰ্ত্তানাম্ কর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তম্ ইত্যন্তস্তস্মা প্রাপদিতি কর্ম্মণাং পুরুষার্থং প্রতি
সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপপত্তাসং—ঋতমিতি ব্যাখ্যাতম্ । স্বাধ্যায়োহধ্যয়নম্ ।
প্রবচনমধ্যাপনং, ব্রহ্মযজ্ঞো বা । এতানি ঋতাদীনি অমুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যশেষঃ ।

সত্যং সত্যবচনং যথাব্যাখ্যাতার্থং বা । তপঃ কৃচ্ছাদি । দমঃ বাহকরণোপশমঃ ।
শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ । অগ্নয়শ্চ আধাতব্যঃ । অগ্নিহোত্রং চ হোতব্যম্ ।
অতিথয়শ্চ পূজ্যঃ । মানুস্বমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ ; তচ্চ যথাশ্রাণ-
মহুষ্ঠেয়ম্ । প্রজা চোৎপাতা । প্রজনশ্চ প্রজননম্ অতো ভাৰ্য্যাগমন-
মিত্যর্থঃ । প্রজাঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ ; পুত্রো নিবেশয়িতব্য ইত্যোতৎ ।
সৰ্বৈরেতৈঃ কৰ্ম্মভিযুক্তস্তাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে বহুতোহমুষ্ঠেয়ে, ইত্যেযমর্থঃ
সৰ্ব্বেণ স্বাধ্যায়-প্রবচনগ্রহণম্ । স্বাধ্যায়াধীনং হি অৰ্থজ্ঞানম্ । অর্থজ্ঞানাদীনং
চ পরং শ্রেয়ঃ । প্রবচনঞ্চ তদবিস্মরণার্থং ধৰ্ম্মবুদ্ধ্যর্থঞ্চ ; অতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়ো-
রাদরঃ কাৰ্য্যঃ ।

সত্যমিতি সত্যমেবাহুষ্ঠেয়মিতি সত্যবচাঃ সত্যমেব বচো যন্ত, সোহয়ং
সত্যবচাঃ, নাম ণ তন্ত্ । রাধীতরঃ পৃথীতরসগোত্রঃ, রাধীতর আচার্য্যো মনুতে ।
তপ ইতি তপ এব কৰ্ত্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ, তপোনিত্য
ইতি বা নাম ; পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্তাপত্যং পৌরুশিষ্টিরাচার্য্যো মনুতে ।
স্বাধ্যায়প্রবচনে এবাহুষ্ঠেয়ে ইতি নাকো নামতঃ মুদগলস্তাপত্যং মোদগল্য
আচার্য্যো মনুতে । তচ্চি তপস্তচ্চি তপঃ । যস্মাৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে এব
তপঃ, তস্মাস্তে এবাহুষ্ঠেয়ে ইতি । উক্তানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায়প্রবচনানাং
পুনর্গ্রহণমাদিদ্ধার্যম্ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীকাণ্ডায়ে নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই)
স্বারাজ্য ণ যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা পূর্বে কথিত হওয়ায়, প্রতিশ্রুতি-
বিহিত কৰ্ম্মরাশির অনর্থক্য-আশঙ্কা উপস্থিত হয় ; সেই আশঙ্কা নিবারণের
উদ্দেশ্যে, এখন কৰ্ম্ম সমূহের পুরুষাথ-(যুক্তি) সাধনে সামর্থ্য জ্ঞাপনের জন্ত
পরবর্তী প্রতিবাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে ।

ঋত শব্দের অর্থ—পূর্বেই (ঋতং বদিত্যমি বাক্যে) উক্ত হইয়াছে ।
স্বাধ্যায় অর্থ—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট বিজ্ঞা গ্রহণ) । প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা,
অথবা ব্রহ্মবজ্ঞ (নিত্য পাঠ) । এই ঋত প্রকৃতি বিষয়গুলি—‘অনুষ্ঠান করিবে,’
এই বাক্যাংশ পূরণ করিয়া লইতে হইবে । সত্য অর্থ সত্য কথা বলা, অথবা
প্রথম প্রতিতে ব্ৰহ্মণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ । তপঃ অর্থ কৃচ্ছ ও

চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি (১) । দম অর্থ--বহিঃক্রিয় সমূহের সংযম । শম অর্থ--
অন্তঃকরণের সংযম । 'অগ্নয়ঃ' অগ্নিত্রয় [সেই অগ্নিত্রয় আধান—গ্রহণ করিতে
হইবে], অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে । অতিথিগণের পূজা করা কর্তব্য ।
মানুষ অর্থ--সাংসারিক লোক-ব্যবহার ; তাহাও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর্তব্য ।
ঐজ্ঞা (সজ্ঞান) উৎপাদন কর্তব্য । প্রজন অর্থ--প্রজনন অর্থাৎ গর্ভকালে
ভাষ্যতে উপগত হওয়া । প্রজ্ঞাতি অর্থ--পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে
দারপরিগ্রহ করান । এই সমুদয় কয়ে লিখ্ত ব্যক্তিরও বহুসংখ্যক স্বাধ্যায় ও
প্রবচন অবশ্যমুঠেয় ; এই অতিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ঋত প্রভৃতি সকলবিষয়ের
সহিতই স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে,
স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অর্থ-জ্ঞান ; অর্থ-জ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম
শ্রেয়ঃ (মোক) । আর প্রবচন হইতেছে অদীত বিস্তার বিশ্বাস-নিবারণক এবং
ধনবৃদ্ধি-কারক ; এইজন্ত স্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর করা আবশ্যক ।

[এখন এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সত্যবচাঃ
—যাহার বচন সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না, তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাহার নামই
সত্যবচাঃ ; সেই রথীতরগোত্রীয়—রথীতর আচার্য্য সত্যকেই মুখ্য অমুঠেয়
বলিয়া মনে করেন । তপোনিত্য অর্থাৎ যিনি সর্বদা তপস্তায় তৎপর, অথবা
তাহার নামই তপোনিত্য ; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্ট আচার্য্য মনে
করেন যে, উক্ত তপস্বী একমাত্র কর্তব্য । নাকনামক মুদগ্গলপুত্র—মৌদগল্য
আচার্য্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অমুঠেয় ; কেন না,
যেহেতু স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপস্তা সেই হেতু ঐ দুইটাই অমুঠেয় । অগ্রে
কথিত থাকে সবেও যে, সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের পুনঃ কথন, তাহা
কেবল আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে নবম অমুঠাকের তাম্রাশ্রুতি ॥ ২ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—কৃচ্ছ্র অর্থ দ্বাদশ দিনসাপ্য প্রাজাপত্য নামক ব্রত । প্রাজাপত্যের
লক্ষণ এইরূপ—“ত্ৰাহং প্রাতঃস্নাহং সায়ং ত্ৰাহমস্তাদ্ব্যধিতিম্ । ত্ৰাহং পরং চান্দ্রায়ণং
প্রাজাপত্যং চরম্ বিজঃ ॥” অর্থাৎ তিনদিন প্রাতে, ও তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে ।
তিনদিন ধর্ষাচিত লভ্য ভক্ষণ করিবে । আর তিনদিন কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না । ইহাই
প্রাজাপত্যের নিয়ম । চান্দ্রায়ণ ব্রত একমাস-সাপ্য । চান্দ্রায়ণ ব্রত অনেক প্রকার । কৃষ্ণ
প্রতিপদে প্রথম ১৬ গ্রাস ভক্ষণ করিবে, চন্দ্রকলা-স্বরেব সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে ।

দশমোহনুবাকঃ ।

অহং বৃক্ষস্ত রেরিবা । কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিবা । উর্দ্ধপবিত্রো
বাজিনীব স্বমৃতমস্মি । দ্রুবিণঃ সর্বচ্চসম্ । স্নমেধা অমৃতোক্ষিতঃ ।
ইতি ত্রিশঙ্কোর্বৈদানুবচনম্ ॥ ১ ॥২১॥ [অহংষট্ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোহনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ । পূর্বোক্ত সকলসাধনানুষ্ঠানাসম্ভবে হি নিত্যমবশ্য-
পঠনীয়ো মন্ত্র উচ্যতে—“অহং বৃক্ষস্ত” ইত্যাদিঃ । অহং বৃক্ষস্ত (সংসারতরোঃ)
রেরিবা (প্রেরয়িতা, কৰ্ম্মণা সম্পাদয়িতা) [অস্মি] । (মম) গিরেঃ
(পর্বতস্ত) পৃষ্ঠং (শৃঙ্গং) ইব কীর্তিঃ [উন্নতা ভবতু] । বাজিনি (বাজম্
অন্নং, তদ্ব্যত সবিতরি) স্বমৃতং (স্ন—উদ্ধং, অমৃতং, যুক্তিঃ—তৎসাধনম্
আত্ম-তত্ত্বং বা) [প্রতিষ্ঠিতং] । [অহম্] উর্দ্ধপবিত্রঃ (উর্দ্ধং—কারণম্, পবিত্রং
জ্ঞানপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম যন্ত, তাদৃশঃ) অস্মি (ভবামি) । তৎ, দ্রুবিণঃ
(ধনমিব) [প্রিয়ং], সর্বচ্চসম্ (দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম), স্নমেধা (শোভন-মেধাসম্পন্নঃ)
অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) অক্ষীতঃ (অক্ষীণঃ নির্বিকারশ্চ) [অস্মীতি শ্বেষঃ] ।
ইতি (এবং যথাক্তপ্রকারং) ত্রিশঙ্কোঃ (তন্নামকস্ত ঋষেঃ) বৈদানুবচনং
(বেদঃ—বেদনং, তদনু বচনম্ উক্তিরিত্যর্থঃ) ॥১॥২১॥

মূলানুবাদ । আমিই এই সংসার বৃক্ষের প্রেরক বা কৰ্ম্মদ্বারা
প্রবর্তক । গিরিশৃঙ্গের আয় আমার সমুন্নত কীর্তি হউক ; এবং বাজিতে
অন্নপ্রদাতা সূর্য্যেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি
উর্দ্ধপবিত্র, উর্দ্ধ অর্থ—কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম ; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশ-
মান আছেন । আমিই ধনের আয় প্রিয়, জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্মস্বরূপ ; উত্তম
মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অক্ষীত অর্থাৎ বিকারাদি ক্ষয়দোষ
বর্জিত । ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আশ্রিত হইয়া অবগত হইবার পর (অনু)
এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোহনুবাক ব্যাখ্যা ॥১০॥

আবার শুক্ল প্রতিপদ হইতে এক এক গ্রাম ক্রমে বাড়িয়া পূর্ণিমাতে ১৬ গ্রাম পূর্ণ করিবে ।
ইহাই চান্দ্রায়ণব্রতের নিয়ম ।

শাক্তভাষ্যম্ । অহং বৃক্ষস্ত রেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থে মন্ত্রান্নায়ঃ ।
স্বাধ্যায়শ্চ বিজ্ঞোৎপত্তয়ে, প্রকরণাৎ । বিজ্ঞার্থঃ ই ইদং প্রকরণম্ ; নচান্যার্থঃ
নবগম্যতে । স্বাধ্যায়েন চ বিজ্ঞস্বস্ত্য বিজ্ঞোৎপত্তিরবকল্পতে । অহং বৃক্ষস্ত
উদ্ভেদাত্মকস্ত সংসার-বৃক্ষস্ত রেরিবা প্রেরয়িতা অহমাত্মান্না । কীর্তিঃ খ্যাতিঃ
গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছিতা মম । উর্দ্ধপবিত্রঃ উর্দ্ধং কারণং পবিত্রং পাবনং
জ্ঞান-প্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যন্ত সর্বাশুনো মম । সোহহং উর্দ্ধপবিত্রঃ ; বাজিনি
ইব বাজবতীব, বাজমগ্নম্, তদ্বতি সবিতরীত্যর্থঃ ; যথা সবিতরি প্রসিদ্ধঃ
অমৃতমাত্মত্বং বিশুদ্ধং প্রতিস্থতিশেভ্যঃ, এবং স্ম অমৃতং শোভনং বিশুদ্ধ-
মাত্মত্বম্ অস্মি ভবামি । ১

দ্রবিণং ধনং সূবর্চসং দীপ্তিমদেদাত্মত্বম্, অস্মীত্যুপবর্ততে । ব্রহ্মজ্ঞানং বা
আত্মত্বপ্রকাশকত্বাৎ সূবর্চসম্, দ্রবিণমিব দ্রবিণম্, মোক্ষ-সুখহেতুত্বাৎ । অস্মিন্
পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েতাধ্যাহারঃ কর্তব্যঃ । সূমেধাঃ—শোঃনা মেধা সৰ্বভূতপক্ষণা
যন্ত মম, সোহহং সূমেধাঃ ; সংসারস্থিত্যুৎপত্ত্যুপসংহারণৌশলযোগাৎ
সূমেধম্ ; অত এব অমৃতঃ অমরগুণম্, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অবায়ঃ অক্ষতো বা ;
অমুতেন বা উক্ষিতঃ সিক্তঃ “অমুতোক্ষিতোহম্” ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্ । ই- এবং
ত্রিশঙ্কোঃ ঋষেত্রক্ষভূতস্ত ব্রহ্মবিদঃ বেদানুচিনম্ ; বেদঃ বেদনম্ শাস্ত্রিক-
বিজ্ঞানম্, তন্ত প্রাপ্তিমম্ বচনং বেদানুচিনম্ ; আত্মনঃ কৃতকৃত্যতাপ্রথ্যাপনার্থং
বামদেবদং ত্রিশঙ্কনা আর্ষণে দর্শনে দৃষ্টো মন্ত্রান্নায় আত্মবিজ্ঞাপ্রকাশক
ইত্যর্থঃ । ২

অন্ত চ জপো বিজ্ঞোৎপত্ত্যর্থোহিবগম্যতে । ‘স্বাতক’ইতি ধর্মোপকাসাদনভূতক
বেদানুচিনপাঠাদেতদবগম্যতে । এবং শ্রোতস্বার্থেন নিত্যেন কর্মসু
যুক্তস্ত নিষ্কামস্ত পবং ব্রহ্ম বিবিদিষোন্নার্থাণি দর্শনানি প্রার্ভবন্ত্যাত্মাদি-
বিষয়গীতি ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীকারাধায়ে দশমানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘অহং বৃক্ষস্ত রেরিবা’ এই মন্ত্রটি এখানে পাঠ্যরূপে
পঠিত হইয়াছে । বিজ্ঞাপ্রকরণে থাকার বুঝা যাউতেছে যে, বিজ্ঞা-মুৎপত্তির
জন্তই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা । বিজ্ঞালাভের উপায় প্রদর্শনই এই
প্রকরণের উদ্দেশ্য, তজ্জন্য অজ্ঞ কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না ।
স্বাধ্যায় (মন্ত্রপাঠ) দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই বিজ্ঞার উৎপত্তি স্বত্বপর হয় ।

আমিই অন্তর্গ্যামিরূপে বৃক্ষের তায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা প্রবর্তক। আমার কীর্তি—খ্যাতি বা মহিমা পরমতত্ত্বের তায় উদ্ভিত বা সমুন্নত। আমিই উর্দ্ধপবিত্র অর্থাৎ উর্দ্ধে—পরম কারণ পর ব্রহ্মে, বাহ্যে—সর্বাঙ্গ-ভাবাপন্ন যে আমার, পবিত্র—পবিত্রতাম্বনক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ আশ্রিতব বিদ্যমান, সেই আমি হইতেছি—উর্দ্ধপবিত্র; বাস্তিতে—বাজ অর্থ—অন্ন, তদ্বিশিষ্ট স্বর্ঘ্যেতে ধেরূপ; অর্থাৎ শত শত ঋতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, স্বর্ঘ্যেতে ধেরূপ অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আশ্রিতব গ্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও স্ম অমৃত—উত্তম বিশুদ্ধ আশ্রিতবরূপে অবস্থিত আছি।

আশ্রিতবই দীপ্তিযুক্ত ধন, আমিই তৎস্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটির অল্পবৃদ্ধি হইয়াছে। অথবা দ্রবীণ অর্থ—দ্রবীণের তায়; ধনে (দ্রবীণে) ভোগসুখ ভ্রমায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষ-সুখ পাওয়া যায়; এই কারণে উহা দ্রবীণের তায়; এবং আশ্রিতব প্রকাশ করে বলিয়া সর্বসমুৎপত্তে। দ্বিতীয় অর্থের কালে দ্রবীণতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান—আমি প্রাপ্ত হইয়াছি' এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। হ্রমেধা অর্থ—গাহার (আমার) মেধা—ব্রহ্মজ্ঞান স্ম—শোভন অর্থাৎ উত্তম, সেই আয়ি—হ্রমেধা; কেন না, সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা স্ম (উত্তম)। এই কারণেই আমি অমৃত—মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ—অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষয়-রহিত; অথবা ['অমৃতোক্ষিত' এই পদটির অমৃত + উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি-বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে সিক্ত। এতদমুরূপ 'ব্রাহ্মণ'-বাক্যও আছে 'আমি অমৃতদ্বারা সিক্ত'। ত্রিশচু নামক ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্রহ্মবিদু ঋষির এই প্রকারই বেদামুখবচন,—বেদ অর্থ—বেদন (জানা) অর্থাৎ আত্ম-কল্প বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান লাভের (অমৃত) পশ্চাৎ যে, বচন (উপদেশ), তাহাই বেদামুখবচন। বামদেবের তায় ত্রিশঙ্কু ঋষিও আর্ষদর্শনে, আশ্রিতব প্রকাশক যে বেদ মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমতঃ 'ঋতম্' ইত্যাদি বাক্যে ধর্মোপদেশ করিয়া, তাহার পর এই বেদামুখবচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য এই মন্ত্রটির জপ করিতে হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য, ঋতিস্মৃতিবিহিত নীত্যাকর্ম সমূহে নিষ্কামভাবে নিয়ত থাকে অর্থাৎ নিয়মিত

ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আৰ্য্য বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১১২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমাসু বাক্যেন ভাষ্যানুবাদ ॥১০॥

বেদমনুচ্যাচার্যোহন্তেবাসিনমনুশাস্তি ।—সত্যং বদ ।
ধর্ম্মং চর । স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ । আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহুত্যা
প্রজাতস্তং মা বাবচ্ছেৎসীঃ । সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ । ধন্যান্ন
প্রমদিতব্যম্ । কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতৈ ন প্রমদিতব্যম্ ।
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥১২২॥

সরলার্থঃ । সম্প্রতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরাণ্যাক্ নিয়মেন কৰ্ত্তব্যানামুপ-
দেশার্থমহমারম্ভঃ—‘বেদম্’ ইত্যাদিঃ । আচার্য্যঃ অশ্বেবাসিনঃ (শিষ্যম্) বেদং
অনুচ্য (অধ্যাপ্য) অনু শাস্তি (উপদিশতি) । [উপদেশপকারানাহ—] সত্যং
বদ (প্রমাণাবগতমেব তৎ ত্বয় বক্তব্যমিত্যর্থঃ) । ধর্ম্মং (শাস্ত্রোপদিষ্টং
কর্ম্ম) চর (আচর) । স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়নাৎ) মা প্রমদঃ (প্রমাদং মা
কার্য্যঃ) । আচার্য্যায় (বেদাধ্যাপকায়, তদর্থে) প্রিয়ং (অভীষ্টং) ধনং আহুত্যা
(আনীয়, বিজ্ঞানলক্ষণার্থং দত্তা) [আচায়েণ অনুজ্ঞাতঃ সন্] প্রজাতস্তং (পুত্রাদি-
সন্তানং) মা বাবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানবিক্ষেপং মা কার্য্যঃ—পত্নীমুপাদায় সন্তান-
নুৎপাদয়েত্যর্থঃ) । সত্যং (বথোক্তলক্ষণাৎ) ন প্রমদিতব্যম্ (প্রমাদো ন
কার্য্য ইতি ভাবঃ) । ধন্যং ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠানং ন বিরম্ব্যমিত্যর্থঃ)
ভাবঃ) । কুশলাৎ (আয়ত্তলক্ষণাৎ ধর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতৈ
(ভূতেঃ মঙ্গলার্থাৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্ । তথা, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং
ন প্রমদিতব্যম্ (সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কৰ্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ) ॥১২২॥

মূলানুবাদ । [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু লাত্বেন পূর্বে শিষ্যকে যে সমস্ত
কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদুপদেশার্থ পরবর্তী
শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে ।] আচার্য্য (মাণিত্রীদাতা গুরু)
শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি
সত্য বলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেক্রূপ অবগত হইবে ;
ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে । ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ
শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিবে । স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদগ্রস্ত

(অনবহিত) হইবে না । আচার্য্যের উদ্দেশ্যে মনোরম ধন আহরণ করিয়া অর্থাৎ আচার্য্যকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [পত্নী গ্রহণ করিবে]; সম্ভান ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে । সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে না । ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনবহিত হইও না । আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মে উদাসীন থাকিও না । মাতুলিক কর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে), প্রমত্ত হইও না । অভিপ্রায় এই যে, সাবধানে ঐ সকল বিষয় সম্পাদন করিবে ॥ ১১ ২২ ॥

শাক্তব্রহ্মবিজ্ঞানম্ । বেদমন্যুচেত্যেবমাদিকর্তব্যতোপদেশারম্ভঃ—প্রাপ্তব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রোতব্যার্থানি কর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ; অমুশাসন-প্রভেদঃ পুরুষসংস্কারার্থবাৎ । সংস্কৃতস্তু হি বিদ্বৎসংস্কারজ্ঞানমঙ্গলৈবোপজায়তে । “তপসা কল্যাণং হস্তি বিদ্যায়ামৃতমমুতে” ইতি হি স্মৃতিঃ । বক্ষ্যতি চ “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব” ইতি । অতো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থমমুর্থেয়ানি কর্ম্মাণি । অমুশাস্তীত্যমুশাসনশব্দাদ্ অমুশাসনাতিক্রমে হি দোষোৎপত্তিঃ । প্রাপ্তপত্তাসাচ্চ কর্ম্মণাম্, কেবলব্রহ্মবিজ্ঞানরাস্তাচ্চ পূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যপত্তান্তানি । উদিতায়াঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাম্ “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ।” “ন বিভেতি কুতশ্চন ।” “কিমহং সাধু নাকরবম্”—ইত্যাদিনা কর্ম্ম-নৈকিকগ্ৰহণং দর্শয়িষ্যতি । অতোহবগম্যতে—পূর্ব্বোপচিতহরিত-কল্পদ্বারেণ বিদ্যোৎপত্ত্যর্থানি কর্ম্মাণীতি । মন্ত্রবর্ণাচ্চ—“অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীত্বা বিদ্যায়ামৃতমুতে” ইতি । ঋতাদীনাং পূর্ব্বোপদেশ আনর্থক্যপরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যপত্ত্যর্থং কর্তব্যতানিয়মার্থঃ ।

বেদম্ অনূচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্যঃ অস্তেবাদিনম্ শিষ্যম্ অমুশাস্তি—গ্রন্থগ্রহণাৎ অমু পশ্চাৎ শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ । অতোহবগম্যতে—অধীতবেদস্ত ধর্ম্মজিজ্ঞাসামক্কা গুরুকুলান্ন সমাবহিতব্যমিতি । “বুদ্ধা কর্ম্মাণি চারম্ভেৎ” ইতি স্মৃতেশ্চ । কথমমুশাস্তীত্যত আহ—সত্যং বদ যথাপ্রমাণ-বগতং বক্তব্যং চ বদ । তদ্বৎ ধর্ম্মং চর ; ধর্ম্ম ইত্যমুর্থেয়ানাং সামান্ত্রবচনম্, সত্যাদিবিশেষনির্দেশাৎ । স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ বা প্রমদঃ প্রমাদং বা কার্য্যঃ । আচার্য্যায় আচার্য্যার্থং প্রিয়ম্ ইষ্টং ধনম্ আহৃত্য আনীয় দ্বা বিজ্ঞানিক্রয়ার্থম্, আচার্য্যেণ চাহুজাতঃ অমুরূপান্ দারান্ আহৃত্য, প্রকৃতভক্তঃ

প্রজ্ঞা-সন্তানং বা বাব্ধেৎসীঃ ; প্রজ্ঞাসম্বভেচ্ছিচ্ছিত্বিন কৰ্ত্তব্য। অমৃতংপত্ন-
মানেহপি পুত্র, পুত্রকামাদিকাম্যা তদ্বৎপত্তৌ যত্নঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ;
প্রজ্ঞা-প্রজন-প্রজ্ঞাতিত্বনির্দেশসামর্থ্যাৎ ; অথবা প্রজনশ্চেত্যেতদেকমেবাব-
ক্ষ্যৎ । সত্যং ন প্রমদিতব্যং প্রমাদো ন কৰ্ত্তব্যঃ ; সত্যচ্চ প্রমদনম্নত-
প্রসঙ্গঃ ; প্রমাদশব্দসামর্থ্যাৎ ; বিশ্বতাপানুতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ ; অথবা
অসত্যবচনপ্রতিবেদ এব স্যাৎ । ধৰ্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ ; ধৰ্ম্মশব্দস্তানুষ্ঠেয়বিশেষ-
বিষয়ত্বাদ্ অনমুষ্ঠানং প্রমাদঃ, স ন কৰ্ত্তব্যঃ, অমুষ্ঠাতব্য এব ধৰ্ম্ম ইতি যাবৎ ।
এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থং কৰ্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতিঃ বিবৃতিঃ, তস্যো
ভূতৌ ভূত্যাৰ্থাঙ্গলগুক্তাৎ কৰ্ম্মণো ন প্রমদিত্যম্ । স্বাধায়প্রবচনাত্যাং ন
প্রমদিতব্যম্, তে হি নিয়মেন কৰ্ত্তব্যো ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । বেদাধ্যয়নের পৰ ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত,
ঐতিশ্ৰুতিবিহিত যে সমস্ত কার্য্য অবশ্য কৰ্ত্তব্য। সেই সমুদয়ের কৰ্ত্তব্যতা-
জ্ঞাপনার্থ ‘বেদম্ অনুচ্য’ ইত্যাদি ঐতির আরম্ভ হইয়াছে ; কেন না, অদীত-
বেদ পুরুষের সংস্কার-সাধনই এই অনুশাসন ঐতির প্রয়োজন । সংস্কার
দ্বারা বিত্তকচিত পুরুষের আত্মবিষয়ক জ্ঞান ‘নশ্চয়ই যথাযথরূপে উৎপন্ন
হইয়া থাকে । কারণ, স্বতিশাপ বলিতেছেন যে, ‘তপস্তা দ্বারা পাপক্ষয় করে, এবং
বিজ্ঞা (উপাসনা বা জ্ঞান) দ্বারা অমৃত ভোগ করে’ । স্বয়ং এই উপনিষৎও
বলিবেন—‘তপস্তা দ্বারা ব্রহ্মকে জ্ঞান’ । অতএব বিজ্ঞা-সমুৎপাদানের নিমিত্ত
কৰ্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কৰ্ত্তব্য । [এই ব্যাখ্যায় ঐতিতে অনুশাসনের নিত্যতা
বোধক] ‘অনুশাস্তি’ পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে—ঐত্যুক্ত অনুশাসন লক্ষণে
প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে । প্রথমে কৰ্ম্মোপদেশও ইহার অপরাধ কারণ,
অর্থাৎ এই জন্তই শুদ্ধ ব্রহ্ম বিজ্ঞারস্তের আগে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মসমূহের উল্লেখ করা
হইয়াছে । ঐতি নিজেই ব্রহ্মবিজ্ঞা সমুৎপত্তির পর, ‘অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি)
লাভ কবিতা থাকে’, ‘ব্রহ্মবিত্ত পুরুষ কোথাও ভয় পান না’ ‘আমি কেন উত্তম
কৰ্ম্ম করি নাহি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা [তৎকালে] কৰ্ম্মের অনাবশ্যকতা
প্রদর্শন করিবেন । ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূৰ্ব্বসংকিত পাপধ্বংস-
পূৰ্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সাধনই কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য । ‘অবিজ্ঞা (নিত্যকৰ্ম্ম) দ্বারা
মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কৰ্ম্ম) অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞা
(উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাভ করে’ (১) ইত্যাদি মন্তব্যক হইতেও

(১) তাৎপর্য্য—অবিজ্ঞাত কৰ্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিমা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যু-

ইহা জানা যাইতেছে । কর্মের আনর্থক্যশঙ্কা পরিহারার্থ পূর্বে ‘ঋত’ প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে ; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া এখানে কর্মের অবশ্যকর্তব্যতা জ্ঞাপনার্থ উপদেশ করা হইতেছে ।১

আচার্য্য (যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি) অস্তেবাসী শিষ্যকে বেদ অধ্যাপনা করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্যের প্রতি অমুশাসন করিয়া থাকেন—গ্রন্থ অধ্যয়নের ‘অমু’—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ করেন অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দেন । ইহা হইতে বুঝায় যে, অদীতবেদ শিষ্য ধর্ম্মভঙ্গ না জানিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিবে না অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে না : ‘অবগত হইয়া কন্ম করিবে’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহাই বুঝা যায় । কি প্রকারে অমুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন । ২—

[হে সোম্য, তুমি] সত্য বলিবে, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে ; সেইরূপ, ধর্ম্মাচরণ করিবে । সত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্ম্মশব্দে সামান্যতঃ অমুষ্ঠেয় কর্ম্ম মাত্রেরই গ্রহণ । স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রমত্ত (অনবহিত) হইবে না ; অধ্যয়ন বিষয়ে অনবধান করিবে না । আচার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রিয় ধন আহরণ করিয়া—বিছার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং আচার্য্যের অমুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মামুরূপা পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক প্রজা-তন্ত (সন্তানের ধারা বা বিস্তার) বিচ্ছিন্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের বিচ্ছেদ ঘটাইবে না । ঋতিতে প্রজা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটি কথার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পুত্রকামনায় যে সমুদয় কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যদ্বারাও পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যত্নকরা আবশ্যক ; নচেৎ কেবল ‘প্রজনচ্চ’ এই একটীমাত্রের নির্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত । সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সত্য-বিষয়েও প্রমাদা হওয়া কর্তব্য নহে । সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়া অর্থেই মিথ্যা অমুরাগ বা সম্পর্ক । ‘প্রমাদ’ শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভ্রুপেও মিথ্যা

শব্দবামুভয়ং তীর্ষা অতিক্রমা, বিছারা দেবতা-জ্ঞানেন অমৃতং দেবতাস্ত্যভাবম্ অমৃত্তে প্রাপ্যোতি । ইতি সশোপনিষদি শাকরভাষ্যম্ । সম্ভাৰ্থ এই যে, অবিচ্ছিন্ন অর্থ অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি কন্ম । যত্ন অর্থ—অভাবজাত জ্ঞান ও কর্ম্ম । বিদ্যা অর্থ—দেবতাজ্ঞান বা দেবতার উপাসনা । অমৃত অর্থ—দেবতাব প্রাপ্তি ।

বলিবে না ; নচেৎ অসত্য কথনের প্রতিবেদন করাই উচিত ছিল । ধর্মবিষয়ে প্রমাদী হইবে না । ধর্মশাস্ত্র সাধারণতঃ অমুঠেয় কর্মবিশেষবোধক , তাহার অমুঠান না করাই প্রমাদ ; সেই প্রমাদ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্যই ধর্মামুঠান করিবে । এইরূপে আত্ম রক্ষার্থে প্রযোজ্য—কুশল কর্ম বিষয়েও প্রমাদ করিবে না । ভূতি অর্থ বিভূতি (সম্পদ) ; সেই ভূতিসাধন মঙ্গলকর কর্মবিষয়েও প্রমাদ করিবে না । অধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যানেও বিরত থাকিবে না ; অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে ॥ ১ ॥ ২২ ॥

দেবপিতৃকার্য্যাত্ম্যম্ ন প্রমদিত্যবম্ । মাতৃদেবো ভব ।
পিতৃদেবো ভব । অচার্য্যদেবো ভব । অতিথিদেবো ভব ।
যাত্ননবজ্ঞানি কর্ম্মাণি । তানি সেবিতব্যানি । নো ইতরাণি ।
যাত্নশ্রাক্ষ্য হুচরিতানি । তানি হ্রয়োপাস্ত্রানি । নো
ইতরাণি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

অন্নলান্নার্থঃ । কিন্তু দেব-পিতৃকার্য্যাত্ম্যং ন প্রমদিত্যবম্ । মাতৃদেবঃ
(মাতা দেবঃ দেববৎ পূজনীয় যন্ত, সঃ তথা) ভব । পিতৃদেবঃ (পিতা দেবঃ
যন্ত, স তথা) ভব । অচার্য্যদেবঃ ভব । অতিথিদেবঃ ভব । [সত্যঃ] যানি
অনবজ্ঞানি (অনিন্দনীয়ানি) কর্ম্মাণি, তানি (কর্ম্মাণি) সেবিতব্যানি ; ইতরাণি
(অবজ্ঞানি কর্ম্মাণি) ন [সেবিতব্যানি] । অশ্রাক্ষ্য (অচার্য্যপদবীতাজ্যং)
যানি হুচরিতানি (সদাচারঃ), তানি হ্রয়া (শিষ্টেণ) উপাস্ত্রানি
(সেবিতব্যানি) । ইতরাণি (অ-হুচরিতানি—অচার্য্যগণাহুষ্টিভার্য্য) নো
(ন) [উপাস্ত্রানি] ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

শাক্ষ্যভ্যাসম্ । তথা দেবপিতৃকার্য্যাত্ম্যং ন প্রমদিত্যবম্,
দৈবপিত্রে কর্ম্মণী কৰ্ত্তব্যে । মাতৃদেবঃ মাতা দেবো যন্ত সঃ, হং ভব সত্যঃ ।
এবং পিতৃদেবঃ ভব ; অচার্য্যদেবো ভব ; অতিথিদেবো ভব ; দেবতাবহুপাস্ত্রা
এতে ইত্যর্থঃ । যাত্নপি চাত্মানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টোচারলক্ষণানি
কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি কৰ্ত্তব্যানি হ্রয়া । নো ন কৰ্ত্তব্যানি ইতরাণি
সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্ত্রাণি । যানি অশ্রাক্ষ্যমাচার্য্যগণাঃ হুচরিতানি শোভনচরিতানি
আত্মান্যাবিরুদ্ধানি, তাংস্বে হ্রয়োপাস্ত্রানি অদৃষ্টার্থীহুঠেয়ানি নিয়মেন
কৰ্ত্তব্যানীভ্যেতৎ । নো ইতরাণি বিপরীতাজ্যচার্য্যকৃতান্ত্রাণি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । পূর্বের ঠায় দেবকার্য ও পিতৃকার্যে প্রমাদ-
 প্রস্তুত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্য ও পিতৃকার্য অবশ্য করিবে । তুমি মাতৃ-
 দেব—মাতা যাহার দেবতা, এরূপ হইবে । এইপ্রকার পিতৃদেব হও ;
 আচার্যদেব হও (১) ; অতিথিদেব হও ; অর্থাৎ মাতা, পিতা, আচার্য ও
 অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে । আরও যে সমুদয় অনবস্ত্র অর্থাৎ
 অনিন্দিত কর্ম আছে, শিষ্ঠাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম তুমি অমুষ্ঠান করিবে,
 কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ম সাবস্ত্র (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম শিষ্ঠাশুষ্ঠিত হইলেও
 করিবে না । আমাদের—আচার্য্যগণের সূচয়িত—বেদাদির আবিরুদ্ধ যে সমু-
 দয় উত্তম আচরণ, পুণ্যের স্ত্রু সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অমুষ্ঠান
 করিবে ; কিন্তু তদ্বিপরীত আচরণ যদি আচার্য্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার
 অনুসরণ করিবে না ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

যে কে চান্দ্রশ্চেয়াঃসো ব্রাহ্মণাঃ । তেবাং ত্রয়ামসেন
 প্রশ্বসিতব্যম্ । অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্ । অশ্রদ্ধয়াহদেয়ম্ । শ্রিয়া
 দেয়ম্ । হ্রিয়া দেয়ম্ । ভিয়া দেয়ম্ । সংবিদা দেয়ম্ । অথ যদি
 তে কশ্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্মাৎ— ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

শাক্তর ভাষ্যম্ । যে কে চ বিশেষিতাঃ আচার্য্যাদিধর্ম্মৈঃ অশ্বৎ-
 অশ্বতঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ, তে চ ব্রাহ্মণাঃ, ন কল্লিাদয়ঃ, তেবামাসেন
 আসনদানাদিনা ত্রয়া প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বসনং প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ ; তেবাং
 শ্রমস্ত্রয়াপনেতব্য ইত্যর্থঃ । তেবাং বা আসনে গোষ্ঠীনমিত্তে সমুদিত্তে,
 তেষু ন প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বাসোহপি ন কৰ্ত্তব্যঃ ; কেবলং তদ্বস্ত্রসারগ্রাহিণা ভবি-
 তব্যম্ । যৎ কিঞ্চিদেয়ম্, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্ । অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং, ন দাতব্যম্ ।
 শ্রিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্ । হ্রিয়া লজ্জয়া চ দেয়ম্ । ভিয়া চ ভীত্যা চ দেয়ম্ ।
 সংবিদা চ মৈত্র্যাদিকারণেণ দেয়ম্ । অথ এবং বর্তমানস্থ যদি কদাচিত্তে তে

(১) তাৎপর্য—আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ : “উপনীয় দদবেদ আচার্য্যঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।”
 (মহু) । যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত হন । অথবা,
 “আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমচারে স্বাপয়তাপি । স্বয়মচারতে যস্মাদাচার্য্যন্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥” অর্থাৎ
 যিনি স্বয়ং শাস্ত্রের সারসংগ্রহ করেন ; লোককে সদাচার শিখা দেন এবং নিজেও তদনুসরণ
 আচরণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন ॥

তব শ্রৌতে স্মার্তে বা কৰ্ম্মণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে, বিচিকিৎসা সংশয়ঃ
স্তাৎ ভবেৎ — ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মার্শিনঃ । যুক্তা আযুক্তাঃ । অলুক্ষা
ধৰ্ম্মকামাঃ স্ত্রাঃ । যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ । তথা তত্র
বর্ত্তেথাঃ । অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মার্শিনঃ । যুক্তা
আযুক্তাঃ । অলুক্ষা ধৰ্ম্মকামাঃ স্ত্রাঃ । যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্ ।
তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ । এষ আদেশঃ । এষ উপদেশঃ । এষা
বেদোপনিষদ্ । এতদনুশাসনম্ । এবমুপাসিতব্যম্ ।
এবম্ চৈতদুপাস্ত্রম্ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

[স্বাধায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্রয়োপাস্ত্রানি
বিচিকিৎসা বা স্মার্তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্ত চ ॥]

ইতি শীকাধ্যায় একাদশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

সম্বল্লার্থঃ । তথা, যে কে চ (অপি) অশ্বেষাংসঃ (অশ্বেষ্যোহপি প্রশস্ত-
তরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তত্র [স্ত্রি], ইয়া তেথাং (ব্রাহ্মণানাং) আসনেন (আসন-
দানাদিনা) প্রথাসিত্যস্ (প্রথাসঃ প্রমাপনয়ঃ) [কর্তব্যঃ] । অশ্বেষা দেয়ং, অশ্বেষ্য
অদেয়ং (যৎকিঞ্চিদ দাতব্যম্, তৎ অশ্বেষ্য এব দাতব্যম্, ন পুনরশ্বেষ্যেত্যর্থঃ) ।
শ্রীণা (সম্পদা) দেয়ম্ ; ত্রিষা (লজ্জয়া চ) দেয়ম্ ; দ্বাবা ন কৌন্তনীয়মিতি ভাবঃ ।
ভিরা (ভয়েন, নতু দম্ভেন) দেয়ম্ । সংবিদা (মৈত্র্যা দিভাবনয়া) দেয়ম্ ।
অথ (এবং বর্ত্তমানস্ত) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কৰ্ম্মকিচিকিৎসা বা
(কৰ্ম্মণি কর্তব্যে বিষয়ে বা সংশয়ঃ), তথা বৃত্তবিচিকিৎসা বা (গৃহে সদাচারে বা
সংশয়ঃ) স্তাৎ ; [তদা] তত্র (দেশে কালে বা) যে সন্মার্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ)
যুক্তাঃ (পণ্ডিতাঃ) আযুক্তাঃ (কৰ্ম্মণি বৃত্তে বা পরেণ অপ্রযুক্তাঃ), অলুক্ষাঃ
(অলুক্ষাঃ যদ্ব্যবহাৰাঃ) ধৰ্ম্মকামাঃ (পুণ্যাভিলাষিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্ত্রাঃ
(ভবেয়ুঃ), তে (তাদৃশাঃ) ব্রাহ্মণাঃ (তেষু (কৰ্ম্মসু বৃত্তেষু বা) যথা (যেন
প্রকারেণ) বর্ত্তেরন্ (প্রবৃত্তা ভবেয়ুঃ), তস্মৈ অপি তথা (তেন প্রকারেণ)
বর্ত্তেথাঃ [ন পুনঃ অন্তথা] । এষঃ (যথোক্তসত্যবদনাদিৰূপঃ) আদেশঃ

(বিধিঃ), এবং উপদেশঃ (গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অমূল্যজনীয় ইত্যর্থঃ), এবং (যথোক্তবাক্যসংহতিঃ) বেদোপনিষদ্‌ (বেদরহস্তম্), এতৎ (বচনজাতং) অমূল্যশাসনং (রাজশাসনভূতম্) । এবং (যথোক্তরূপেণ সত্যাদিকং) উপাসিতব্যং (উপাস্তমেব), এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপাশ্রম্ (ন পুনঃ কদাপি হাতবাম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩-৪ ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশাঙ্কবাক্যার্থাঃ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেব-কার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যে অমনোযোগী হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদেব হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সাবিত্রী দীক্ষা দিয়াছেন, তাহাদিগকে) ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্ম্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় কর্ম্ম সমূহের সেবা করিবে না। আমাদের (আচার্য্যগণের) যে সমুদয় স্মৃতির (সদস্মৃষ্ঠান), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অপর—অসদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে; অথবা তাহাদের উচ্চাসন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না। [যাহা কিছু দান করিবে], অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। বিভবানুরূপ দান করিবে; অথবা প্রশস্ততার সহিত দিবে। যদি কখনও ঐ সমস্ত কর্ম্ম বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [তাহা হইলে,] সেই দেশে বা সেই সময়ে, সদসম্বিচারক্ষম, পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাহারা সেই সেই কর্ম্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেই প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। [আদরার্থ এই একই কথা বলিতেছেন—] তাহাব মধ্যেও যদি কোন প্রকার দোষবুদ্ধি বা সংশয় পুনরায় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, সেই দেশে বা সেই কালে, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন যে সমুদয় ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই সেই বিষয়ে যে প্রকার ব্যবহার করেন, তুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই করিবে। ইহাই

আদেশ. অর্থাৎ কর্তব্যানিদ্ধারক বিধান ; ইহাই উপদেশ (গুরুর আজ্ঞা) ; ইহাই বেদোপনিষদ্. অর্থাৎ বেদের রহস্য ; ইহাই ঈশ্বরানুশাসন ; এই প্রকারই উপাসনা করিবে—এই প্রকারেই ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২—৪॥ ২৩—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধায়ে একাদশ অনুবাকের ব্যাখ্যা ॥১১॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । যে তত্র তস্মিন্ দেশে কালে বা ব্রাহ্মণাঃ, তত্র কর্মাদৌ যুক্তা ইতি ব্যবহিতেন্ সম্বন্ধঃ কর্তব্যঃ ; সম্বর্শনো বিচারকর্ম্যঃ, যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ, কর্মণি বৃত্তে বা আযুক্তাঃ অ-পবপ্রযুক্তাঃ অলক্ষাঃ অকক্ষা অকুরমতয়ঃ, দর্শ্যকামাঃ অদৃষ্টার্শিনঃ অকামহতা ইত্যোক্তং ; স্মৃতাঃ ভবেয়ুঃ, তে ব্রাহ্মণাঃ যথা যেন প্রকারেণ তত্র তস্মিন্ কর্মণি বৃত্তে বা বৃত্তে'রনু, তথা যমপি বৃত্তে'থাঃ । অথ অভ্যাপ্যাতেনু, অ-পাখ্যাতাঃ অভুক্তাঃ দোষণেণ গম্ভীর্যমানেন সংযোজিতাঃ কেনচিত্, তেনু চ যথোক্তং সর্বমুপনয়েৎ—যে তত্রৈত্যাदि । এষ আদেশঃ বিধিঃ । এষ উপদেশঃ পুত্রাদিভ্যাঃ পিত্রাদীনামপি । এষা বেদোপনিষদ্ বেদরহস্যং বেদার্থ ইত্যোক্তং । এতদেবানুশাসনম্ ঈশ্বরবচনম্ ; আদেশবাচাস্ত বিশেষরুক্তবাৎ । সপেবাং বা প্রমাণভূতানামনুশাসনমেতৎ । যস্মাদেবং, তস্মাদেবং যথোকং সঙ্গমপাসিতবাং কৃত্বাম্ । এবমু চ এতদুপাস্তম্ উপাস্তমেব তেতৎ নানুপাস্তম্, ইত্যাদিগর্ভম্ পুনর্লচনম্ ॥১

অত্রৈতচ্চিহ্নাচ্চ—বিজ্ঞাকর্মণোক্ষিবেকার্থম্—কিং কর্মভা এব কেবলোভাঃ পরং শ্রেয়ঃ ? উত বিজ্ঞা-সংব্যাপেক ভাঃ ? বাহো'শ্বিধিজ্ঞাকর্মভাঃ সংহত'ভ্যাম্ ? বিজ্ঞাথা বা কর্ম্যাপেক্ষায়াঃ ? উত কেবলয়া এব বিজ্ঞাথাঃ ? ইতি । তত্র কেবলেভা এব কর্মভাঃ স্মৃতাঃ, সমগ্রবেদার্থজ্ঞানবৎ ; কর্ম্যাদিকারিত্বং, “বেদঃ কৃত্বেন্নো'ধিগন্তব্যঃ সরহস্তো'ধিগন্ত্যনা” ইতি স্মরণাৎ । অদিগমশ্চ মহোপনিষদর্শেন্নানুজ্ঞানাদিনা । “বদ্বান্ যজতে” “বদ্বান্ যজযতি” ইতি চ বিদ্বন্-এব কর্ম্যাদিকারঃ পদর্শ্যতে সর্কত্র, জ্ঞাত্বা চানুষ্ঠানমিতি চ । কৃত্বমশ্চ বেদঃ কর্ম্যার্থ ইতি হি মন্ত্রস্তে কেনচিত্ । কর্মভ্যশ্চেষৎ পরং শ্রেয়ো নাবাপ্যতে, বেদোহনর্থকঃ স্মৃতাঃ । ন ; নিত্য-জ্ঞানোক্তম্ । নিত্যো হি মোক্ষ ইচ্ছতে । কর্ম্যকার্যজ্ঞানিভ্যং প্রসিদ্ধম্ লোকে । কর্মভ্যশ্চেষৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্য' স্মৃতাঃ ; তচ্চানি'ম্ । নমু কাম্য প্রতিবিদ্ধয়োরনাসম্বাৎ আরক্স চ কর্মণ উপভোগে'নৈব দিয়াৎ, 'নতাত্তষ্ঠানাত প্রভাবানুপপত্তেঃ জ্ঞাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেৎ ; তচ্চ ন, কর্ম্যশেষসম্বদাৎ তন্নিমিত্তা

শরীরান্তরোৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতীতি প্রত্যুক্তম্ । কৰ্ম্মশেষস্ত চ নিত্যানুষ্ঠানেনাবিরো-
ধাৎ ক্ষয়ানুপপত্তিরিতি চ । ২

যদুক্তং সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কৰ্ম্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন ; ঐতজ্ঞান-
ব্যাতিরেকানুপাসনশ্চ । ঐতজ্ঞানমাত্রেন হি কৰ্ম্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানম-
পেক্ষতে । উপাসনঞ্চ ঐতজ্ঞানাদর্থান্তরং বিধীয়তে মোক্ষকলম্ ; অর্থান্তর-
প্রসিদ্ধেচ্চ স্তাৎ ; “শ্রোতব্যঃ” ইত্যুক্তম্ । তদ্যতিরেকেন “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”
ইতি যজ্ঞান্তরবিধানাৎ, মনননিদিধ্যাসনয়োঃ প্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানাদর্থান্তরত্বম্ । ৩

এবং তর্হি বিজ্ঞাসংব্যাপেক্ষেভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যঃ স্তান্মোক্ষঃ ; বিজ্ঞাসহিতানাঞ্চ কৰ্ম্মণাং
ভবেৎ কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্ ; যথা স্বতো মরণজ্বরাদিকার্য্যারম্ভসমর্থ্যনামপি
বিষ-দধ্যাদীনাম্ মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তানাং কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্, এবং বিজ্ঞা-
সহিতৈঃ কৰ্ম্মভিম্বোক্ষ আরভ্যত ইতি চেৎ ; ন ; আরভ্যস্তানিত্যাদিত্যা-
জ্ঞো দোষঃ । বচনাদারভ্যোহপি নিত্য এবৈতি চেৎ ; ন ; জ্ঞাপকত্বাচনশ্চ ।
বচনং নাম বথাভূতস্ত্যর্থশ্চ জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানশ্চ কৰ্ত্ত্ব । নহি বচন-
শতেনাপি নিত্যমারভ্যতে ; আরক্চ বা অবিনাশি ভবেৎ । এতেন বিদ্যা-
কৰ্ম্মণোঃ সংহতয়োর্মোক্ষারম্ভকত্বং প্রত্যুক্তম্ । ৪

বিদ্যা-কৰ্ম্মণী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্তকে ইতি চেৎ ; ন ; কৰ্ম্মণঃ ফলাস্তর-
দর্শনাৎ—উৎপত্তি-সংস্কার-বিকারাপ্তয়ো হি ফলং কৰ্ম্মণো দৃশ্যন্তে । উৎপত্ত্যাদি-
ফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ । গতিশ্রুতেরাপ্য ইতি চেৎ,—“স্বর্ঘ্যধারেণ”
“তমোদ্ধমায়ন” ইত্যেবমাদিগতিশ্রুতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ ইতি চেৎ ;
ন ; সর্কগতত্বাদাস্তৃভাশ্চানন্তত্বাৎ । আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্কগতং ব্রহ্ম,
ব্রহ্মাব্যতিরিক্তশ্চ সর্কে বিজ্ঞানাত্মনঃ ; অতো নাপ্যো মোক্ষঃ । গম্বরত্বদ্বিত্ব-
দেশং চ ভবতি গন্তব্যম্ । ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব
গম্যতে । তদনন্তপ্রসিদ্ধিশ্চ “তৎ সৃষ্টী তদেবানুপ্রাণিষৎ ।” “ক্ষেত্রজ্ঞাংপি
মাং বিদ্ধি সর্কক্ষেত্রেয়ু” ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিশতৈঃ । গঠৈত্ব্যাদি-
শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—অথাপি স্তাৎ যজ্ঞপ্রাপ্যো মোক্ষঃ, তদা গতিশ্রুতীনাং
“স একধা”, “স যদি পিতৃলোককামো ভবতি” “জ্ঞীভর্কী যানৈর্কী” ইত্যাদি-
শ্রুতীনাঞ্চ কোপঃ স্তাদিতি চেৎ ; ন ; কার্য্যব্রহ্মবিষয়ত্বাত্মনাম্ । কার্য্যে হি
ব্রহ্মণি জ্ঞাদয়ঃ স্তাঃ ; ন কারণে ; “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “যত্র নান্তৎ পশুতি”
“তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । ৫

বিরোধাত্ত বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ । প্রলীনকর্ত্তাদিকারক-

বিশেষ-তত্ত্ববিষয়া হি বিজ্ঞা তদ্বিপরীতকারকসাম্যেন কৰ্ম্মণা বিরূধ্যতে ।
ন হ্যেকং বস্তু পরমার্থতঃ কত্রাদিবিশেষবৎ তচ্ছূন্থক্বেতি উভয়থা দ্রষ্টুং শক্যতে ।
অবশ্যং হস্ততরমিখ্যা স্তাৎ । অন্ততরস্ত চ মিখ্যাপ্রপদে যুক্তঃ যৎ স্বাভাবিকা-
জ্ঞানবিষয়স্ত বৈতন্ত মিখ্যাত্মকঃ ; “যত্র হি বৈতমিব ভবতি” “মৃত্যোঃ স
মৃত্যুমাগ্নোতি ।” “অথ যত্রাত্মং পশ্যতি তদন্নম্ ।” “অন্তোহিসাবন্তোহিহমস্মি ।”
“উদরমন্তরং কুরুতে ।” “অথ তন্ত ভয়ং ভবতি” ইত্যাদিশ্রুতিশ্রুতিভাঃ । সত্যং
চৈকত্বস্ত “একৈধবাহুদ্বৈধ্যম্” “একমেবাদিতীয়ম্” “ত্রৈলোক্যেবৈদ্য সৰ্ব্বম্”
“আত্মবেদে সৰ্ব্বম্” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । ন চ সম্প্রদানাদিকারকভেদাদর্শনে
কৰ্ম্মোপপদ্যতে । অন্ততদর্শনাপবাদান্ত বিজ্ঞাবিবয়ে সহস্রশঃ শ্রয়ন্তে । অতো
বিরোধো বিজ্ঞাকৰ্ম্মণোঃ ; অন্তস্ত সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ । ৬

তত্র যদুক্তং সম্ভবত্যাং বিজ্ঞাকৰ্ম্মণ্যোঃ মোক্ষ ইত্যেতদনুপপন্নমিতি ;
তদযুক্তম্, তাৎসহিতত্বাৎ কৰ্ম্মণাম্ শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—সদ্যাপমুখ্য কত্রাদি-
কারকবিশেষমাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বিধীয়তে—সর্পাদি ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দক-
রজ্জ্বাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্তঃ কৰ্ম্মবিধি-শ্রুতীনাং নিষিদ্ধস্বাবিরোধঃ ।
বিহিতানি চ কৰ্ম্মাণি । স চ বিরোধো ন যুক্তঃ প্রমাণত্বাৎ শ্রুতীনামিতি
চেৎ ; ন ; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্ । বিজ্ঞোপদেশপরা তাবৎ শ্রুতিঃ
সংসারাৎ পুরুষো মোক্ষয়িতব্য ইতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া বিস্তরা নিবৃত্তিঃ
কর্তব্যোতি বিদ্যাপ্রকাশকত্বেন প্রযুক্তেতি ন বিরোধঃ । ৭

এবমপি কত্রাদিকারকসম্ভাবপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং বিরূধ্যত এবমিতি
চেৎ ; ন ; বধাপ্রাপ্তমেব কারকান্তিহমুপাদায় উপাস্তহুরিতক্ষমাখং কৰ্ম্মাণি
বিদধচ্ছাস্ত্রং মুমুক্ষুণাং ফলার্থিনাঞ্চ ফলসাধনং ন কারকান্তিহে ব্যাগ্রিয়তে ।
উপচিতহুরিতপ্রতিবন্ধস্ত হি বিজ্ঞোৎপত্তির্নাবকল্লাতে ; তৎকয়ে চ বিজ্ঞোৎ-
পত্তিঃ স্তাৎ ; ততশ্চাবিজ্ঞানিবৃত্তিঃ, তত আত্মজিক-সংসারোপব্রমঃ । অপি চ,
অনাত্মদর্শিনো হনাত্মবিষয়ঃ কামঃ ; কাময়মানশ্চ কৰোতি কৰ্ম্মাণি ; তত-
স্তৎফলোপভোগায় শরীরাদ্যুপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ । তদ্যত্রিরেকেণাত্মৈকত্ব-
দর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামানুপপত্তিঃ, আত্মনি চানন্তত্বাৎ কামানুপপত্তৌ
স্বাত্মকবস্থানং মোক্ষ ইত্যতোহপি বিজ্ঞাকৰ্ম্মণোর্কিরোধঃ । বিরোধাদেব চ
বিজ্ঞা মোক্ষং প্রতি ন কৰ্ম্মাণ্যপেক্ষতে, স্বাত্মগতে তু পুরোপচিতপ্রতিবন্ধা-
পনয়নদ্বায়েণ বিদ্যাহেতুঃ প্রতিপত্ত্বন্তে কৰ্ম্মাণি নিত্যানীতি । অত এবাশ্বিন্

প্রকরণে উপলভ্যানি কৰ্ম্মাণীত্যবোচাম । এবঞ্চাবিরোধঃ কৰ্ম্মবিধিশ্রুতীনাম্
অতঃ কেবলায়। এব বিজ্ঞায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধম্ । ৮

এবং তর্হি আশ্রমাস্তরানুপপত্তিঃ, কৰ্ম্মনিমিত্তত্বাচ্চৈত্বোৎপত্তেঃ । গৃহস্থমৈব
বিহিতানি কৰ্ম্মাণীতাকাশ্রম্যমেব । অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রুতয়োহনুকূলতয়াঃ
স্মাঃ । ন ; কৰ্ম্মানেকত্বাৎ । নহ্মিহোত্রাদৌশ্বেব কৰ্ম্মাণি ; ব্রহ্মচর্যাং তপঃ
সত্যবচনং শমো দমোহিংস। ইত্যেবমাদৌশ্বেপি কৰ্ম্মাণি ইতরাশ্রমপ্রসিদ্ধানি
বিজ্ঞোৎপত্তৌ সাধকতমানুসঙ্গীর্ণাণি বিদ্যন্তে, ধ্যানধারণাদিলক্ষণানি চ ।
“তপসা ব্রহ্ম বিজিগ্রাসস্ব” ইতি । জ্ঞানান্তরকৃতকৰ্ম্মত্যাগে প্রাগপি গার্হস্থ্যাচ্চৈত্বোৎ-
পত্তিসম্ভবাৎ, কৰ্ম্মার্থত্বাচ্চ গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঃ, কৰ্ম্মসাধ্যাত্মক বিজ্ঞাত্যাং সত্যং
গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তিরনর্থিকৈব । লোকার্থত্বাচ্চ পুত্রাদীনাম্ । পুত্রাদিসাধ্যোভ্যাশ্চ অয়ং
লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইত্যেতেভ্যো ব্যাবৃত্তকামস্ত নিত্যসিদ্ধান্তদর্শনঃ,
কৰ্ম্মণি প্রয়োজনমপগতঃ কথং প্রবৃত্তিরূপপত্ততে ? প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি
বিজ্ঞোৎপত্তৌ বিদ্যাপরিপাকাবিরক্তস্য কৰ্ম্মস্তু প্রয়োজনমপগতঃ কৰ্ম্মভ্যো
নিবৃত্তিরেব স্যাৎ, “প্রব্রজিগ্মন্ বা অরেহহমশ্মাং স্থানাদশ্মি” ইত্যেবমাদিশ্রুতি-
লিঙ্গদর্শনাৎ । ৯

কৰ্ম্ম প্রতি ঐতের্থত্বাধিক্যদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ—অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম প্রতি
ঐশ্বের্যধিকো যত্নঃ; মহাশ্চ কৰ্ম্মণ্যায়াসঃ, অনেকসাধনসাধ্যত্বাদগ্নিহোত্রাদীনাম্ ;
তপোব্রহ্মচর্যাদীনাঞ্চ ইতরাশ্রমসংসর্গাৎ গার্হস্থ্যেহপি সমানতাদল্লসাধনাপেক্ষত্বাচ্চ
ইতরেবাং, ন যুক্তস্বল্যবাদিকল্প আশ্রমভিত্তিস্তেতি চেৎ; ন; জ্ঞানান্তরকৃতানুগ্রহাৎ ।
যত্নস্তং কৰ্ম্মণি ঐতের্থধিকো যত্নইগ্ন্যদি, নাসৌ দোষঃ ; যতো জ্ঞানান্তরকৃত-
মপ্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্যাাদিলক্ষণঞ্চানুগ্রাহকং তবতি বিজ্ঞোৎপাত্তং প্রতি ;
যেন চ, জ্ঞানেনৈব বিরক্তা দৃশ্যন্তে কেচিৎ ; কেচিত্তু কৰ্ম্মস্তু প্রবৃত্তা অবিরক্তা
বিজ্ঞাবিষোদনঃ । তস্মাজ্ঞানান্তরকৃতসংস্কারেভ্যো বিরক্তানামাশ্রমাস্তরপ্রতিপত্তি-
রেবেশ্বতে । কৰ্ম্মফলবাহল্যাচ্চ । পুত্রস্বর্গব্রহ্মবর্ষসাদিলক্ষণশ্চ কৰ্ম্মফলভ্যাসম্ব্যয়-
ত্বাৎ তৎ প্রাত চ পুরুষাণাং কামবাহল্যাৎ, তদর্থঃ ঐতের্থধিকো যত্নঃ কৰ্ম্মহুপ-
পত্ততে, আশিষাং বাহল্যদর্শনাৎ—ইদং মে শ্রাদ্দিদং মে শ্রাদ্দিতি । উপায়ত্বাচ্চ ।
উপায়ভূতানি হি কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞাং প্রতীত্যবোচাম । উপায়ে চাধিকো যত্নঃ
কণ্ডব্যাঃ নোপেয়ে । ১০

কর্মনিমিত্তত্যাগদায়ী স্বাস্থ্যরানবর্ধকামিতি চেৎ—কর্মভ্য এব পুষ্কোপ-
চিত্তহরিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াদিহ্যোৎপদ্যতে চেৎ, কর্মভাঃ পৃথগুপনিষচ্ছ বণাদি-
যজ্ঞোহনর্ধক ইতি চেৎ ; ন ; নিয়মাত্বাৎ । ন ই. 'প্রতিবন্ধক্ষয়াদেব বিজ্ঞোৎ-
পজ্ঞতে, নত্বীশ্বরপ্রসাদ-তপোধানানাজুহানান্'ইতি নিয়মোহন্তি ; অহিংসাব্রজ-
চর্যাদীনাক্ষ বিজ্ঞাং প্রতাপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কাশ্যব্রাহ্মণ-মনন-
নিদিধ্যাসনাদীনাম্ । অতঃ সিদ্ধান্তপ্রমত্তরাণি । সর্বেষাংকাবিকারো
বিজ্ঞায়াম্, পরঞ্চ শ্রেয়ঃ কেবলায়া বিজ্ঞায়া এবেতি সিদ্ধম্ ॥১—৪২৪—২৫॥

ইতি শীকাধ্যায় একাদশাঙ্কবাকভাগ্যম্ ॥১১॥ •

ভাষ্যানুবাদ । যে কোন বাশষ্ট লোক আচার্য্যব্রহ্মভূতি
গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু কল্মষ প্রভৃতি
নহে ; তাহা দগের প্রতি আসনাদি দান করিয়া তোমাকে নিঃশ্বাস
ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাহাদের প্রমাদনোদন করিতে হইবে। অথবা
কোনও সভা উপলক্ষে তাহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইবে (পদত
হইলে) । তাহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না , কেবল তাহাদের
প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ মাত্র গ্রহণ করিবে (বিবেচ্য প্রদর্শন করিবে না) ।
আরও এক কথা, তুমি যাহা কিছু দান করবে, তাহা প্রজ্ঞাপূরক দিবে ;
অপ্রজ্ঞাপূরক দান করিবে না । শ্রী—অর্থ বিভূতি (সম্পদ), তদনুসারে দান
করিবে । লজ্জার সহিত দান করিবে (দানে গলাহুস্তব করিবে না) ; এবং
ভয়ে ভয়ে দান করিবে । সংবিদ্ অথ মৈত্র্যাদি কার্য্য । সেই সাংঘ্যপূরক
দান করিবে । এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও প্রতিবাহিত
বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বা বৃত্তে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত
হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে বা সেই কালে, সেই কর্ম্মপ্রভৃতিতে নিরত,
সংমর্শী—বিচার সমর্থ, যুক্ত—পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচার বিষয়ে আয়ুক্ত অ-পরপ্রযুক্ত
(যাহারা পর-পরিচালিত নয়), এবং অলুপ্ত—ক্রম বাক্রুর্য্যাক্ত নহে ও ধর্ম্মকামা—
পুণ্যার্থী (ভোগাসক্ত নহে), এমন যে সকল ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই
সমুদয় কর্ম্ম বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে
তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কর্ম্ম ও আচারগুহান
করিবে । ইহার পর যদি তাহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোষসত্তাবের আশঙ্কা
হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ “যতজ” ইত্যাদি পুষ্পোক্ত সমস্ত যোজনা করিয়া তদনু-
সারে চলবে । ইহাই আদেশ বিধি ; ইহাই উপদেশ—। পতা প্রভৃতি যেরূপ

পুত্রাদির প্রতি উপদেশ দান করেন, তজ্জপ। ইহাই বেদোপনিষৎ অর্থাৎ বেদের রহস্যার্থ। ইহাই অমুশাসন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণ্য ; পূর্বেই ‘আদেশ’ কথা উক্ত হওয়ায় [এখানে অমুশাসন শব্দের এইরূপ অর্থই সম্ভব]। অথবা ইহাই অপর সকলের প্রমাণস্বরূপ অমুশাসন। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেই হেতু যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত, কিন্তু উপাসনা না করা উচিত নহে। আদরপ্রদর্শনার্থ ‘এবমু’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বিকল্পিত করা হইয়াছে ॥১

বিজ্ঞা (উপাসনা) ও কর্মের স্বরূপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—কেবল কর্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ হয় ? কিংবা বিজ্ঞানাপেক্ষ কর্ম হইতে হয় ? অথবা সম্মিলিত বা সহানুষ্ঠিত বিজ্ঞা ও কর্ম হইতে হয় ? কিংবা কর্মসাপেক্ষ বিজ্ঞা হইতে হয় ? অথবা কর্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ বিজ্ঞা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তন্মধ্যে [বলা যাইতে পারে যে,] কেবল কর্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় ; কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই কর্মস্বাধিকার দৃষ্ট হয় এবং ‘দ্বিজ্ঞাতির পক্ষে রহস্যের সহিত (তাৎপর্যের সঙ্গে) সমস্ত বেদ অদিগত হওয়া আবশ্যক’ এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। তাহার পর ‘বেদবিৎ যজ্ঞ করে।’ ‘বেদবিৎ পুরুষ যজ্ঞ করান’ এবং ‘[বেদার্থ] জানিয়া অমুষ্ঠান করিবে’ ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান্ পুরুষেরই কর্মস্বাধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কর্মস্বাধিকারের জন্তই সমস্ত বেদশাস্ত্র। কর্ম হইতে যদি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র নিরর্থকই হইত ॥১

না—এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, মোক্ষ বস্তুটা নিত্য, (জ্ঞাত নহে) ; মোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অভিপ্রেত। কর্মজ্ঞ বা কর্মফল যে, অনিত্য, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। কর্ম হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যদি কর্মফলই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইত, অথচ তাহা ত কাহারও অভীষ্ট নহে। ভাল, তথাপি, যদি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মের অমুষ্ঠান না করায়, উপভোগ ধারাই প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্মের (যাহার অমুষ্ঠান না করিলে প্রত্যাবায় ঘটে, সেই নিত্যকর্ম) অমুষ্ঠানের ফলে প্রত্যাবায়েরও সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষ ত জ্ঞাননিরপেক্ষই বটে, অর্থাৎ মোক্ষের জ্ঞান আর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞানান্তরীণ ভুক্তাবশিষ্ট এত বহু কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহার জ্ঞাত শরীরাত্তর উৎপন্ন

হইতে পারে ; এই কারণেই ঐ কথা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । বিশেষতঃ নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রাক্তন কর্ম-ক্ষেত্রে বিরোধ নাই, তখন কর্মক্ষেত্রে ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না ।২

আরও যে, বলা হইয়াছে, সমস্ত দোষ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কর্ম্মেতে অধিকার—ইত্যাদি । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, উপাসনা হইতেছে শাক্ত জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; যেহেতু ঐশ্বর্য জ্ঞান (শাক্ত জ্ঞান) হইতেই কর্ম্মেতে অধিকার জন্মে ; কিন্তু অধিকারে উপাসনাত্মক জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা করে না । মোক্ষ-ফলের জগৎ-শ্রোত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে । দোষ-প্রসিদ্ধি অনুসারেও উপাসনা ও শ্রোত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই হওয়া উচিত ; কেন না, ‘শ্রোতব্যঃ’ বলিয়াও আবার পৃথক্ভাবে ‘মন্তব্যঃ’ ও ‘নিদিধ্যাসিতব্যঃ’ অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে স্বতন্ত্র প্রযত্নের বিধান করা হইয়াছে । আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে ; [সুতরাং ঐশ্বর্যজ্ঞান ও উপাসনা এক পদার্থ নহে] ।৩

ভাল, এরূপই বাদ সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিজ্ঞা-সাপেক্ষ কর্ম্ম হইতেই মোক্ষ হউক ? বিজ্ঞা সহিত মিশ্রিত কর্ম্ম সমূহের ত অল্পপ্রকার কার্য্য (মোক্ষ) সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে ? যেমন স্বভাবতঃ মৃত্যু ও জ্বরাদি রোগ-সমুৎপাদনে সমর্থ বিষ ও দধিপ্রভৃতি পদার্থসমূহ মল্ল ও শর্করাদির সহিত সাম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র কাথ্য—জীবনদান ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি কার্য্যজননে সমর্থ হয়, তেমনই বিজ্ঞাদি-সহযোগে কর্ম্মসমূহই মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে ; এ কথা যদি বল, তদন্তরে বলি, না তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, আরভা বা জগৎ পদার্থ মাত্রই যে অনিত্য, এ দোষ পূর্বেই বলা হইয়াছে । যদি বল, মোক্ষ আরভা অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও ঐশ্বর্য বাক্যানুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ ঐশ্বর্য যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তখন উৎপত্তিশীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে । না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, ঐশ্বর্যবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, [কোনও বস্তুর উৎপাদক নহে] । বাক্য সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই বখাযথ স্বরূপের জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অবিদ্যমান কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না । কেন না, শত শত কথাও কোন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল কথামাত্রই উৎপন্ন বস্তুও অবিদ্যমান বা নিত্য হইয়া যায় না । ইহা দ্বারা বিজ্ঞা

ও কর্ম যে, সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ উৎপাদন করে, বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরন্তর হইল ।৪

যদি বল, বিজ্ঞা ও কর্ম [স্বরূপতঃ মোক্ষসাধক না হইলেও,] যে সকল কারণে মোক্ষের বাধা ঘটে, সেই সমুদয় প্রতিবন্ধের কারণ নিবৃত্তি করিয়া দেয় । তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কর্মের স্বতন্ত্র ফল দৃষ্ট হয় । দেখিতে পাওয়া যায়—কর্মের ফল চারি প্রকার—এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১) ; অথচ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতুর্বিধ ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত । যদি বল মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য কর্মই হইতে পারে, অর্থাৎ ‘স্বর্গ্য দ্বারে গমন করেন’, ‘সেই মূর্খতা নাড়ী-পথে গমনকারী [অমৃতত্ব লাভ করেন’] ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে ‘প্রাপ্য’ কর্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না ; কেন না, মোক্ষ হইতেছে বস্তুতঃ সর্বব্যাপী এবং মোক্ষগামী পুরুষ হইতে অভিন্ন । ব্রহ্ম সর্বব্যাপক আকাশাদিরও কারণ ; এই জন্য ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বগত বা সর্বব্যাপী, এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বা ব্রহ্মায়ক ; কাজেই ব্রহ্মভাবায়ক মোক্ষ কখনই প্রাপ্য হইতে পারে না । সাধারণতঃ গন্তব্য পদার্থটী গন্ত্য হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিন্নদেশবর্তী হইয়া থাকে । যে বস্তু বাহ্য হইতে অভিন্ন বা পৃথক্ নহে, সে বস্তু কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না । আর জীব ও ব্রহ্ম যে অনন্ত বা একই বস্তু, তাহাও —‘তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন’, ‘আমাকেই সর্বদেহে ক্ষেত্রজ—জীব বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি শ্রুতি ও শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় । আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি অপ্রাপ্যই হয়, তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিবোধ উপস্থিত হয় ? অর্থাৎ মোক্ষ যদি প্রাপ্যই না হয়,

(১) লক্ষণ—সাধারণতঃ কর্ম চারি প্রকার । যথা উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও প্রাপ্য । তন্মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বস্তুকে ক্রিয়াদ্বারা বিচ্ছিন্ন বা অভিব্যক্ত করিলে হয় উৎপাদ্য কর্ম । যেমন—মুক্তিকানির্গত খট । এক বস্তুকে অন্তরূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কহে বিকার্য্য কর্ম । যেমন—কাঠ হইতে ভস্ম, বালা দ্বারা নিষ্প্রিত হার । কোন বস্তুর দোষ অপনয়ন বা শুদ্ধাধান করিলে, তাহাকে বলে সংস্কার্য্য কর্ম । যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা নির্মল করা, অথবা জীর্ণ গৃহের সংস্কার করা । ক্রিয়া দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্ম । যেমন—গমন দ্বারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রাপ্তি । এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম বা ক্রিয়াকল নাহি ।

তাহা হইলে, মোক্ষগতি ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবোধক — 'তিনি একধা হন', 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যের অর্থই সঙ্গত হয় না ? না, ঐ সমুদয় ঐশ্বর্য্য কার্য্য ব্রহ্ম — হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পর ব্রহ্ম বিষয়ে নহে) । কেন না, কার্য্য ব্রহ্মেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে । যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়', 'যেখানে অত কিছু দেখে না', 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধ-তিরোভাবের কথা রহিয়াছে ।

বিশেষতঃ বিজ্ঞা ও কর্ম্ম পরস্পর পরিত্রাণী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চ বা এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না । কেননা, কর্ত্ত্ব-কর্ম্মাদি কারকভেদ নিবারণ করাই বিজ্ঞার উদ্দেশ্য বা বিষয় ; সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত — কারকাদি ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মের সহিত উহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ । একই বস্তু কখনই কর্ত্ত্ব-কর্ম্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশূন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক সম্ভাব-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না । ঐ উভয়প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতে হইবে । উভয়ের মধ্যে একটিকে মিথ্যাবলিতে হইলে, অবশ্যই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত দ্বৈততাবের মিথ্যাই কখনই যুক্তিযুক্ত ; কারণ — 'যে অবস্থায় তেঁতের তায় হয়', 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভ করেন', আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহা অগ্নি (পরিচ্ছিন্ন)', 'আমি অত্ম এবং আমার উপাস্ত্র অত্ম — আমি হইতে ভিন্ন' 'যে লোক ইহাতে 'অগ্নিমায়াও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ভয় হয়', ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে ঐক্য সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় । আর একতাই যে, পরমার্থ সত্য, তাহাও 'একদাপেই দর্শন করিবে' 'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মা' ইত্যাদি বহুশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয় । তাহাও পর, তাহার উদ্দেশ্যে দানাদি করিতে হয়, সেই সম্পদানাদি কাবকেব প্রতীতি না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও উপপাদ্য হয় না । বিজ্ঞা-নিকল্পণ প্রস্তাবেও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায় । অতএব বিজ্ঞা ও কর্ম্মের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ ; বিরোধ বশত উহাদের সমুচ্চ উপপন্ন হইতে পারে না ।

পূর্বে যে, একত্রানুষ্ঠিত বিজ্ঞা ও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না । ভাল, তাহা হইলে ঐ ঐক্যবিরোধ উপস্থিত হয় ; কেননা, শ্রুতিতে কর্ম্মসমূহও মোক্ষার্থেই বিহিত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, সর্গাদিবিষয়ে জ্ঞানিজ্ঞান-বিমর্দক সত্ত্বপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের তায়

ব্রহ্মজ্ঞানও যদি কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্মাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কারকসমূহ-বিমর্দকরূপেই
বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেত কৰ্ম্মবিদীর আর বিষয়ই থাকে না; বিষয় না
থাকাতেই তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অপ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ
শ্রুতিতেই কৰ্ম্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অহুরোধেই
এরূপ বিরোধ ঘটান যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না;
কারণ, পুরুষার্ধ উপদেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য বা অভিপ্রেত বিচার
উপদেশক শ্রুতি সমূহের অভিপ্রায় এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিমুক্ত
করিতে হইবে; এইজন্ত সংসারের কারণীভূত অবিচারও নিবৃত্তিসাধন করিতে
হইবে; এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিচার উপদেশে শ্রুতির প্রবৃত্তি; সুতরাং
কৰ্ম্মবিদীর সহিত বিচারবিধায়ক শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না।

যদি বল, এরূপ হইলেও কর্ত্তৃকৰ্ম্মাদি কারকের সম্ভাব্য-প্রতিপাদক কৰ্ম্ম-
শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিযাই যাইবে? না, তাহাও থাকিতে পারে না,
কেন না, কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহাবসিদ্ধ কারকাদির অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ
করিয়াই পুরুষের সন্ধিত পাপরাশি বিনাশের জন্ত কৰ্ম্মসমূহ বিধান করিয়া যুযুক্ষের
চিত্তশুদ্ধি ও ফলাপির ফলনিষ্পত্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোনও
কারকের অস্তিত্বসাধনে তাহার প্রযত্ন নাই। যে লোকের পাপরাশি সন্ধিত
আছে, তাহার হৃদয়ে বিজ্ঞোৎপত্তি সম্ভবপরই হয় না; কিন্তু সেই পাপরাশি
বিধ্বস্ত হইলেই বিজ্ঞা-সমুৎপত্তি হয়; তাহা হইতেই অবিচারও নিবৃত্তি হয় এবং
তাহার পরই আত্যন্তিক বা পরম মোক্ষ লাভ হয়; তৎপূর্বে কখনই হয় না।
অপিচ, যে লোক আত্মদর্শী নহে; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয়; সে সেই
কামনামুসারেই কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে; এবং সেই কৰ্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার
শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়া থাকে। আর যাহারা তদ্বিপরীতভাবে
আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না; বিষয় থাকে
না বলিয়াই কামনাও হয় না; এবং অভিলষিত আত্মা পৃথক বস্তু নয় বলিয়া
তদ্বিষয়েও কামনা হইতে পাবে না; সুতরাং তাহাদেরই আত্মবরূপে অপ্রতিরূপ
মোক্ষ সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এই কারণেও বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের মধ্যে পবম্পর
বিরোধ আছে; [কিন্তু বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]।
উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞা কোনও কৰ্ম্মের
অপেক্ষা করে না। নিত্য কৰ্ম্ম সমূহ কেবল পূর্বসন্ধিত পাপরাশিরূপ প্রতি-
বন্ধকগুলি অপনয়ন করিয়া বিজ্ঞা-সমুৎপাদনেরই সহায় হইয়া থাকে

মাত্র । আমরা পূর্বেই বলিয়া রাখিছি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এই বিজ্ঞা-
প্রকরণে কৰ্ম্মেণ উল্লেখ করা হইয়াছে । এইরূপে কৰ্ম্মবিধায়ক ঋতিসমূহের
কোনও বিরোধ থাকে না । অতএব কেবল বিজ্ঞা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ
লাভ হয় বলা হইয়াছে, সে কথা সুসিদ্ধ হইল ।

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আশ্রমের কোনকপেই
উপপত্তি হয় না ; যেহেতু, যেই কৰ্ম্মাশ্রুষ্ঠান বিজ্ঞোৎপত্তির একমাত্র
কারণ ; সেই কৰ্ম্মাশ্রুষ্ঠান কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত, সুতরাং
একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম থাকাই আবশ্যক হয় ; [ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রমের
কোনই প্রয়োজন হয় না] । এই হেতুই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র কারবার
বিধায়ক ঋতিসমূহও এ পক্ষে অমুকূল হইতে পারে । না, এ আপত্তিও
হইতে পারে না, কারণ, কৰ্ম্ম অনেক প্রকার । গৃহস্থের পক্ষে বিহিত
কেবল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কৰ্ম্মই যে কৰ্ম্ম, তাহা নহে ; পরম অপরাপর
আশ্রমেও কৰ্ত্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, উপবাস, সত্য বচন, শম দম ও অহিংসা
প্রভৃতিও বিজ্ঞাসমুৎপাদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহু কৰ্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে
বিद्यমান আছে এবং [জ্ঞানোৎপত্তিসাধন] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কৰ্ম্মও
বিহিত আছে, (১) । এখানেও পরে বলা হইবে যে, 'উপাসনা যাবা এক্ষণে
জানিতে ইচ্ছা কর' ইত্যাদি । যেহেতু জ্ঞানান্তরীয় কৰ্ম্ম প্রভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের
পূর্ণেও (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও) বিজ্ঞোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; যেহেতু কৰ্ম্মাশ্রুষ্ঠানের
নিমিত্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জ্ঞানান্তরীয় কৰ্ম্মফলেই যদি
বিজ্ঞা লাভ হয়, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত ।
বিশেষতঃ স্বর্গাদি লোকসাধনই পুত্রাদির মুখ্য প্রয়োজন, কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য
আত্মাকে দর্শন করিয়া পুত্রাদিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে
বীতশুঁহ, তিনি কৰ্ম্মাশ্রুষ্ঠানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং
কেনই বা তাহার কৰ্ম্মাশ্রুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে ? ফলতঃ তখন তাহার কৰ্ম্মাশ্রু-
ষ্ঠানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব । আর যে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে

(১) তৎপৰ্য্য—ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল দর্শনে প্রকৃষ্টরূপে লিখিত আছে—“দেবদেব-
শ্চিত্তজ ধারণা” (৩.১৭) অর্থাৎ মনকে যে, কোন এক স্থানে—দেববিহীনস্থানে—স্থিরভাবে রক্ষা
করা, তাহার নাম ধারণা । আর—“তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্” (পাতঞ্জল ৩.২২)
অর্থাৎ যে স্থানে—মনের ধারণা করা হয়, তদ্বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা-প্রবাহ, তাহার
নাম ধ্যান ।

লোক বিস্তা উৎপন্ন হইলে পর, বিস্তার পরিপাক বা পরিপকতা দশায় কস্মাচ্চ-
ষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং তাহার পক্ষে কৰ্ম হইতে
নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব । এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায় ।
যথা—[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—] ‘অরে মৈত্রেয়ি, আমি
এই গৃহস্থশ্রম হইতে প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছি’ ইত্যাদি ।৯

ভাল, কস্মাচ্চষ্ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যত্নাধিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন
এ কথা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না ; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম প্রতিপাদনে
শ্রুতির সমধিক যত্ন বা আগ্রহ রহিয়াছে ; অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম সমূহ
বহুতর সাধনসাধ্য ; সুতরাং কস্মাচ্চষ্ঠানে লোকের ক্লেশ-বাহুল্যও রহিয়াছে, এবং
অত্যাশ্রম আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যাাদি যে সকল কৰ্ম করিতে পারা যায়,
গার্হস্থ্যাশ্রমেও সে সকল কৰ্মের অনুষ্ঠানে সমানাদিকর রহিয়াছে, এই সমুদয়
কারণে এবং অত্যাশ্রম আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়, গার্হস্থ্যের
সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না । না,
একথা বলিতে পারা যায় না ; কেন না, জন্মান্তরকৃত অনুগ্রহই ইহার কারণ ।
পূর্বে যে, বলা হইয়াছে—কৰ্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্নাধিকা ইত্যাদি ;
ইহা দোষাবহ নহে ; যেহেতু জন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম এবং ব্রহ্মচর্যাাদি
নিয়মও বিস্তাসমুৎপাদনের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, যাহার দশা কোন কোন
লোককে জন্মাবধি বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়া যায় ; কোন কোন
লোককে আবার কৰ্ম্মেতে নিবৃত্ত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিজ্ঞানবিশেষীও দেখিতে
পাওয়া যায় । অতএব জন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহারা বিরক্ত (বৈরাগ্য-
শালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রম) স্বীকারই দ্রষ্টব্য
হয় । কস্মাচ্চষ্ঠানের বাহুল্যও অপর কারণ ; পুল, স্বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাভ্যাস প্রাপ্তি প্রভৃতি
কামফল স্বভাবই অসংখ্য ; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামনা
হইয়া থাকে ; এই কারণেও তন্নিমিত্ত কস্মাচ্চষ্ঠানে শ্রুতির সমধিক যত্ন হওয়া
সঙ্গত ; কেন না, সৰ্ব্বত্রই ‘আমার ইহা হউক, আমার অমুক হউক’ ইত্যাকার
কামনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় । উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্নাদিকের অপর
কারণ ; উপায় বিষয়েই সৰ্ব্বত্র যত্ন করিতে হয়, কিন্তু উপেয় (ফল) বিষয়ে নহে ;
অভিপ্রায় এই যে, কৰ্ম সমূহ হইতেছে বিজ্ঞানাভের উপায় ; [এই জন্যই যে,
তন্নিমিত্তে শ্রুতির যত্নাধিকা থাকা আবশ্যক হয়,] এ কথা আমরা পূর্বেই
বলিয়াছি ।১০

যদি বল,—বিজ্ঞা যদি কন্মনিমিত্তক অর্থাৎ কন্মসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অত্র বিষয়ে ক্রতির প্রযুক্তপ্রদর্শন করা নির্ব্বক হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞালাভের প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি যদি কন্মদ্বারা ই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তাহার পরই যদি বিজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, কন্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ শাস্ত্রের শ্রবণাদিবিধানে যত্র করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। না — একথা বলিতে পার না, কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈশ্বরানুগ্রহ, তপশ্চা ও ধ্যানাদির অকুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিতে যে, অবশ্যই বিজ্ঞা উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; কেন না, অংসী একচর্য্যাভিও বিজ্ঞা-সমুৎপত্তির উপকারক; বিশেষতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই বিজ্ঞা-উৎপত্তির প্রধান কারণ; কাজেই গাহস্থ্যভিন্ন আশ্রমগুলিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিজ্ঞাতে অধিকার, এবং একমাত্র বিজ্ঞা হইতেই যে, প্রেযো লাভ হয় (যুক্তি লাভ হয়), ইহাও প্রমাণিত হইল ॥৩—১৥২৪—২৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে একাদশ অববাক্যেন ভাষ্কানুবাদ ॥১॥

শমো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শমো ভবত্বর্য্যমা । শম-
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শমো বিষ্ণুররুদ্রমঃ । নমো ব্রহ্মণে ।
ননস্তে বায়ো ব্রহ্মেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । নামেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্মাবাদিষম্ । সাতমবাদিষম্ । সত্যমবাদিষম্ । তন্মামা-
বীৎ । তদ্বক্তারমাবীৎ । আবাম্যাম্ । আবীদ্বক্তারম্ ॥ ১ ॥২৬ ॥

[সত্যমবাদিষং পক্ষ ৮ ॥]

॥ ১ম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ৩ম ॥

ইতি দ্বাদশোহিনুবাকঃ ॥১২ ॥

ইতি কৃষ্ণবজ্রকৌদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষদি শীকারবলী নাম

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১॥

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সমুদ্রমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥৭ ॥]

সরলার্থঃ । অতীতবিজ্ঞাপিগমে সস্তাব্যমানানামুপসর্গানামুপশমা-
র্থোহয়ং শাস্তিপাঠঃ । অয়ং তু মন্ত্রঃ প্রথমমেব ব্যাখ্যাতঃ । বিশেষত্বম্, তত্র
পদ্বিত্যমীত্যাদৌ ভবিষ্যৎকালব্যবহারঃ, অত্র তু স্মৃতিতকালপ্রয়োগ
ইতি ॥১১২৬॥

মুনানুবাদ ।—ইহার অনুবাদ সর্বপ্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে
॥১১২৬॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । অতীতবিজ্ঞাপ্রাপ্ত্যুপসর্গশমনার্থাৎ শাস্তিঃ পঠতি
—শং নো মিত্র ইত্যাদি । ব্যাখ্যাতমেতৎ পূৰ্ব্বম্ ॥১১২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভাষ্যম্ ।

ইতি ত্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদ-

শিষ্টস্ত্রীমচ্ছন্দঃরত্নগবতঃ কুতো তৈত্তিরীয়োপনিষত্তাণ্ড্যে

শিক্ষাবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ । অতীত বিজ্ঞাপ্রাপ্তিতে সস্তাবিত বিয় পশমনের
নিমিত্ত “শং নঃ” ইত্যাদি শাস্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছেন । এই মন্ত্র পূর্বেই
(সর্বপ্রথমেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১২৬ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাবল্লীর (শীক্ষাধ্যায়ের)

ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী ।

দ্বিতীয়েঃধ্যায়ঃ ।

আভ্যাসভাষ্যম্ । অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গপ্রশমনার্থা শান্তিঃ
পৃষ্ঠিতা । ইদানীন্ত বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গোপশমনার্থা শান্তিঃ পঠ্যতে—

আভ্যাসভাষ্যানুবাদ । পৃথক্ কথিত বিজ্ঞানভেদবিশেষ নিবৃত্তির
কৃত্য পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে শান্তিমতঃ পঠিতঃ হইয়াছে ; এখন এখানে বক্ষ্যমাণ
(সাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রাপ্তিব পতিবন্ধক উপসর্গ
নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,—

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শং নো ভবত্বর্ধ্যমা । শং
ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ । নমো ব্রহ্মণে ।
নমস্তে বায়ো । ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মামি । ত্বামেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্ম বদিয়ামি । স্নাতং বদিয়ামি । সত্যং বদিয়ামি । তন্মামবতু ।
তদ্বক্তারমবতু । অবতু মাম্ । অবতু বক্তারম্ । *

ওঁম্ সহ নাববতু । সহ নো ভুনক্তু । সহ বীর্ষ্যং কব-
বাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিমাবহৈ ॥১॥২৭॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অনুবাদঃ । [বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানপ্রাপ্তৌ সম্ভাব্যমানানা বিধানানুপশান্তয়ে
শান্তিরিয়ং শিষ্টোহ পঠ্যতে—‘শং নঃ’ ইত্যাক্ষা ‘সহ নো’ ইত্যাক্ষা চ] । নো
(আবাহ—শিষ্টাচার্য্যো) সহ (সমং) অবতু (জ্ঞানশক্তির্যোগেন) পালয়তু
[ব্রহ্ম ইতি শেষঃ] । নো সহ ভুনক্তু (বিজ্ঞানফলং ভোজয়তু) । বীর্ষ্যং (বিজ্ঞা
তেজোহতিশবৎ) সহ (সমং) করবাবহৈ (সম্পাদয়াবঃ) । নো (আবায়োঃ)
অধীতং (বিজ্ঞাগ্রহণং) তেজস্বি (বীর্ষ্যবস্তমং) অস্ত ; অথবা তেজস্বিনো
(আবাহ) [ভবাবঃ] ; অধীতং (স্বধীতং) বীর্ষ্যবৎ] অস্ত (ভবতু) । মা

* কঠিং পুস্তকে ‘শংনো মিত্রঃ’ ইত্যাদিঃ ‘অবতু বক্তারম্’ ইত্যাদিঃ ‘শান্তিমজ্জোহয়ং’ নাস্তি ।
ব্রহ্মবাদী ভাষ্যাংশোহপি তত্র নাস্তি ।

বিদ্যিবাবহৈ (পরস্পরং প্রতি বিদেধং মা করবাবহৈ) ইতি । [শান্তিদন্ত
ত্রির্জনং ত্রিবিধোৎপাতশাস্ত্যর্থম্ আদরার্থং চ বিজ্ঞেয়ম্ । শং ন ইত্যাদি
শাস্তিমন্ত্রস্ত পূর্বমেব ব্যাখ্যাতঃ] ॥১২৭॥

মূলানুবাদ ।—বক্ষ্যমাণ বিজ্ঞাপ্রাপ্তিতে, যে সকল বিদ্বের
সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিদ্ব প্রশমনের নিমিত্ত এই শাস্তিমন্ত্রবয়
পঠিত হইতেছে । ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে রক্ষা
করুন । ব্রহ্ম আমাদের বিজ্ঞাফল ভোগ করান । আমাদের অধ্যয়ন
বীৰ্য্যশালী হউক ; আমরা যেন পরস্পরকে বিদেধ না করি । ‘শংনঃ’
ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনূদিত হইয়াছে ; এখানে তাহার পুনরুক্তি
অনাবশ্যক । ত্রিবিধ বিদ্ব নিবারণের জন্ত তিনবার শাস্তিশব্দ পঠিত
হইয়াছে ॥১২৭॥

শাস্তির ভাষ্যম্ । ‘শং নো মিত্রঃ’ ইতি ‘সহ নাববতু’ ইতি চ ।
‘শং নো মিত্রঃ’ ইত্যাদি পূর্ববৎ স্পষ্টম্ । সহ নাববতিতি । সহ নাববতু,
নো শিষ্যাচার্যো সত্বেব অবতু রক্ষতু । সহ নো ভুনক্তু ব্রহ্ম ভোজয়তু ।
সহ বীৰ্য্যং বিজ্ঞানিমিত্তং সামর্থ্যং করবাবহৈ নির্বর্তয়াবহৈ । তেজস্বিনৌ
তেজস্বিনোরাবয়োঃ অধীতং স্ববীতম্ অস্ত, অর্থজ্ঞানযোগ্যমস্তিতার্থঃ । মা
বিদ্যিবাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্ত আচার্যস্য বা প্রমাদকৃতাদত্যায়াদ্বিবেশঃ
প্রাপ্তঃ, তচ্ছমনায়েয়মাসীঃ—মা বিদ্যিবাবহৈ ইতি । মৈব নো ইতরেতরং বিদেধ-
মাপদ্যাবহৈ । শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্জনমুক্ত্যর্থম্ । বক্ষ্যমাণবিদ্যাবিদ্ব-
প্রশমনার্থং চেয়ং শান্তিঃ । অবিয়েনাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরাশাস্যতে, তন্মূলং হি পর-
শেষ ইতি ॥১২৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘শং নো মিত্রঃ’ ও ‘সহ নাববতু’ ইত্যাদি । উভাধো
‘শং নো মিত্রঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; [সুতরাং
এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ।] ‘সহ নো অবতু’ অর্থ—শিষ্য ও
আচার্য্য—আমাদের উভয়কে তুল্যভাবে রক্ষা করুন ; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে
তুল্যরূপে বিজ্ঞাফল ভোগ করান ; আমরা সমানভাবে যেন বিজ্ঞালাভের
উপযোগী বীৰ্য্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি । তেজঃসম্পন্ন আমাদের (গুরু ও
শিষ্যের) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থাৎ আমাদের অধ্যয়ন যেন পদার্থ-
জ্ঞানের যোগ্য হয় । আমরা যেন বিদেধ না করি । অতিপ্রায় এই যে,

বিজ্ঞানগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্ট বা আচার্য্যের অনবধানপ্রযুক্ত অহায়বশতঃ কখনও 'বিষেষ বটিতে পারে, সেই বিষেষবুদ্ধি প্রশমনের জন্ত এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে যে, 'মা বিদ্বিষাবহৈ' অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিষেষ না করি। তিনবার শাস্তিষদ উক্তির অভিপ্রায় পূর্কেই ব্যাখ্যা হইয়াছে। বিশেষতঃ পরে যে বিজ্ঞান উপদেশ হইবে, তৎ প্রাপ্তিতে ব্রহ্মনিবাণাবত্ত এই শাস্তি-মঙ্গল পঠিত হইয়াছে। ফল কথা—এই শাস্তিধারা নিরন্তর আয়বিজ্ঞা প্রাপ্তি প্রার্থিত হইতেছে ; আয়-বিজ্ঞাই শ্রেয়োলাভের মূল নিদান ॥১১২৭

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্ । তদেবাভ্যুক্তা । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । যো বেদ নিহিতং গুহ্যমাং পরমে বোমন্ । যোহশ্রুতে সর্বান্ কামান্ নহ । ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তেতি ।

তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সন্তু তঃ । আকাশাদায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অদ্যাঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধীভোহন্নম্ । অগ্নাং পুরুষঃ । স বা গম পুরুষোহন্নরমময়ঃ । তস্মৈ নমো ন শিবঃ । অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ । অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ । অয়মাত্মা । ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপোষ গোত্রকো ভবতি ॥১১২৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে

প্রথমেহনুবাকঃ ॥১১॥

সরলার্থঃ ।—প্রথম* কৰ্ম্মাবিকল্পাত্ম্যাপাসনানি সোপাধিকমায়দর্শনং চোক্তম্, ইদানীং সঙ্কোপাধিনিমিত্তাঃ দর্শনার্থমিদানারভ্যন্তে—'ব্রহ্মবিদ্য' ইত্যাদি ।

ব্রহ্মবিদ্য (ব্রহ্ম—ব্রহ্মত্বম্, পরং ব্রহ্ম বৈদ্বি—বিজ্ঞানাতীতি ব্রহ্মবিদ্য পুরুষঃ) পরং (সৰ্ব্বাতিশাযি ব্রহ্ম) আপ্রোতি । তৎ : তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যাব্যেক্যত্বার্থ-দ্বিত্যে) এষা (ব্রহ্মমায়া পক্ষ) অভ্যক্তা (পঠিতা অস্তি)—'সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি । তৎ, যঃ পুরুষঃ), পরমে বোমন্ (বোয়স্মি অদয়াকাশে) গুহ্যমাং (গুহ্যবৎ দুস্প্রবেশায়াং ব্রহ্মো) নিহিতং (নিশ্চয়েন নিত্যসংগৃহিতং)

সত্যং (দেশকালাদিভিন্নবাসিতস্বরূপম্) জ্ঞানং (অববোধস্বরূপম্) অনন্তং (দেশ-কাল-বস্তুভিঃ অপরিচ্ছেদ্যম্); (নিরতিশয়ং মহৎ—ভূম্)। [অত্র চ, সত্যাদৌনি ত্রৌণ্যেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণানি দিজেয়ানি]। [উক্তলক্ষণং] ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি—জ্ঞানাতি), সঃ (উক্তলক্ষণ-ব্রহ্মবিদ্) বিপশিচতা (যেথাবিনা—সর্বজ্ঞেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাস্বরূপেণ) সর্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) সহ (এককালং, নতু পর্যায়েণ) অশ্নুতে (ব্যাগ্নোত্তীত্যগঃ), ইতি (ইতিশব্দো-ন্নয়নসমাপ্তার্থঃ)।

উক্তমেব ম্ব্যর্থং দ্রষ্টয়িতুমাহ—‘তস্মাৎ’ ইত্যাদি। তস্মাৎ এতস্মাৎ (সত্যজ্ঞানানন্তরূপাৎ) আশ্বিনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আকাশঃ (স্থলঃ শব্দ-তন্মাত্রাধঃ) সত্ত্বতঃ (উৎপন্নঃ)। তস্মাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ (শব্দ-স্পর্শগুণক-সত্ত্বতঃ); বায়োঃ অগ্নিঃ (শব্দ-স্পর্শরূপগুণকঃ সত্ত্বতঃ); অগ্নেঃ আপঃ (শব্দ-স্পর্শরূপ-রসস্বভাৱাঃ সত্ত্বতঃ); অদ্ব্যঃ পৃথিবী (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধগুণা সত্ত্বতঃ); পৃথিব্যাঃ ওষধঃ (ভূগুণভাৱাঃ), ওষধীভাঃ অন্নং (ভক্ষ্যং শস্যাদি), অগ্নাৎ (ভোজনতঃ পোষণরূপেণ পরিণতাৎ) পুরুষঃ (জীবদেহঃ সত্ত্বতঃ)। সঃ (অন্নসত্ত্বতঃ) এষঃ (শিরঃপাণ্যাদিমান্) পুরুষঃ বৈ (প্রসিদ্ধো, ‘বৈ’-সংসারে চ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরস-পরিণামঃ)। তস্মাৎ (পুরুষস্মাৎ) ইদং (প্রসিদ্ধং মন্তকং) এব শিরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাহুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষবৎ); অয়ং (বামো বাহুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যভাগঃ) আস্থা (প্রাধাত্তাদাস্থবৎ); ইদং (নাভেরোধোভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ) পুচ্ছঃ (পুচ্ছমিব)। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণোক্তে অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি (অস্তি) ॥১১২৮॥

মূলানুবাদ।—[ইতঃপূর্বে কণ্ঠের সজ্জিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসনা ও সোপাধিক ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে; অতঃপর সর্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শন নিক্রপণের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে]।—

ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটা মন্ত্র পঠিত আছে—‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম’ ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটাই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ; [তন্মধ্যে] সত্য অর্থ—যাহার স্বরূপ কোন-

প্রকারেই বাধিত হয় না ; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ—অববোধাত্মক, আব অনন্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন । পবন বোম অর্থ— হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি ; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত—সেই এককে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন. অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন ইতি । এখানেই যে, মন্ত সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত ‘ইতি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

[অতঃপর বর্ণিত ব্রহ্মের সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত তাহার সর্বসংকারণ প্রদর্শিত হইতেছে] । সেই এই ব্রহ্ম হইতে শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল ; আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দস্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণবিশিষ্ট অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল, জল হইতে আবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল । সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (ভূগ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইল ; ওষধি হইতে অন্ন—শস্যাদি, আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল । এই ভ্রূত এই পুরুষ অন্নবসময় অর্থাৎ অন্নবসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ । সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরই শির, দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ. বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহমধ্যভাগ আত্মা (সর্ববাস্তুর প্রদান) ; এবং এই নাভির নিম্নভাগস্থিত গংশই তাহা অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ । উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ একটী শ্লোক অর্থাৎ সংজ্ঞাপ্তার্থ বোধক বাক্য আছে ॥১৭২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমাস্ত্রবাক্যাত্মা ॥১৭॥

শাংকর-ভাষ্যে । সংতিতাদাবসখাণি কস্মাভবান্ধাত্তাপাননা হ্যাত্মনি । অনন্তরঞ্চ অন্তঃসোপাধিকমাত্মদর্শনযুক্তং ব্যাপ্তিধারেন বারাজ্য-ফলম্ । নষ্টতাবতা অশেষতঃ সংসারবীজতোপমর্দনমস্মি । অতঃ অশেষোপদ্রব-বীজস্তাজ্ঞানম্ নিবৃত্ত্যর্থং বিক্রমসকোপাধিবিশেষোদ্বদর্শনার্থমিদমাত্রভাতে—

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমিত্যাদি । প্রয়োজনং চাস্তা ব্রহ্মবিজ্ঞান্য অবিজ্ঞান-
নিবৃত্তিঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসারাত্যাবঃ । বক্ষ্যতি চ —“বিদ্বান্ন বিশেতি
কুতশ্চন” ইতি । সংসারনিমিত্তে চ সতি, “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিদ্বত” ইত্যনুপপন্নম্,
“কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ” ইতি চ । অতোহবগম্যতে অস্বাদ্বিজ্ঞানং
সর্কীয়ব্রহ্মবিষয়াদাত্মিকঃ সংসারাত্যাব ইতি । স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্
“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” ইত্যাদাবেব সম্বন্ধ-প্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্ । নিজ্জাতয়োহি
সম্বন্ধপ্রয়োজনয়োঃ বিভাষণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ততে । শ্রবণাদিপূর্বকং
হি বিভাফলম্, “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতাস্তরভেদঃ । ১

ব্রহ্মবিৎ,—ব্রহ্মৈতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমদ্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্বৈতি বিজ্ঞানাতীতি
ব্রহ্মবিদ্, আপ্রাপ্তি প্রাপ্রাপ্তি পরং নিরতিশয়ম্ ; তদেব ব্রহ্ম পরম্ ; ন হ্যন্য
বিজ্ঞানাদন্যত্র প্রাপ্তিঃ । স্পষ্টঞ্চ কৃত্যন্তঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিম্বেব ব্রহ্মবিদো দর্শয়তি—
“স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” ইত্যাদি । ২

নহু সর্বগতং সর্বস্থ চাত্ত্বতং ব্রহ্ম বক্ষ্যতি ; অতো নাপ্যম্ । আগ্রিচ্চ অগ্রত্যা-
গেন, পরিচ্ছিন্নম্ চ পরিচ্ছিন্নেন দৃষ্টা । অপরচ্ছিন্নং সর্কীয়াক্ষর ব্রহ্মৈত্যতঃ পরি-
চ্ছিন্নবদনান্নবচ্য তস্মাপ্তিরনুপপন্না । নায়ং দোষঃ । কথম্ ? দর্শনাদর্শনাপেক্ষাস্বক্ষণ
আপ্ত্যানাপ্ত্যোঃ ; পরমার্থতো ব্রহ্মস্বরূপত্বাদি সতোহস্ত জীবন্ত ভূতমাত্রাক্রোধান-
পরিচ্ছিন্নান্নময়াস্তা স্বদর্শনত্বদাসক্তচেতসঃ । প্রকৃতসজ্জাপূরণস্ত আত্মনোহিবাব-
হিতস্তাপি বাহ্যসম্বোধবিষয়ামুক্তচিত্ততয়া স্বরূপভাবদর্শনবৎ পরমার্থব্রহ্মস্বরূপা-
ভাবদর্শনলক্ষণয়া অবিজ্ঞানান্নময়াদীন্ বাহ্যান্ অনাশ্রয় আত্মত্বেন প্রাপ্তপন্নভাং
অন্নময়াত্তনায়ত্তো নাভ্যোহহমস্মীত্যভিমত্ততে । এবমবিজ্ঞান্য আত্মভূতমপি
ব্রহ্ম অনাপ্তং স্ত্যৎ । তস্মৈবমবিজ্ঞান্য শনাপ্তব্রহ্মস্বরূপম্ প্রকৃতসজ্জাপূরণস্ত আ-
নোহবিজ্ঞান্যাপ্তম্ সত্যং কেনচিত্তং স্মারিতম্ পুনস্তস্মৈব বিজ্ঞান্য আগ্রির্বাণা, নথা
কৃত্যপদিষ্টম্ সর্কীয়ব্রহ্মণ আত্মত্বদর্শনেন বিজ্ঞান্য তদাপ্তিরূপপত্তত এব । ৩

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমিতি বাক্যং সূত্রভূতং সর্বস্ত ব্রহ্মার্থস্ত । ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি
পরমিত্যনেন বাক্যেন বেদতয়া সূত্রিতম্ ব্রহ্মণোহিনির্দ্বারিতস্বরূপবিশেষম্
সর্বতো বাহ্যত্ব-স্বরূপবিশেষসমর্পণসমর্থম্ লক্ষণস্তাভিধানেন স্বরূপনির্দারণাঃ,
অনিশেষেণ চোক্তবেদনম্ ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণম্ বিশেষেণ প্রত্যাগাত্মতয়া
অনন্তরূপেণ বিশেষত্বায়, ব্রহ্মবিজ্ঞানফলঞ্চ ব্রহ্মবিদো যৎ পরপ্রাপ্তিলক্ষণমুক্তম্,
স সর্কীয়ভাবঃ সর্বসংসারধম্মাতাতব্রহ্মস্বরূপঃ সোহেব, নাভ্যদিত্যেতৎ প্রদর্শনায় চ
এষা ঋগুদাঃত্রয়তে—তদেবাত্ম্যাক্রোতি । ৪

তৎ তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণবাক্যোক্তেহর্থেষু এষা ব্ধক্ অভ্যুজ্ঞা শাস্ত্রাতা । সত্যং জ্ঞান-
মনস্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্ । সত্যাদীনি হি ত্রৈণি বিশেষণার্থানি
পদানি বিশেষ্যস্ত ব্রহ্মণঃ । বিশেষ্যঃ ব্রহ্মবিবক্ষিতঃ হাৰ্দ্ধেক্যতয়া । বেত্ত্বেন্ন যতো ব্রহ্ম
প্রাপ্যতেন বিবক্ষিতম্, তস্মাদ্বিশেষ্যঃ বিজ্ঞেয়ম্ । অতঃ অস্মাদ্বিশেষণবিশেষ্যভাষ্যদেব
সত্যাদীন্তেকবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাদিকরণানি । সত্যাদিভিত্তিস্থিতিবি-
শেষণৈর্কিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যাস্তরেভ্যো নিষ্কার্যতে । এবং হি তত্ত্বজ্ঞাতং
ভবতি, যদন্তোভ্যো নিৰ্দ্ধারিতম্ ; যথা লোকে নীঃসং মহৎ সূক্ষ্মভূতং পশ্যামি ॥৫

নহু বিশেষ্যঃ বিশেষণান্তরং, বাস্তববিশেষ্যং, যথা নানং বস্তুরূপোৎপত্তিঃ ।
যদ্যপি অনেকানি দ্রব্যণোকজাতীযানি অনেকাবশেষণযোগ্যানি চ, তদা বিশেষণ-
স্বার্থবদ্ধম্ ; ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুরি, বিশেষণাত্তব্যযোগ্যং, যথা অমাবেক আদিত্য
ইতি, তথা একমেব বৃক্ষ, ন বহুগুণবানি, যেভ্যো বিশেষ্যেত, নালোৎপন্নবৎ ।
ন ; লক্ষণার্থবিশেষণানাম্ । নাবং দোষঃ । কস্মাৎ ? লক্ষণার্থপ্রধানানিাবশে-
ষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্তেব । কঃ পুনর্লক্ষণলক্ষ্যযোগ্যবিশেষ্যযোগ্য-
বিশেষঃ ? উচ্যতে—সজ্ঞানীয়েভ্য এব নিবৃত্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্ত,
লক্ষণং তু সৰ্ব্বত এব, যথা অবকাশপ্রদানাকালমিতি । লক্ষণার্থক বাক্যমিত্য-
বোচাম ॥৬

সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বন্ধাৎ পরাধ্বাৎ, বিশেষ্যার্থা হি তে ; অতএব
একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্মণেন্ন সম্বন্ধাৎ—সত্যং লক্ষ,
জ্ঞানং ব্ধক্, অনস্তং ব্রহ্মেতি । সত্যমিতি—যদপ্যেব যন্নিশ্চিতং, তদপ্যং ন ব্যাভি-
চরতি, তৎ সত্যম্ । যদপ্যেব যৎ নিশ্চিতং, তদপ্যং ব্যাভিচরতঃ তদনৃত্যমিত্যাচ্যতে ।
অতো বিকারোহনৃত্যম্, “ব্যচরিত্বং বিকারো নামধেয়” মৃত্তিকেন্দ্রব্যং সত্যম্”,
এবং সন্দেহ সত্যমিত্যবধারণাৎ । অতঃ সত্যং ব্ধক্ ইতি ব্ধক্ বিকারান্নিবৃত্তয়তি ।
অতঃ কারণস্তং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ ।।

কারণস্ত চ কারকত্বম্ । ইত্যং মূৰ্দ্ধনচিকপত্যা চ প্রাপ্তা ; অত ইদমুচ্যতে—
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি । জ্ঞানং জ্ঞপ্তিদ্রব্যবোধঃ—ভাবসামনো জ্ঞানশব্দঃ, নহু তান-
কত্বং ব্রহ্মবিশেষণভাৎ সত্যানন্তাত্ম্যং সহ । ন হি সত্যাত্মী অনন্তত্যা চ জ্ঞান-
কত্বং সত্যাপপত্তেত । জ্ঞানকত্বেন্ন হি বিক্রয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ,
অনন্তক ? যদ্বি ন কৃতশ্চিৎ প্রবিভক্তং, তদনন্তম্ । জ্ঞানকত্বেন্ন চ জ্ঞেয়-
জ্ঞানাত্ম্যং প্রবিভক্তমিত্যনন্তত্যানন্তাৎ, “যএ নান্ত দ্ব্যনানি স ভূমা, অথ
যত্রাত্ত্বিজানাতী তদনন্তম্” ইতি সত্যং হ্যত্র । “নাত্ত্বদ্বিজানাতী” ইতি বিশেষ-

প্ৰতিবেদ্যং আত্মানং বিজ্ঞানাতীতি চেৎ ; ন ; ভূম-লক্ষণবিধিপৰত্বাৎকাস্ত্ৰ ।
 “যত্র নাভ্যং পশ্চতি” ইত্যাদি ভূয়ো লক্ষণবিধিপৰং বাক্যম্ । যথাপ্ৰসিদ্ধমেব
 অন্তোহন্তং পশ্চতীত্যেতদুপাদায়, যত্র তন্নাভি, স ভূমেক্তি ভূমস্বরূপং তত্র
 জ্ঞাপ্যতে । অতঃপ্রহণত্বাৎ প্রাপ্তপ্রতিবেদ্যার্থত্বাৎ স্বাত্মনি ক্রিয়াস্বিত্বপৰং বাক্যম্ ।
 স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাচ্চিহ্নানানুপপত্তিঃ । আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞাতৃত্বাবপ্ৰসঙ্গঃ,
 জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ ॥৮

এক এবাত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বেন চোভয়থা ভবতীতি চেৎ ; ন ; যুগপদনশ-
 ত্বাৎ । ন হি নিরবয়বস্ত যুগপচ্ছজ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ । আত্মনশ্চ ঘটাদি-
 বদ্বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞানোপদেশানর্থক্যম্ । ন হি ঘটাদিবৎ প্ৰসিদ্ধস্ত জ্ঞানোপদেশো-
 হৰ্ষবান্ । তস্মাৎ জ্ঞাতৃত্বে সতি আনন্ত্যানুপপত্তিঃ । সন্মাত্রত্বক্কাহুপপন্নং জ্ঞান-
 কর্তৃত্বাদিবেশেষবধে সতি ; সন্মাত্রত্বক্কাহুপপন্নং সত্যম্ “তৎ সত্যম্” ইতি ব্ৰহ্মস্তুৰাৎ ।
 তস্মাৎ সত্যানন্তশব্দাভ্যাং সহ বিশেষণত্বেন জ্ঞানশব্দস্ত প্ৰয়োগান্তাবসানো
 জ্ঞানশব্দঃ । “জ্ঞানং ব্ৰহ্ম” ইতি কর্তৃত্বাদিকারকনিবৃত্ত্যর্থং, মৃদাদিবদচিক্ৰপতা-
 নিবৃত্ত্যর্থকং প্ৰযুক্ত্যতে । “জ্ঞানং ব্ৰহ্ম” ইতি বচনাৎ প্ৰাপ্তমন্তবত্বম্, লৌকিককৃত
 জ্ঞানস্ফাপ্তবদদৰ্শনাৎ । অতন্তান্নিবৃত্ত্যুপমাং—অনন্তমিতি ॥

সত্যাদীনামনৃত্যাদিবদান্নিবৃত্তিপৰত্বাৎ বিশেষ্যস্ত চ ব্ৰহ্মণ উৎপলাদিবদপ্ৰসিদ্ধ-
 ত্বাৎ—“যুগত্বাভ্যাসি স্নাতঃ খপুপ কৃতশেষতঃ । এষ বক্ষ্যামুতো যাতি শশশ্চ-
 দধুধরঃ” ইতিবৎ শূণ্ডার্থতৈব প্ৰাপ্তা সত্যাদিবাচ্যাত্মেতি চেৎ ; ন ; লক্ষণার্থত্বাৎ ।
 বিশেষণত্বেনৈপি সত্যাদীনাম লক্ষণার্থপ্ৰাধান্যমিত্যবোচ্যাম । শূণ্ডো হি লক্ষ্যো-
 অনর্থকং লক্ষণবচনম্ । অতঃ লক্ষণার্থত্বান্নাত্মত্বম্—ন শূণ্ডার্থতৈতি । বিশেষণার্থ-
 ত্বেনৈপি চ, সত্যাদীনাম স্বার্থাপৰিত্যাগ এব । শূণ্ডার্থত্বে হি সত্যাদিশব্দানাং
 বিশেষ্যনিয়ন্তৃত্বানুপপত্তিঃ । সত্যাত্ত্বৈৰ্ধৰ্ষবৰে তু তদ্বিপৰীতধৰ্ম্মবজ্ঞ্যো বিশে-
 ষ্যোভ্যো ব্ৰহ্মণো বিশেষ্যস্ত নিয়ন্তৃত্বানুপপত্ততে । ব্ৰহ্মশব্দোহপি স্বার্থেণার্থবানেব ।
 তত্র অনন্তশব্দঃ অন্তবৎপ্রতিষেধদ্বাৰেণ বিশেষণম্ ; সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থ-
 সমৰ্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ ॥৯

‘তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ’ ইতি ব্ৰহ্মণ্যোবাশ্বশব্দপ্ৰয়োগাৎ বেদিতুরাত্মৈব ব্ৰহ্ম ।
 “এতস্মানন্দময়মাত্মাননপসঙকামতি” ইত্যে চ আত্মত্বাৎ দৰ্শয়তি । তৎপ্ৰবেশাচ্চ ;
 “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ” ইতি চ তত্শ্চৈব জীবরূপেণ শরীরপ্ৰবেশং দৰ্শয়তি ।
 অতো বেদিতুঃ স্বরূপং ব্ৰহ্ম । এবং তর্হি আত্মত্বজ্ঞানকর্তৃত্বম্, ‘আত্মা জ্ঞাতা’ ইতি
 ই প্ৰসিদ্ধম্, “সোহকাময়ত” ইতি চ কামিনো জ্ঞানকর্তৃত্বপ্ৰসিদ্ধিঃ ; অতো

জ্ঞানকর্তৃজ্ঞানজ্ঞাপ্তিৰক্ষিতায়ুক্তম্। অনত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম জ্ঞপ্তিজ্ঞানমিতি
 হাবরূপতা ব্রহ্মণঃ, তদাপ্যনিতাঃ প্রসঙ্গোত; পারতত্ত্বাৎ; ধার্মধানাং কাবচা-
 পেক্ষত্বাৎ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোহস্মি অনিতাঃ পরতত্ত্বতা চ। ন; স্বরূপা-
 ব্যতিরেকেন কার্যাহোপচারাৎ। আত্মনঃ স্বঃপং জ্ঞপ্তিঃ, ন ততো ব্যতিরিচ্যতে;
 অতো নিতৈব। তথাপি বুদ্ধেরূপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিত্যৈরাক্ষয়াকারপরি-
 গামিত্বা বেষজ্ঞাতাকারাবতাসাঃ, হে আত্মবিজ্ঞানস্ম বিষয়ভূতা উৎপত্তমানা
 এবাভ্যবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদাস্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবশ্যাশ্চ তে 'বজ্ঞান-
 শব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতাঃ আত্মন এব দৃশ্য। 'বাক্ষয়াকপা ইত্যবিবেকিভিঃ পবি-
 কল্পাস্তে। ১১

যত্ত্ব ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, ৭৭ সতি তু পকাশবদগ্ন্যয়বচঃ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং
 স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কারণাত্মসংবাদকম্, নিত্যস্বরূপত্বাৎ, সর্বভাবানাং চ
 তেনাবিভক্তদেশকালীয়াৎ কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়ত্বত্বাৎ। ন
 তস্মাত্তদবিজ্ঞেয়ং স্তম্ভং বাবহিতং বিপ্রকষ্টং ভূতং ভবঃ বিশ্বদ্বা অস্তি। এতৎ
 সর্বত্রং তদ্বদ্ব। মন্তর্গজাচ্চ—“অপানিপাদো জ্ববনো গ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স
 গুণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্মাপ্তি বেত্তা তমাহরগাং পুংসং মহাত্মম”
 ইতি। “ন হি বিজ্ঞাতুর্জিজ্ঞাতের্কিপ'রলোপো যিচ্ছতেহাবনাশিত্বাৎ, নতু
 তদ্বিতীয়মস্তি” ইত্যাদিগ্রন্থে। বিজ্ঞাতুস্বরূপাব্যতিরেকাৎ করণাদি
 নিমিত্তানপেক্ষ্যচ্চ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বেনি নিত্যপ্রসঙ্গিঃ; অতো নৈব
 ধাত্বর্থশ্চ, অক্রিয়াকপত্বাৎ ৥১২

অত এব চ ন জ্ঞানকর্তৃ; তস্মাদেব চ ন জ্ঞানশব্দবাচ্যমপি তদ্ব ব্রহ্ম। তথাপি
 বদান্তাসবাচকেন বুদ্ধিবশ্মবিশেষণে জ্ঞানশব্দেন ব্রহ্মস্বত্বাৎ; নতু চৈত্যত, শব্দ-
 প্রবৃত্তিহেতু-জ্ঞাত্যাদিধর্ম্মানবিত্বাৎ। তথা সত্য-শব্দেনাপি সর্ববিশেষপ্রত্যক্ষমিত
 স্বরূপত্বাদ্ব ব্রহ্মণঃ পারমত্বাসামাত্রাবশেষণে সত্যশব্দেন লক্ষ্যত্বাৎ—সত্যং ব্রহ্মেতি;
 নতু সত্যশব্দবাচ্য ব্রহ্ম। এতৎ সত্যাদিশব্দা ইত্যন্তেতরসম্মিধানাদয়োক্ত-
 'নিয়মানিয়ামকাঃ সন্তঃ সত্যাদিশব্দবাচ্যান্নিবর্তকা লক্ষণঃ লক্ষণার্থাশ্চ ভবন্তীতি।
 অতঃ সিদ্ধম্ “যতো বাচো নিবর্তন্তেহ প্রাপা মনসা সহ” “অনিক্রুদ্ধেহ নিলয়নে”
 ইতি চাবাচ্যম, নীলোৎপলবদবাক্যার্থব্রহ্ম লক্ষণাঃ ৥১৩

তদ্যথা ব্যাপ্যতাং ব্রহ্ম যো বেদ বিজ্ঞানীতি, নিত্যত্বং দ্বিত প্ৰহায়াম্,
 গ্রহণেতঃ সংবরণার্থম্—নির্গুণা অত্যাং জ্ঞানভেদজ্ঞাতুপদার্থা ইতি শুদ্ধা বুদ্ধিঃ,
 গুণাবস্থা ভোগাপবর্গো পুরুষার্থাবিতি বা, তস্মাৎ পরমে প্রকৃষ্টে বোমন বোয়স্মি

আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে ; তদ্ধি পরমং বোম, “এতস্মিন্ খলুন্ধরে গার্গ্যাকাশঃ” ইত্যাক্রসন্নিকর্ষাৎ ; ‘গুহায়াং বোমন্’ ইতি বা সামান্যধিকরণাদব্যাকৃতাকাশ-মেব গুহা ; তত্রাপি নিগূতাঃ সর্কে পদার্থান্নিবৃ‘কাণেষু, কারণত্বাৎ স্বস্মতরহাচ্চ ; তস্মিন্তন্বিহিতং ব্রহ্ম । হাদ্ধমেব তু পরমং বোমেতি ত্রাষ্যন্, বিজ্ঞানাদ্বয়েন বোয়ো বিবক্ষিতত্বাৎ । “যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ মোহন্তঃ-পুরুষ আকাশঃ যোহয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ” ইতি ঐত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হাদ্ধন্ত বোয়ঃ পরমত্বম্ । তস্মিন্ হাদ্ধে বোয়স্মি যা বুদ্ধিগুহা, তস্তাং নিহিতং ব্রহ্ম তদ্যাবৃত্ত্য বিবিক্ততয়োলভাত ইতি । ন হত্বা বিধিষ্টদেশকালসম্বন্ধোহস্তি ব্রহ্মণঃ, সর্কগতত্বান্নির্কিশেষত্বাচ্চ । ১৪

স এবং ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্ ; কিম্ ? ইত্যাহ—অগ্নুতে ভুঙ্তে সর্কান্ নির্কিশেষান্ কামান্ কাম্যভোগানিত্যর্থঃ । কিমন্মদাদিবৎ পুত্রবর্গাদিন্ পর্যায়েণ ? নে’্যাহ—সহ যগপদ্ একক্ষণোপাভাবানিব একয়োলভ্য সবিভূপ্রকাণবম্নিতায়া ব্রহ্মব্রহ্মপাব্যতিরিক্তয়া, যামবোচাম “সত্যং জ্ঞানম্” ইতি । এতন্তদ্ব্যচ্যে—ব্রহ্মণা সহেতি । ব্রহ্মভূতো বিদ্বান্ ব্রহ্মব্রহ্মপেণৈব সর্কান্ কামান্ সহাগ্নুতে ; ন তথা, যথোপাধিকৃতেন স্বরূপেণান্নো জলস্বর্ষ্যাদিবৎ প্রতিবিম্বভূতেন সাংসারিকেণ ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণাপেক্ষাংশ্চ সর্কান্ কামান্ পর্যায়েণাগ্নুতে লোকঃ । কথং তর্হি ? যথোক্তেন প্রকারেণ সর্কজেন সর্কগতেন সর্কায়না নিত্যব্রহ্মাব্রহ্মরূপেণ ধর্মাদিনিমিত্তানপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংশ্চ সর্কান্ কামান্ সহাগ্নুতে-ইত্যর্থঃ । বিপশ্চিতা মেধাভিনা সর্কজেন । তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্, যৎ সর্কজত্বম্ । তেন সর্কজব্রহ্মরূপে ব্রহ্মণা অগ্নুত ইতি । ইতিশব্দো যদ্বপরিসমাপ্ত্যর্থঃ । ১৫

সর্ক এব বস্মার্থঃ “ব্রহ্মবিদাপোতি পরম্” ইতি ব্রাহ্মণবাক্যেন স্বত্রিতঃ । সচ স্বত্রিতোহর্থঃ সংক্ষেপতো মদ্বৈপ বাখ্যাতঃ ; পুনস্তস্মৈব বিস্তবেণার্থনির্ণয়ঃ কর্তব্য ইত্যন্তরন্তদৃষ্টিস্থানোবো গ্রহ আরভাতে—তস্মাদ্ধা এতস্মাদিত্যাদি । তত্র চ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যুক্তং যদ্বাদৌ ; তৎ কথং সত্যমনন্তত্বাত আহ—ত্রিবিধং হি আনন্ত্যং—দেশতঃ কালতো বস্তুতঃচেতি । তদ্ব্যথা দেশতো-মনন্ত আকাশঃ ; ন হি দেশতন্তন্ত পরিভেদোহস্তি । ন তু কালতঃসানন্ত্যং বস্তুতঃশাশ্বতত্বাৎ । কস্মাৎ ? কার্যত্বাৎ । নৈবং ব্রহ্মণ আকাশবৎ কাল-তোহপ্যন্তবস্তুম্, অকার্যত্বাৎ । কার্য্যং হি বস্তু কালেন পরিচ্ছিন্নতঃ ; আকার্য্যক ব্রহ্ম । তস্মাৎকালতোহস্ত্যানন্ত্যম্ । তথা বস্তুতঃ । কথং পুনর্ক-

স্তত আনন্ত্যং ? সর্বানন্ত্যং । ভিন্নং হি বস্তু বস্তুস্তরমস্তো ভবতি ; বস্তুস্তর-
বুদ্ধির্হি প্রসক্তাঃ বস্তুস্তরান্নিবর্ততে । যতো বস্তু বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ । স তস্তাঃ ।
তদ্বশা গোত্রবুদ্ধিরন্বয়াং নিবর্ততে, ইত্যন্বয়াস্তং গোত্রম্—ইত্যন্বয়দেব ভবতি ।
স চাস্তো ভিন্নেষু বস্তুষু দৃষ্টঃ ; নৈবং ব্রহ্মণো ভেদঃ । অতো বস্তুতোহপ্যা-
নন্ত্যম্ । ১৬

কথং পুনঃ সর্বানন্ত্যং ব্রহ্মণ ইতি ? উচ্যতে—সর্ববস্তুকারণত্বাৎ ।
সর্বেষাং হি বস্তুনাং কালাকাশাদীনাং কারণং ব্রহ্ম । কার্য্যাপেক্ষয়া
বস্তুতোহস্তবস্তুমিতি চেৎ ; ন ; অন্তত্বাৎ কার্য্যস্ত বস্তুনঃ । নহি কারণ-
বাস্তবত্বকারণে কার্য্যং নাম বস্তুতোহস্তি, যতঃ কারণবুদ্ধিনিবৃত্তেত ; “বাচারম্ভাৎ
বিকারো নামধেয়ং মূক্তিকেতোব সত্যম্” এবং ‘সদেব সত্যম্’ ইতি শ্রুতান্তরাৎ ।
তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাৎ দেশতন্তাবদনন্তং ব্রহ্ম । আকাশো হনন্ত ইতি প্রাসক্তঃ
দেশতঃ ; তন্ত্বেদং কারণম্ ; তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মন আনন্ত্যম্ । নহি
অসঙ্গত্যাং সঙ্গগতমুৎপাদ্যমানং লোকে কিকিদ্গৃহেত । অতো নিরতিশয়-
মাত্মন আনন্ত্যং দেশতঃ । তথা অকার্য্যত্বাৎ কালতঃ ; ভক্তিঃ বস্তুস্তরভাবাচ্চ
বস্তুতঃ ; অত এব নিরতিশয়সত্যম্ । ১৭

তস্মাদিতি মূগবাক্যত্বাত্ৰতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে ; এতস্মাদিতি মূগবাক্যে
অনন্তরং যথালক্ষিতম্ । যদ্ব ব্রহ্ম আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যে হি হিঃ, যচ্চ “সঃ
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যনন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদব্রহ্মণ আত্মন আত্মশব্দ-
বাচ্যত্বাৎ ; আত্মা হি তৎ সর্বস্ত ; “তৎ সত্যং স আত্মা” ইতি শ্রুতান্তরাৎ ; অতো
ব্রহ্ম আত্মা । তস্মাদেতস্মাদব্রহ্মণ আত্মশব্দরূপাৎ আকাশঃ সত্ত্বতঃ সন্মুৎপন্নঃ ।
আকাশো নাম শব্দগুণঃ অবকাশকরো মূর্ত্ত-দ্রবাণাম্ । তস্মাদাকাশাৎ শ্বেন
স্পর্শগুণেন, পূর্বেণ চ আকাশগুণেন শ্বেন দ্বিগুণো বায়ুঃ, সত্ত্বত ইত্যন্ববর্ত্ততে ।
বায়োশ্চ শ্বেন রূপগুণেন পূর্বাভ্যাক্তঃ ত্রিগুণঃ অগ্নিঃ সত্ত্বতঃ । অগ্নেশ্চ শ্বেন
রসগুণেন পূর্বেশ্চ ত্রিগুণঃ চতুর্গুণা আপঃ সত্ত্বতঃ । অস্ত্যঃ শ্বেন গন্ধগুণেন
পূর্বেশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণা পৃথিবী সত্ত্বতঃ । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধিভাঃ
অন্নম্ । অন্নং রেতোকপেণ পরিণত্যাং পুরুষঃ শিরঃপাণাদ্যাকৃতিমান্ । ১৮

স টেব এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ ; পুরুষাকৃতিভাবিতং হি
সর্কেভ্যোহজ্জৈভ্যস্তেজঃসত্ত্বতঃ রেতো বীজম্ । তস্মাদ্ যো জায়তে, সোহপি তথা
পুরুষাকৃতিরেব ত্বাৎ ; সর্কেভ্যাম্ জায়মানানাং জনকাকৃতিনিয়মদর্শনাৎ ।
সর্কেভ্যামপান্নরসবিকারয়ে ব্রহ্মণঃগৃহে চাবিশিষ্টে, কস্মাৎ পুরুষ এব গৃহতে ?

প্রাধাত্ম্যং । কিং পুনঃ প্রাধাত্ম্যং ? কর্মজ্ঞানাধিকারঃ । পুরুষ এব হি শক্ত্বা-
দধিহাৎ অপর্য্যাদন্তত্বাচ্চ কর্মজ্ঞানয়োরধিক্রিয়তে, “পুরুষে হেবাবিস্তরামাত্মা, স
হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশুতি, বেদ খন্তনং, বেদ
লোকালোকৌ, মর্ত্যো নামৃতমীকতীত্যেবং সম্পন্নঃ ; অথৈতবেবাং পশ্নামশনায়-
পিপাশে এবাভিবিজ্ঞানম্” ইত্যাদিশ্রুতাত্তর্যদর্শনাৎ ৷১৯

স হি পুরুষঃ ইহ বিদ্যায়া অন্তরতমং ব্রহ্ম সংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তন্ত্ৰ চ বাহ্যাকার-
বিশেষেদ্বনাথ্যন্তু আত্মভাবিতা বুদ্ধিঃ বিনা আলম্বনবিশেষং কক্ষিৎ সহসা অন্তর-
তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্তৃমশকৌতি দৃষ্টশরীরাত্মসামান্যকল্পনয়া
শাখাচক্ষ-নিদর্শনবদন্তঃ প্রবেশয়ন্যাহ - তন্ত্ৰেদমেব শিরঃ ৷২০

তন্ত্ৰ অত্র পুরুষস্তান্নরসময়স্ত ইদমেব শিরঃ প্রসিদ্ধম্ । প্রাণময়াদিষ-
শিরসাং শিরস্ত্বদর্শনাদিহাপি তৎপ্রসঙ্গে মা ভূদ্বিতি ইদমেব শিব
ইভ্যুচ্যতে । এবং পক্ষাদিষু যোজন্য । অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্বাভিমুখস্ত,
দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অয়ং সর্বো বাহুঃ উত্তরঃ পক্ষঃ । অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ
আত্মা অঙ্গানাম্ “মধ্যং হেবামঙ্গানামাত্মা” ইতিশ্রুতে: । ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্
যদঙ্গম্, তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । প্রতিষ্ঠিত্ত্যনযেতি প্রতিষ্ঠা । পুচ্ছমিব পুচ্ছম্,
অশোলম্বনসামান্যত্বাৎ, যথা গোঃ পুচ্ছম্ । এতৎ প্রকৃত্যোত্তরবেশাং প্রাণময়াদীনাং
রূপকত্বসিদ্ধিঃ, মূষানিষিক্তক্রুততাত্রপ্রতিমাবৎ । তদপোষ শ্লোকো ভবতি । তৎ
তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অন্নময়াত্মপ্রকাশকে এষ শ্লোকঃ মন্তো ভবতি ১৷২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমাত্মবাকভাষ্যম্ ৷১৥

ভাষ্যানুবাদ । যাহা কর্মের বিরুদ্ধ নয়, এমন উপাসনাসমূহ
প্রথমতঃ ‘সংহিতা’ প্রকৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে ; অনন্তর
ব্যাহতি দ্বারা স্বাভাৱ্য ফলজনক সোপাধিক আত্মদর্শনও উক্ত হইয়াছে । কিন্তু
তথ্য ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নির্মল করি সম্ভব হয় না ।
অতএব সর্বানুগের বীজভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তিব জন্ত সর্বোপাধিবিবর্জিত
নির্কিংশেষ আত্ম-দর্শন নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—‘ব্রহ্মবিদ্
আপ্নোতি পরম্’ ইত্যাদি ।

এই বর্ণনীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রয়োজন হইতেছে—অবিজ্ঞান নিবৃত্তি (১) ; তাহা হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরকালের জ্ঞান জন্মষণপ্রবাহ ঘামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন—‘বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ পুরুষ) কোথা হইতেও ভয় পান না’ ইতি। সংসাররূপ কারণ বিজ্ঞান থাকিতে অতন্ন প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছে যে, ‘কৃতাকৃত বা পুণ্য পাপ তাহাকে সম্বাদ দেয় না’। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্বাঙ্গিক ব্রহ্ম-বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ করা আবশ্যিক ; এই জ্ঞান শ্রুতি নিজেই ‘ব্রহ্মবিদ আপ্নোতি পরম্’ এই বাক্যদ্বারা প্রয়োজন (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) বলিয়াদিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্ত্র-

(১) তাৎপর্য—নমু যথা ‘আপ্নোতি স্বারাজ্যম্’ ইত্যপবিত্রাফলমুক্তং সংসারপোচরণমেষ, তথা পরবিজ্ঞানফলমপি “সোহঙ্গুতে সর্কান্ কামান্” ইতি সর্কবিষয়-সাধ্যানান্যান্ সংসারপোচরণ-নেষ বর্ণনীয়তি, কথমাতান্তিকং সংসারভাবঃ? ইত্যতঃ প্রাহ—প্রয়োজনং চাত্তাঃ ততি। সর্ককাম-পনেন নিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তিবিবক্ষিতা। সাচ স্বভাবানন্দান্ভিব্যক্তিরূপাবিজ্ঞাননিবৃত্তিরেব, ইতি ন সংসারপোচরণ ফলমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিকৃত টীকা)।

সম্বাদ এই যে, পূর্বে কথিত অপর বিজ্ঞান ফলনির্দেশের সময় যেমন স্বারাজ্য (স্বর্গ রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিজ্ঞান ফলনির্দেশের ফলেও যে, ‘তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন’ বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই সাংসারিক কামপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত। এই আশঙ্কা-নিরাসেব যন্ত্র প্রত্যেকের ‘প্রয়োজনং চাত্তাঃ’ বলিয়া আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিজ্ঞান মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রুতিতে যে “সর্কান্ কামান্” কথা আছে, সেই কাম শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দ নহে, পরন্তু স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি-বাধক যে, অবিজ্ঞান, সেই অবিজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দাভিব্যক্তি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। অতঃ সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারপোচরণ ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তি পরা বিজ্ঞান প্রকৃত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য—এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বা বিষয় হইতেছে—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ; তাহার ফল বা প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি। উক্ত ফল ও বিষয়ের সহিত সাধা-সাধনপ্রাব সম্বন্ধ। আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধা, আর পরা বিজ্ঞান হইতেছে তাহার সাধন বা নির্বাহক। প্রস্তাব প্রথমেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করা আবশ্যিক ; নচেৎ বিবেচক লোকের সেরূপ গ্রহণিকার প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জ্ঞান লাভকারণ বলিয়াছেন—“জ্ঞাতার্থঃ জ্ঞাতসম্বন্ধঃ জ্ঞাতো জ্ঞাতা প্রযুক্তোহে। গ্রহণো তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ” ইতি।

প্রতিপাত্ত বিবয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত থাকিলেই লোকে তাদৃশ বিস্তার শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ ও তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, ভাবিবে মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে’ ইত্যাদি অল্প শ্রুতি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিস্তার লাভ হয়।

‘ব্রহ্মবিদ’,—ব্রহ্মের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সৰ্বাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম; তাহাকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ; ‘আত্মোক্তি’ অর্থ—প্রাপ্ত হন; পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), [তাহা প্রাপ্ত হন]। উক্ত ব্রহ্মই এখানে ‘পর’ শব্দের অর্থ; কেন না, এক বস্তুর জ্ঞানে কখনই অল্প বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর ক্রটিত স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল প্রদর্শন করিতেছেন—‘যে লোক সেই পর ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়’, ইত্যাদি।

ভালকথা, পরে বলা হইবে যে, ব্রহ্ম সর্বগত ও সকলের আত্মস্বরূপ; তবে তাহা আর আপ্য (প্রাপ্য) হয় কিরূপে?—কোন একটা পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন ও সৰ্বাত্মক, তখন পরিচ্ছিন্ন ও অনাত্ম বস্তুর (পৃথক বস্তুর) ছায়া তাহার প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এ দোষ হইতে পারে না। কেন? যেহেতু ব্রহ্মের যে, প্রাপ্তি ও অপ্ৰাপ্তি, তাহা কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ভূতমাত্রা দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতাংশ দ্বারা যে, বাহ্য (অনাত্মভূত) ও পরিচ্ছিন্ন অন্নময়াদি আবরণ নির্মিত হয়, সেই আবরণীভূত অন্নময় দেহপ্রভৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্ত আসক্ত বা অনুরক্ত হইয়া থাকে। যেমন [‘দশমঃ ত্রয়সি’ স্থলে] প্রকৃত দশম সংখ্যার পূরণ—দশম ব্যক্তি নিজে সন্নিহিত থাকিয়াও আপনার অন্যত্র সন্নিবেশপূরণে অর্থাৎ অল্প ব্যক্তিতে দশম সংখ্যা নির্ধারণে ব্যগ্রতানিবন্ধন স্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, অর্থাৎ যেন আপনারই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও

(১) তাৎপৰ্য্য - বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটা এসিদ্ধ পদ আছে—একদা দশজন লোক গ্রামা-
জ্ঞরে বাইতেছিল। পথে ছোট একটা নদী ছিল। তাহা তাহারা সীতারে পার হইল। পর
পারে বাইয়া তাহারা মনে করিল যে, আমরা সকলেই নদী পার হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি না?
তখন পরামর্শ দ্বির হইল যে, গদনা করিয়া দেখা যাউক,—আমরা দশ জনই উপস্থিত আছি

স্বগত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ভাবে অদর্শন (অজ্ঞানাত্মক অবস্থা বশতঃ) অল্পময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুরূপে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি অল্পময়াদি অনাত্ম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত নহে । এই প্রকারে প্রকৃত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও অবিস্টাপ্রভাবে অপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে । সেই পূর্বোদাহৃত দশম ব্যক্তির মত—অবিস্টা বা ভ্রান্তিবশতঃ যাহার স্বগত সন্নিহিত দশমত্ব সংখ্যাও অপ্রাপ্তের জায় হইয়াছিল, তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বগত দশমত্ব সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জ্ঞান দ্বারা পুনর্বার সেই বিদ্যমান স্বস্বরূপেরই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ; ঠিক তেমনি প্রাণের উপদেশানুসারে আপনার (আত্মা) ব, সর্বাঙ্গিক ব্রহ্মভাবে অবগত হইবামাত্র বিজ্ঞা দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত ব্রহ্মভাবে সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় ।

‘ব্রহ্মবিদ আপ্রোতি পরম্’ এই বাক্যটি সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রাতিপাত্ত বিষয়ের সূত্রস্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থহৃচক) । ‘ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্’ এই বাক্যে ব্রহ্ম সামান্যাকারে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্ধারিত হয় নাই ; সেই হেতু সর্বপ্রকার বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র) স্বরূপবিশেষ-প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কখন দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের জন্ত, সাধারণভাবে সাধারণ বেদনের (জ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে অথচ পরে সাধারণ লক্ষণ বলা হইবে, সেই ব্রহ্মই যে, জীবাত্মরূপে বিজ্ঞেয়, তন্মমিত, এবং ব্রহ্মবিদ পুরুষের যে, পরপ্রাপ্তিই ব্রহ্মবিজ্ঞার শেষ ফল বলা হইয়াছে, সেই সর্বাঙ্গিকভাবে বস্তুতঃ সর্বপ্রকার সংসারধর্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপই ভিন্ন অজ্ঞ কিছুই নহে, শুধু এই-মাত্র প্রদর্শনের জন্তই ‘তদেবাভ্যাক্তা’ বলিয়া এই শব্দ (মন্ত্র) উদাহৃত (উল্লিখিত) হইতেছে । ৪

কি না । তৎকালে গণনা আরম্ভ হইল, কিন্তু সকলেই নিজকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল ; ফলে লোকসংখ্যা নয়ের অধিক—দশ আর হইল না, সুতরাং দশম ব্যক্তি দ্বারা গণিত—ছিন্ন করিয়া দশ জনেই কীদন্তে আবদ্ধ করিল । এমন সময় এক জন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া উহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহারা মূঢ়, তাই মজা জন্মে পড়িয়াছে । তিনি উহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কীদিও না তোমাদের দশম ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে । তোমরা আবার গণনা কর । তখন এক জন গণনায় প্রবৃত্ত হইল ; সে নবম পর্য্যন্ত গণনা শেষ করিবামাত্র সেই আগন্তুক ভজ্ঞ লোকটি অঙ্গুলীনির্দেশপূর্বক বলিল যে, ‘দশমঃ স্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই দশম ; তখন উহাদের জন্ম দূর হইল ও আনন্দের সকার হইল ।

এই ব্রাহ্মণবাক্যে (“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অভি-
হিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটা স্বকৃৎ (মন্তব্য) পঠিত আছে—‘ব্রহ্ম
সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ’। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এখানে সত্যাপ্রভৃতি পদদ্বয়
বিশেষণ, আর ব্রহ্ম উহাদের বিশেষ্য। বেদরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই এখানে
বিবক্ষিত; এইজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যে হেতু বেদরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ
বিবক্ষিত (ঐতিবচনের অভিপ্রেত), সেই হেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে
হইবে। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতেই সমান বিভক্তিরুক্ত সত্যাদি
পদ তিনটি সমানাদিকরণ (একই বিশেষ্যে অধিত)। অভিপ্রায় এই যে,
ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য
হইতে পৃথক্ করা হইতেছে। এইরূপে অত্র পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই
সমস্ত বস্তু যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন নীল মৃৎ সুগন্ধী উৎপল
(পদ্ম) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত উৎপলটি অত্রপ্রকার
উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা ঐ ঠিক তেমনই।

ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তুটি বিশেষণান্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেষিত
করা আবশ্যক হয়, যেমন উৎপল নীল ও রক্তবর্ণ [উভয়প্রকারই হইতে
পারে; তজ্জন্য একটা বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক হয়]। অভিপ্রায় এই যে,
যখন একজাতীয় বহু দ্রব্য অত্রপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য
হয়, তখনই নির্দ্বারকের জন্য বিশেষণ-প্রয়োগ সার্থক হইয়া থাকে; কিন্তু একই
বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর
বিশেষণের সম্ভাবনাই থাকে না; যেমন ‘ঐ একটি আদিত্য’। তেমনি ব্রহ্মও একই
বস্তু; অপর বহু ব্রহ্ম নাই, যাহাদের হইতে—নীল উৎপলের ন্যায় ব্রহ্মকে বিশে-
ষিত করা হইতে পারে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে
লক্ষণ নির্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে,
বিশেষণের আন্বৰ্য্যক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না। কেন
হয় না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দেশ করাই বিশেষণ সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য,
কিন্তু কেবল বস্তুকে বিশেষিত কবাটাই উদ্দেশ্য নহে। ভাল, দ্বিজ্ঞাসা করি—
তাহা হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাহার এবং বিশেষ্য
ও বিশেষ্যের প্রভেদ কি? হাঁ। বলা হইতেছে—বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ
বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে; আর ‘লক্ষণ’
সাধারণতঃ সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য

জ্ঞাপন করে। যেমন—অবকাশদাহর আকাশের লক্ষণ। [এখানে অবকাশ-দাহরই আকাশের লক্ষণ বা পরিচায়ক]। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই (সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-ব্রহ্ম) বাক্যটি লক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণরূপে নহে। ৬

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বা অধিত নহে ; কারণ উহারা পরার্থক, অর্থাৎ উহারা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য—ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ (অধিত) হইয়া থাকে ; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম, ও অনন্ত ব্রহ্ম। 'সত্য' অর্থ, যাহা যেকপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও অতথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেকপে নিশ্চিত হইয়া, পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকাণে যে বস্তু যেকপে পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাহার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসৎ বা অসত্য বোধিতে হইবে। এই কারণেই বিকার বা জড় বস্তু মাত্রই অনৃত ; [কারণ, উহাদের স্বরূপ চিরদিন একরূপ থাকে না। বিশেষতঃ] 'বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবল বাক্যারূপে নামমাত্র ; উহা উপাদান মূর্ত্তিকাই একমাত্র সত্য' এই প্রতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য' এইরূপে সৎপদার্থেরই একমাত্র সত্যতার অবধারণও ইহার সমর্থক। অংএবং 'সত্য ব্রহ্ম' এই কথাটি ব্রহ্মের বিকারভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের বারংবারও সিদ্ধ হইল। ৭

ব্রহ্মকে কারণ বলায়, তাহার কারকত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বলায় দ্রষ্ট-কারণ মূর্ত্তিকার জায় অচিদ্রপহও (জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাবিত হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাত্রই—ক্রিয়ার নিমিত্তভূত বস্তুমাত্রই কারণ-পদবাচ্য (কার্যজনক) হইয়া থাকে ; এবং মূর্ত্তিকাপ্রভৃতি জড় পদার্থই সাধারণতঃ ত্রৈক্য কারণতা লাভ করিয়া থাকে ; অতএব ব্রহ্মকে কারণ বলিলে, তাহাকেও মূর্ত্তিকাপ্রভৃতি কারকের জায় জড় বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিলেন—'জ্ঞান-ব্রহ্ম'। জ্ঞান অর্থ—জ্ঞাপ্তি অর্থাৎ অববোধ (উপলব্ধি)। এষ্ট 'জ্ঞান' শব্দটি ভাববিহিত অনট প্রত্যয়যোগে নিম্পন্ন ; সুতরাং জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা নহে ; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের জায় এই পদটিও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোন

মতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্বরূপ ধর্ম দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কিপ্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? কারণ, যাহাকে কোন বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞান-কর্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক করা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। অপর প্রতিপত্তিতে উক্ত আছে যে, 'যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, তাহাই ভূম্বা (অনন্ত); আর যাহাতে ভেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অজ্ঞ বা পরিচ্ছিন্ন'। যদি বল, 'অন্যকে জানে না' বলিয়া অজ্ঞদর্শনের নিষেধ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই 'আত্মাকে জানে' না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ভূম্বার লক্ষণ বিধানই উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য, (আত্মদর্শনে নহে), অর্থাৎ ভূম্বার লক্ষণ বিধান করা ভিন্ন আত্মদর্শনে উহার তাৎপর্য্য নাই। উক্ত বাক্য শুধু এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান বা অণুবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে,—যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই, তাহাই ভূম্বা; ইহাই ভূম্বার স্বরূপ। ঐ বাণ্যটি স্বভাবপ্রাপ্ত অজ্ঞদর্শনের প্রতিষেধক-মাত্র; কিন্তু আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আত্মা যদি বিজ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত; কারণ, কেবল জ্ঞেররূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম্য বিরোধ [উপস্থিত হইত] ॥৮

যদি বল, একই আত্মা জ্ঞেয় জ্ঞাতা—উভয়রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই একের পক্ষে জ্ঞেয়, আবার অপরের পক্ষে জ্ঞাতা হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আত্মা নিরংশ বা নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু একই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যদি ঘটাদির গ্রায় বিজ্ঞেয়—জড়পদার্থই হইত, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশও সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। কেন না, ঘটাদির গ্রায় সিদ্ধ বস্তুতে জ্ঞানোপদেশ কখনই সাধক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে, কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানকর্তৃত্ব প্রকৃতি বিশেষ ধর্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে, আত্মার শুদ্ধ সম্মাত্ররূপতাও অমূল্যপন্ন হয়। 'তিন সত্য' ইত্যাদি অপর প্রতিবাক্য হইতে প্রকাশ পায় যে, সৎ ও সত্য পদার্থ বস্তুতঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শব্দের সহিত একযোগে প্রযুক্ত হওয়ার প্রতিব 'জ্ঞান' শব্দটি ভাববাচ্যে নিষ্পন্নই বলিতে

হইবে ; [শ্রুতরাং জ্ঞানই উহার অর্থ, জ্ঞানকর্তা নহে] । কর্তৃবাদি কারক-
ভাব ও মৃত্তিকাপ্রভৃতির দ্বারা অচেতনভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-শব্দের
বিশেষরূপে ত্রক্ষশব্দের (জ্ঞানং ত্রক্ষ) প্রয়োগ করা হইয়াছে । ব্যবহারিক
জ্ঞান যেমন সান্ত্ব—পরিচ্ছিন্ন বা ধ্বংসশীল, ত্রক্ষকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়, তাহারও
অন্তবস্তা বা সান্ত্বত্ব সম্ভাবিত হয়, তন্নিবৃত্তির জন্য বলা হইল—‘অনন্ত’ । ৯

যদি বলা, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণত্রয়ের যখন অনুবাদি স্বয়-
নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য, এবং বিশেষ্য ত্রক্ষ বস্তুটীও যখন উৎপাদি বস্তুর দ্বারা
লোকপ্রসিদ্ধ নহে, তখন —‘এই বক্ষ্যাপূত্র মৃগতৃক্ষা-অপে নান করিয়া, আকাশ-
কুমুদে নিখিত মালা শিরে ধারণ পূবক শব্দের শব্দে নিখিত ধনুঃ গ্রহণ করত
গমন করিতেছে ।’ এই বাক্য যেমন অর্থশূন্য—নিরর্থক, ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং
ত্রক্ষ’ এই বাক্যও ঠিক তেমনি অর্থশূন্য—নিরর্থক হইয়া পড়ে । না, তাহা
হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাক্যটী লক্ষণার্থক, অর্থাৎ ত্রক্ষো স্বরূপনির্দেশ
করাই ঐ বাবের প্রকৃত অর্থ । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি
বিশেষণ হইলেও লক্ষণার্থপ্রদান ; [শ্রুতরাং ইহাতে সর্বতোভাবে বিশেষণস্বভাব
কল্পনা করা চলে না] । যে স্থানে লক্ষ্য পদার্থটী শূন্য বা অসৎ হয়, সেখানেই
লক্ষণনির্দেশ নিরর্থক হয় । অতএব লক্ষণার্থপ্রদান বলিয়াই আমরা মনে
করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে । আর যদি বিশেষণপ্রদানই হয়, তথাপি
এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থহীন নিশ্চয় হয় না । কেন না, সত্যাদি
পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অর্থ
পদার্থ হইতে পৃথক্ করা), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না । পক্ষান্তরে,
সত্যাদি পদগুলি সত্যাদি অর্থে অপমান (সাধক) হইলেই তদ্বিপরীত
ধ্বংসকৃত অপরাপর বিশেষ্য পদার্থ হইতে বিশেষ্য ত্রক্ষকে নিয়মিত করিতে
সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে) । তাহাব পর ত্রক্ষশব্দও নিয়মিত থাকে সাধকই
বটে । অনন্ত শব্দও অন্তবহু ধর্ম্মের প্রতিবেদ করিয়া ত্রক্ষের বিশেষণ
হইয়াছে । সত্য ও জ্ঞান শব্দ কিন্তু স্বার্থ-প্রতিপাদনপূর্ব্বকই বিশেষণত্ব লাভ
করিয়াছে । ১০

‘তন্মাৎ তৈ এতন্মাদ্ আত্মনঃ’ এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দটী ‘ত্রক্ষ’ অর্থে গম্যকৃত
হওয়ায় বেদিতার আত্মাকেই ত্রক্ষস্বরূপ বুঝিতে হইবে । ‘এই আনন্দময় আত্মাকে
প্রাপ্ত হয়’ এই বাক্যও ত্রক্ষের আত্মস্বরূপতাই প্রদর্শন করিতেছে । [প্রাক্ষরূপে
ত্রক্ষের] প্রবেশও ইহার অপরিহার্য্য ; — ‘[ত্রিনি শরীর সৃষ্টি করিয়া] তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিলেন', এই শ্রুতিও ব্রহ্মেরই জীবভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মই বেদিতার (জ্ঞাতার) প্রকৃত স্বরূপ। ভাল, ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্তৃত্বই (জাতৃত্বই), সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মার জাতৃত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন' এই শ্রুতিবাক্যেও কামনাকারী ব্রহ্মের জাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; অতএব জ্ঞানকর্তৃত্ব নিবন্ধন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' একথা উপপন্ন হয় না। [জ্ঞানস্বরূপতার বিপক্ষে] অনিত্যতা প্রসিদ্ধিও অপর হেতু;—জ্ঞান শব্দের জ্ঞপ্তি (বোধ) অর্থ দ্বারা যদি ব্রহ্মের ভাব-রূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ব্রহ্মের অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা আপত্তিত হয়; কেন না, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ; [তোমার মতেও] জ্ঞান ত 'জা' ধাতুরই অর্থ; সুতরাং ইহারও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা (পর্যাপেক্ষিতা) হইবে। না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, এই জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে; উহাতে কার্য্য বা ক্ষমতা উপচরিত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ঐ জ্ঞান বস্তুটিও আত্মার জায় নিশ্চয়ই নিত্য। [জ্ঞানের ঐক্য অনিত্যতা ব্যবহারের কারণ এই যে, আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বিষয়াকারে পরিণত হইলে পর, বুদ্ধির যে শব্দাদি-বিষয়াকারে 'ক্ষুরণ' হয়, সে সমুদয় 'ক্ষুরণ' আত্মা বিজ্ঞানের বিষয়রূপে (প্রকাশরূপে) প্রকটিত হয়; এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি আত্মবিজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াও বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য হয়, এবং ধাত্বর্থস্বরূপ বিকার হইয়াও আত্মারই ধর্ম বলিয়া অবিবেকী লোককর্তৃক কল্পিত হয়। ১১

আর বাহ্য প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা কিন্তু স্বর্য়গত প্রকাশের জায় এবং অঙ্গিগত উচ্চতার জায় ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বটে। উক্ত স্বরূপবিজ্ঞানটী অথ কোন কারণেব অপেক্ষা করে না; কেন না, প্রথমতঃ উহা স্বরূপতাই নিত্য; দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাবপদার্থ আছে, তৎসমূহের সহিত একই কালে একই স্থানে উহা অবস্থিত; তৃতীয়তঃ উহা কাল ও আকাশাদির কারণ বলিয়া সর্বাপেক্ষা অতিশয় হৃদয়; ভক্তিগ্ন যে, আরও কোন হৃদয় ব্যবহৃত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্তী) ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্তমান অবজ্ঞের বস্তু আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। তা' ছাড়া, 'তিনি (ব্রহ্ম) হস্ত নাই, গ্রহণ করেন; পদ নাই ক্রতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কণ নাই,

প্রবণ করেন, এবং যাহা কিছু জ্ঞাতবা আছে, তাহা তিনি জানেন ; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না ; জানিগণ তাঁহাকেই আদি মহান্ পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।’ এই মন্ত্রবাক্য হইতে, এবং ‘বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না ; কারণ, উহা অবিনাশী (নিত্য) ; তাহার দ্বিতীয় নাই, [যাহা তিনি দর্শন করিবেন,]’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [তাহার সৰ্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়] । ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাহার নিত্যত্ব-প্রসিদ্ধি, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত সাপেক্ষ নহে । এই জগুই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানটী ধাত্বর্ষ (‘জ্ঞা’-ধাতুর অর্থ—জ্ঞাত জ্ঞান নহে ; কারণ, ঐ জ্ঞান কখনই ক্রিয়াস্বরূপ নহে । অভিপ্রায় এই যে, কান্দকসাধ্য ক্রিয়ায়ক জ্ঞানই ধাত্বর্ষ ; এবং তাহা কারকের সাধ্যার্থে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য । এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধ্য ধাত্বর্ষই নয়, তখন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে না । ১২

এই কারণেই ব্রহ্ম জ্ঞানকর্তাও নহে ; এবং সেই কারণেই ব্রহ্ম কখনই জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থও নহে । ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞান-শব্দের বাচ্যার্থ না হইলেও, [বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত] চিদাভাস-বাচক বুদ্ধিঃ ধর্ম্যাবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষরূপ-বাচক জ্ঞান-শব্দে উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞান শব্দের বাচ্য হয় না ; কারণ, শব্দ-ব্যবহারের কারণীভূত জাতিপ্রভৃতি কোন দ্রব্যই তাহাতে নাই (১) । ‘সত্য’ শব্দেও ঠিক এইরূপ অর্থই সুব্যায় । ব্রহ্ম স্বভাবতই সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্যবিরহিত ; সুতরাং সর্বপকার বাহ্যসত্তাবিষয়ক ‘সত্যঃ ব্রহ্ম’

(১) তাৎপর্য—‘যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম’ অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ । ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান বস্তুটা ব্রহ্মের অপ্রতিবিম্ব কিছু নহে । অথচ জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অমূল্যবসিদ্ধ এবং শাস্তিসিদ্ধও বটে । এটো জগু বলিতে হয় যে, জ্ঞান বস্তুতঃ নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই । কিন্তু নির্মূল বুদ্ধি-দর্পণেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হয়, অজ্ঞাত হয় না । বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিতে নানাপ্রকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রতিবিম্বেরও উদয় ও অস্ত হয় । এই কারণে আকস্মিকভাৱেই সত্য সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান নামে ব্যবহার করা হয় মাত্র । বুদ্ধিবৃত্তির উদয় ও বিনাশকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানেরও উৎপত্তি-বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে । প্রকৃত জ্ঞানের কিন্তু উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না ; এই অভিপ্রায় জ্ঞানের নিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন ।

বাক্যের 'সত্য' শব্দেও লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনই 'সত্য' শব্দের বাচ্যার্থ হন না। এই ভাবে সত্যাদি শব্দ (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ) পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি শব্দের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থের লক্ষণও হইয়া থাকে। এই কারণেই 'বাক্য যনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে,' 'অনিরুক্ত (যাহাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না,' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্য ও নীলোৎপলাদি শব্দের দ্বারা অবাক্যার্থ (বাক্যার্থ নহে), কথিত আছে, তাহাও সিদ্ধ হইল ॥১৩

যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মকে যিনি জানেন—; [ব্রহ্ম কিপ্রকার, তাহা বলা হইতেছে—তিনি] গুহাতে নিহিত—স্থিত। 'গুহা' পদটী আবরণার্থক 'গুহ' ধাতু হইতে নিপ্পন্ন; উহার অর্থ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ় থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে—গুহা; অথবা ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থদ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা গুহা। সেই গুহাত্মক পরম—উৎকৃষ্ট বোম্বে—অব্যাকৃত (স্বপ্ন) আকাশে [নিহিত]। 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওতপ্রোত আছে]' এই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শব্দের সন্নিধানে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহাই পরম বোম; অথবা 'গুহা' ও 'বোম' শব্দের সামান্যি করণরূপে অর্থাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষ্যভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত আকাশই এখানে গুহাপদের অর্থ; তাহাতেও ত্রৈকালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেন না, উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর; ব্রহ্ম তাহার অভাস্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম বোম হওয়া চায্য; কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে বোম পদার্থই বিবক্ষিত। 'পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ, এবং পুরুষের হৃদয়মধ্যেও যে আকাশ' এই অপর শ্রুতি হইতেও বোমের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভাস্তরে বুদ্ধিরূপ যে গুহা, তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তত্ত্ব অল্প কোন-রূপেও নির্বিশেষ ব্রহ্মের দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না। ১৪

এবংপিধ সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সে লোক সমস্ত কামা বিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই পুত্র—পর্যায়ক্রমে ত্রি ও বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই আশঙ্কায়

বলিতেছেন যে, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—
স্বর্য়্যালোকের ত্রায় বিতত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি
দ্বারা [ভোগ করে] । ‘সত্যং জ্ঞানম্’ বাক্যে আমরা সাধারণ কথা বলিয়াছি,
‘ব্রহ্মণা সহ’ এই বাক্যও সেই কথাই বলা হইতেছে । সৰ্বভাবাপন্ন
বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন,
কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত স্বর্য়াদির ত্রায় আয়্যার উপাধিকৃত প্রতিবিম্ব-
স্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেকণ ধর্ম্যাধর্ম্যাদি নিমিত্তান্তসারে চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বানের
ভোগ সেরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয় না । তবে কিরূপে হয় ? না, যথোক্তপ্রকারে
সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ববাপী ও সর্বাত্মক ব্রহ্মাস্বরূপে ধর্ম্যাদি কোন
নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একট
সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে । বিপশ্চিৎ অর্থ—মেধাবী—
সর্বজ্ঞ ; কেননা, সর্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য । সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে
ভোগ করেন । যন্ত্রের সমাপ্তি সত্যনার্থ ‘ইতি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ১২

‘ব্রহ্মবিদ আপোতি পরম্’ (ব্রহ্মজ পুরুষ পরমাত্মাকে লাভ হন), এইবাক্যেই
সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর তাৎপর্য্যার্থ সুরাঙ্গারে অভিহিত হইয়াছে । এমন সেই
হৃত্তিত অর্থেরই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে তাহারই পস্তি-
স্থানীয় (ব্যাখ্যাস্থানীয় পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে—‘তন্মাদ্বা এতদ্বাৎ’
ইত্যাদি । এই যন্ত্রের প্রথমে এককে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে ।
ব্রহ্ম যে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা বলা হইতেছে—জগতে
তিনপ্রকার আনন্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত,
তৃতীয় বস্তুঘটিত । যেমন—দেশঘটিত অনন্ত—আকাশ ; কেননা, কোন
স্থান দ্বারাই আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয় না ; কিন্তু কাল ও বস্তু দ্বারা আকাশ
পরিচ্ছিন্ন হয় ; কারণ ? যেহেতু আকাশ কার্য্য বা জ্ঞত পদার্থ ; জ্ঞত
পদার্থমাত্রই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; ব্রহ্ম অকার্য্য বস্তু, অতএব
কালদ্বারাও ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত । সেইরূপ বস্তু দ্বারাও ব্রহ্ম অনন্ত ।
বস্তু দ্বারা অনন্ত কি প্রকারে ? যেহেতু ব্রহ্ম কোন বস্তু হইতেই অজ বা পৃথক
নহে । কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্তু অপর বস্তুর অন্ত বা পরিচ্ছিন্নকারী
হইয়া থাকে, কারণ, বস্তুগত ভেদবুদ্ধিই তরুণে সম্ভাবিত অপর বস্তু হইতে
নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ভেদ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই

এক বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি অপর বস্তু হইতে ফিরিয়া আইসে—পরস্পরের পার্থক্য প্রমাণ করিয়া থাকে। যে বস্তু-বুদ্ধি যে বস্তু হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে, সেই বস্তুটাই উহার অস্ত বা পরিচ্ছেদক (সীমা)। যেমন গোড়বুদ্ধি অস্থ হইতে নিবৃত্ত হয়, এতদ্ব্যতীত গোড়ের অস্ত বা সীমার ব্যবস্থাপক। ভিন্ন বস্তুতেই উক্তপ্রকার অস্ত বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয়; ব্রহ্মের ত সেরূপ কোনও বস্তু-ভেদ নাই; অতএব ব্রহ্মের বস্তুবাচিত অনন্তত্বও সিদ্ধ হইতেছে। ১৬

ভাল, ব্রহ্মের সর্বপ্রকার অপরিচ্ছিন্নতা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা আনন্ত্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব বস্তুর কারণ—কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুরও একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভাল, [ব্রহ্ম যদি কারণই হয়, তাহা হইলে ত] কার্য বা ব্রহ্মজন্ম বস্তুদ্বারাও তাহার অস্তবশ হইতে পারে? [কেন না, কার্য ও কারণ ত স্বভাবতই ভিন্ন;] ভিন্ন বলিয়াই কার্য দ্বারা কারণভূত ব্রহ্মের অস্তবশ সিদ্ধ হইবে। না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, কার্য বা জন্ম পদার্থ-মাত্রই অন্ত (মিথ্যা)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অপর ঐশ্বর্যে (ছান্দোগ্যে) আছে—‘যুক্তিকার বিকার বা কার্য অর্থই বাক্যারক্ষ নামমাত্র; যুক্তিকাই সত্য’, এইরূপে একমাত্র সত্যেরই সত্যতা অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব ব্রহ্ম যখন আকাশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সাস্ত নহেন; সুতরাং

(১) তাৎপর্য—আচার্য শঙ্করের মতে কারণের অতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোন বস্তু নাই; কোন কার্যেরই কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাপ্রকার কার্যনামে পরিচিত হয়। নাম ও আকৃতিই কার্যের নিজস্ব; প্রকৃত সত্তাটুকু কারণের। সেই কারণেই, কার্য যত প্রকারই হউক না কেন, তাহার সর্বত্রই কারণভাব প্রতীত হয়। যেমন—যুক্তিকা-নির্গত বস্তু পদার্থ আছে, তাহার নাম ও আকৃতি বাদ দিলে যুক্তিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না। এই জন্ম ঐশ্বর্য কার্যমাত্রকেই ‘বাক্যারক্ষণ’ (বাক্যারক্ষ) বলিয়া উহার কারণকেই সত্য (‘যুক্তিকেতব সত্য’) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখানেও সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মকাণ্ড; সুতরাং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই; সত্তা নাই বলিয়াই জগৎ অসত্য—অনৃত; অনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তুরই বিস্তার বা সীমা সাধিত হইতে পারে না।

অনন্ত । কেননা, কোন দেশে বা কোন স্থানেই অনন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও
জগতে অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ । ব্রহ্ম যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন
ব্রহ্মে নিশ্চয়ই দৈনিক আনন্দ্যও সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, জগতে কোথাও
কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে
পাওয়া যায় না । এই কারণেই আত্মার দেশব্যপ্তি আনন্দ্য সৰ্ব্বাপেক্ষা
অধিক । এইরূপ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কালদ্বারাও আত্মার
অন্ত হয় না ;—সুতরাং অনন্ত, এবং তন্নিহ্ন কোন বস্তু না থাকায়, বস্তু দ্বারাও
সান্ত নহে (অনন্ত) । এই সমুদয় কারণে একমাত্র বস্তুই পারমাণবিক
সত্য । ১৭

এই প্রতিভেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে) এই মন্তব্যকে
যাহার উল্লেখ হইয়াছে, প্রতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই
মূলপ্রতি-স্থিতি ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে । প্রথমে শব্দগণাকো যে ব্রহ্ম
সৃজিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্যঃ
জ্ঞানং অনন্তম্' এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই 'স্বাত্ম শব্দবাচ্য
ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা' এই প্রত্যক্ষের হইতে
জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা ; সুতরাং ব্রহ্মও আত্মা একই বস্তু । সেই
এই আত্মারূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সত্ত্ব (উৎপন্ন) হইল । আকাশ অর্থাৎ
মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন ভাব্যমাত্রের অবকাশপ্রদাতা শব্দগুণসম্পন্ন ব্রহ্ম বস্তু । সেই
আকাশ হইতে আকাশ-গত শব্দগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুণ সহযোগে গুণদ্বয়সম্পন্ন
বায়ু উৎপন্ন হইল । [মূলপ্রতির] 'সত্ত্বতঃ' শব্দটির সমস্ত অমুসৃতি হইবে ।
বায়ু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্দ ও স্পর্শগুণের সহিত
ত্রিগুণাত্মক অগ্নি (তেজঃ) সত্ত্ব হইল । অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুণ রস
এবং পূর্কোক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুগুণ
বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল । জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন
হইল । পৃথিবীর নিজস্ব গুণ একমাত্র স্পর্শ, আর পূর্কোক্ত কারণ হইতে প্রাপ্ত
গুণ হইতেছে চারিটি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এইরূপে স্বকীয় ও পরকীয়
গুণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে ।

উক্ত পৃথিবী হইতে ষোড়শসমূহ (ভূবলতা প্রভৃতি), ষোড়শসমূহ হইতে অন্ন
(খাদ্য শস্য), এবং শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে বহুমন্তকাদি আকৃতি
সম্পন্ন পুরুষ (জীবদেহ) প্রাদুর্ভূত হইল । ১৮

সেই এই পুরুষ হইতেছে অন্নরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার বা পরিণাম ; কেন না, হস্তমন্তকাদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের বীজরূপ রেতঃ (শুক্র) সত্ত্ব হইয়া থাকে । সেই রেতঃ হইতে বাহার জন্ম হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই হইয়া থাকে ; কেন না, জায়মান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্বত্রই জনকের আকৃতিতুলা আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় । ভাল কথা, অবিশেষে প্রাণিদেহমাত্রই যখন অন্নরসময় এবং ব্রহ্মবংশীয়, তখন কেবল পুরুষের (মানুষের) কথাই বলা হইল কেন ? [উত্তর,] যে হেতু প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান । কিরূপ প্রাধান্য ? কৰ্ম্ম ও জ্ঞানে অধিকারই উহাদের প্রাধান্য । উপযুক্ত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিষিক্ততা দ্বারা কৰ্ম্মাঙ্কুরান ও জ্ঞানানুশীলনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী ; এবং ‘পুরুষেই (মনুষ্যে) আত্মা পরিপুষ্ট ; কেন না, ‘পুরুষই উত্তম বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং নব্বয় জ্ঞান কৰ্ম্মের সাহায্যে অক্ষর অমৃত দর্শন করে । পুরুষ এইরূপ উৎসর্গ-সম্পন্ন ; আর তত্ত্বাঃ পশুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদি বিষয়েই কেবল বিশেষ জ্ঞান আছে, (অজ্ঞ বিষয়ে নাই), ইত্যাদি প্রত্যক্ষরও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে । ১২

প্রাধান্যসম্পন্ন উক্ত পুরুষকে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম (হৃদয়গত অন্তর্যামী) ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভিষ্ট ; কিন্তু সেই পুরুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্র্যাবিশিষ্ট বাহু জগতের অনাগ্ন-বস্তুতে আগ্নেবোধ-সম্পন্ন ; সুতরাং কোন একটী আলম্বন বা ভাবনীয় বাহু বস্তু অবলম্বন না করিয়া সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্ষ-আত্মবিষয়ে (পরমাত্মার দিকে) কিংবা নিরালম্বভাবে স্থাপন করিতে পারা যায় না ; এই কারণে, প্রতিও ‘শাখাচন্দ্র’ দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) প্রতাক্ষীভূত শরীর ও আত্মার সাধন্য

(১) তাৎপৰ্য্য—‘শাখাচন্দ্র’ দর্শন জ্ঞাযটী এইরূপ—যে লোক চন্দ্র চেনে না, তাহাকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, সংসা প্রকৃত চন্দ্র দেখাইলে তাহাব পক্ষে চন্দ্র চেনা কঠিন হয় ; এই জন্ম বুদ্ধিমান লোকেরা এরূপ লোককে চন্দ্র দেখাইবার সময় এইরূপ একটী কোশল অবলম্বন করিয়া থাকে,—প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ দেখাইয়া সেই দিকে তাহার চক্ষুঃ সংযোগ ঘটায় ;

কল্পনা দ্বারা বুদ্ধিকে অন্তর্গৃহীত করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—‘তন্মৈব শিরঃ’ ইত্যাদি ২০

সেই এই অন্নরসময় পুরুষের ইহাই—প্রসিদ্ধ শিরই শির । পরবর্তী ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি জানে, প্রসিদ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির নহে, সেই সমুদয় পদার্থকে ‘শিরঃ’ রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও সেইরূপ শব্দ হইতে পারিত : সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এখানে বিশেষ নির্দেশপূর্বক “ইদমৈব শিরঃ” বলা হইল । পক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ বোঝনা করিতে হইবে । পূর্বাভিমুখী পক্ষীর এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ (পাখা) ; এই সর্বা (বাম) বাহু হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ । এই মধ্যম অর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আশ্রয় (প্রধান) । অতঃপ্রতিতে আছে—‘মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আশ্রয়’ । ইহা—নাতির অধোভাগবর্তী যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ । প্রতিষ্ঠা অর্থ বাহা দ্বারা অবস্থান করে । এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছসদৃশ ; নীচের দিকে লক্ষ্যমান থাকাই উভয়ের সাদৃশ্য ; যেমন গোর পুচ্ছ । হাতে ঢালা গলিত তাম্র যেমন বিভিন্ন মূর্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্তী মনোময় প্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে হইবে । অন্নময় আশ্রয় স্বরূপপ্রসঙ্গে এই ব্রাহ্মণ-প্রতিতে যে বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই শ্লোকও অর্থাৎ এই মন্ত্রটীও পঠিত আছে ॥১২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর পঞ্চম অঙ্গবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১৥

পরে সেই বুদ্ধির একপ একটা শাখা দেখায়, বাচ্য উপর দিয়া চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় । সেই শাখার দিকে তাক্যার দৃষ্ট হইলে, বিজ্ঞ লোকটী বলিয়া দেন যে, ই দেখ, ঐ শাখার উপর যে বৃহৎ উজ্জ্বল বস্তুটি দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চন্দ্র । এইরূপে অঙ্গলোককে তর্কাত্ত নিরীক্শেষ আয়দর্শন করায় অসম্ভব বলিয়া প্রতি প্রথমতঃ পরিণেবভাবে আশ্রয় উপদেশ দিতেছেন ।

[৬৭] অন্তঃ (ভক্ষ্যতে) [ভূতঃ], [অন্নং কৰ্ত্তৃ] ভূতানি চ অস্তি (স্বয়ং ভূক্তে), তস্মাৎ (ভোজ্যত্বাৎ ভোক্তৃত্বাচ্চ য়েতঃ) তৎ অন্নং উচ্যতে (অন্ন-
শব্দেনাভিহীয়াতে) : ইতি (ইতিশব্দঃ পঞ্চমু কোশেষু প্রথমকোশপরি-
সমাপ্ত্যর্থঃ) ।

[ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্তু মুপক্রম্যতে 'তস্মাৎ' ইত্যাদি ।]
তস্মাৎ এতস্মাৎ (অনন্তরোক্তাৎ) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসপরিণামভূতাং অন্নময়-
কোশাৎ) অন্তঃ (পৃথগ্ভূতঃ) অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ—হৃদঃ) আত্মা (আত্মশব্দবাচ্যঃ)
প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ বায়ুভেদঃ, তন্নয়ঃ) [অস্তি] । তেন (প্রাণময়েন আত্মন্য)
এষঃ (স্থলো দেহঃ) পূর্ণঃ (বায়ুনা দৃতিরিষ পরিপূর্ণঃ) । সঃ বৈ এষঃ
(প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) (শিরঃপক্ষাদিবিশিষ্টঃ) এবা এত
(অন্নময়স্য) পুরুষবিধতাম্ (পুরুষাকারতাম্) অন্নু (পশ্চাৎ—তদনুসারেণ)
অয়ং (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মূষানিবিজ্ঞপনিত-তান্ প্রতীমাবৎ পুরুষাকারঃ ।
[পূৰ্ণস্য পূৰ্ণস্য পুরুষবিধতামনুসৃত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি
ভাবঃ] । [ইদানীং পুরুষবিধত্বং প্রপঞ্চ্যতে—] তন্ত (প্রাণময়স্য) প্রাণঃ
(উৰ্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব শিরঃ (উৰ্দ্ধগতদ্বাং মস্তকবৎ ; গানঃ (শরীরাবাপী
বায়ুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অপানঃ (অধোগামী বায়ুঃ) উত্তরঃ (বায়ুঃ) পক্ষঃ ;
আকাশঃ (সমানাথাঃ বায়ুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আয়বৎ) ; পৃথিবী
(পৃথিবীদেবতা) পুচ্ছঃ প্রতীকঃ (আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য স্থিতিহেতুত্বাৎ পুচ্ছমিব
ইত্যর্থঃ) । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ শোকঃ ভবতি ॥১৭২৯॥

মূলানুবাদ—পৃথিবীকে আশ্রয় কবিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ
জন্মান্বিত প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্লরূপে পরি-
ণত খাওয়াইয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই
জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নই বিলীন হইয়া থাকে ।
যেহেতু অন্নই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন,
সেই হেতু অন্নকে সর্ববোধ অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহব্যাধি
প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে । যাহারা অন্ন-ব্রহ্মের (ব্রহ্ম-
বুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত
হন । অন্নই সর্বভূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ) : সেই হেতু অন্নকে সর্ববোধ
অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে ।

অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ প্রাণী জন্মলাভ করে ; জন্মের পর অন্ন দ্বারাই [সেই সমুদয় প্রাণী] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । প্রাণিগণ অন্ন অদনকরে (ভক্ষণ করে), এবং অন্নও আবার প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগকরে) ; এই কারণে [ভক্ষ্য দ্রব্যকে] ‘অন্ন’ বলা হইয়া থাকে ইতি ।

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত স্কুলদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোশ) । সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নময় দেহ পরিবাপ্ত রহিয়াছে । সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ (পুরুষদেহের ছায় ইন্তু মন্তুকাদি সম্পন্ন) । সেই অন্নময়ের আকৃতি অনুসারেই ইহা (প্রাণময়) পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি । [বিশেষ এই যে,] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-সাধন পুচ্ছ । উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্বিতীয়ান্নুবাকবাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । অন্নাদসাদিতাবপরিণতাৎ, বৈ ইতি অরণ্যার্থঃ ; প্রজাঃ স্থাবর-জঙ্গমাশ্চক্কাঃ, প্রজায়ন্তে । যাঃ কাশ্চ অবিশিষ্টাঃ পৃথিবীঃ প্ৰিতাঃ পৃথিবীমাপ্ৰিতাঃ, গাঃ সর্কীঃ অন্নাদেব প্রজায়ন্তে । অথো অপি জাতাঃ অন্নেনৈব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্জন্ত ইত্যর্থঃ । অথাপি এনদন্নম্ অপিয়ন্তি অপিগচ্ছন্তি । অপিশব্দঃ প্রতিশকার্কে, অন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ । অন্তঃ অস্তে জীবনলক্ষণায়া যন্তেঃ পরিসমাপ্তৌ । কস্মাৎ ? অন্নম্ হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্যেষ্ঠং প্রথমজম্ । অন্নময়াদীনাং হীতরেষাং ভূতানাং কারণমন্নম্ ; অতঃ অন্নপ্রভবা অন্নজীবনা অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্কীঃ প্রজাঃ । যস্মাচ্চৈবম্, তস্মাৎ সর্কৌষধং সর্কপ্রাণিনাং দেহদাহপ্রশমনমন্নমুচ্যতে । ১

অন্নব্রহ্মবিদঃ ফলমুচ্যতে — সর্কং বৈ তে সমস্তমন্নজাতম্ আপ্নুবন্তি । কে ? যে অন্নং ব্রহ্ম যথোক্তমুপাসতে । কথম্ ? অন্নজোহন্নাত্মান্নপ্রলয়োহহম্,

তন্মাদম্নং ব্রহ্মেতি । কুতঃ পুনঃ সৰ্বান্নাপ্ৰাপ্তিফলমন্নাত্মোপাসনমিতি ? উচ্যতে,--
 অন্নং হি ভূতানাং জ্যোতীষম্ । ভূতেভ্যঃ পূৰ্ব্বমুৎপন্নত্বজ্জ্যোতীষং, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ
 সৰ্বৌষধমুচ্যতে ; . তস্মাদ্ভূতানাং সৰ্বান্নাত্মোপাসকস্ত সৰ্বান্নাপ্ৰাপ্তিঃ । অন্নাদ্
 ভূতানি জায়ন্তে ; জাতাত্মেনৈব বৰ্দ্ধন্তে ইত্যুপসংহারার্থং পুনৰ্বচনম্ ।
 ইদানীমন্ননিৰ্ব্বচনমুচ্যতে—অথুতে ভূতাত্মে চৈব বদ্যভূতৈঃ সত্যি চ ভূতানি
 বয়ম্, তস্মাৎ ভূতৈর্ভজ্যমানত্বাদ্ভূতভোক্তৃত্বাচ্চ অন্নং তচ্চ্যতে । ইতিশব্দঃ
 প্রথমকোশপৰিসমাপ্ত্যর্থঃ । ২

অন্নময়াদিত্য আনন্দময়াস্তেভ্য আত্মভোহিত্যস্তন্তমং বন্ধ বিজ্ঞয়া পত্তাগ্ন্যহেন
দিদর্শয়িসু শাস্ত্রম্ অবিজ্ঞাকৃত-পঞ্চকোষাপনয়নেन অনেকভূম কোদবাবতুষী-
করণেনেব তত্তুলান্ প্রস্তোতি—তস্মাচ্চ এতস্মাদন্নরসময়াদি-াদি। তস্মাৎ
বৈ এতস্মাদ্ যথোক্তঃ অন্নরসময়াৎ পিতৃদ্ অথঃ ব্যতিরিক্ত অন্তরোহিত্যস্তরঃ
আত্মা পিণ্ডবদেব মিথ্যাপরিকল্পিত আত্মহেন প্রাণমযঃ ; প্রাণঃ বায়ঃ, তস্ময়ঃ
তৎপ্রায়ঃ। তেন প্রাণময়েন এষঃ অন্নরসময় আত্মা পূর্ণঃ বায়ঃনৈব দৃতিঃ। ৩

স বৈ এষ প্রাণময় আত্ম পুরুষবিধ এব পুরুষাকার এব শিবঃপক্ষাদিত্তিঃ ।
 কিং স্বত এ ৭ নোহ—প্রসিদ্ধং তাবদগ্নরসমযস্তায়নঃ পুরুষবিধতমঃ ; স
 অগ্নরসমযস্ত পুরুষবিধনাং পুরুষাকারতাম্ গচ্ছ অগ্নং পাণমঃ পুরুষবিধঃ
 মূষানিষিক্তপ্রতিমাৎ, ন স্বত এব। এবং পূৰ্ব্বস্ত পূৰ্ব্বন্ত পুরুষবিধতা, তাময়
 উত্তরোত্তরঃ পুরুষবিধো ভবতি, পূৰ্বঃ পূৰ্ব্বশোভরোত্তরেণেণ পূর্ণঃ । ৪

कथं पुनः पुरुषविषयता अस्तेति ? उच्यते, — तस्य प्राणमयस्य प्राण एव शिरः —
 प्राणमयस्य वायुविकारास्तु प्राणः मूथनासिकानिःसरणो रज्जिर्विशेषः निः इति
 परिकल्पात्, वचनात् । समग्रं वचनादेव पञ्चादिकल्लना । व्यानः व्यानवृत्तिः
 दक्षिणः पक्षः । अपान उक्तवः पक्षः । आकाश आद्या, य आकाशश्चा
 वृत्तिविशेषः समानाध्याः, स आद्यैव आद्या, प्राणव्यादिकारात् । मध्यं महा तत्राः
 पर्याया वृत्तीरपेक्ष्य आद्या ; “मध्यं ह्येवामग्नानामाद्या” इति प्रसिद्धं महातत्त्वा-
 द्यम् । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । पृथिवीति पृथिवीदेवता आध्यात्मिकस्य प्राणस्य
 धावयित्री, स्थितिहेतुत्वात् । “तैस्रः पुरुषस्तपानमवष्टभ्य” इति हि शतसुक्तम् ।
 अगथा उदानवृत्त्या उर्द्धगमनं, गुरुत्वात् पतनं च आश्चर्यकरम् । तस्यां पृथिवी-
 देवता पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्य ग्रनः । तत् तन्निर्लेवापेक्षे प्राणमयविषये
 एव शोको भवति ॥ २ ॥ २२ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়াশ্লোকভাষ্যম ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ঋতির 'বৈ' শব্দটি অরণ্যার্থক ; অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ
সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্মারক। রসরুধিরাদিত্যবে পরিণত অন্ন হইতে স্থাবর-জন্মায়ক
সমস্ত প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয় (১)। অবিশেষে যে কোন, প্রজা পৃথিবীতে
আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমুৎপন্ন হয়। জাত হইয়াও অন্ন
দ্বারাই জীবিত থাকে—প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; এবং অন্তকালে
—জীবনের পরিসমাপ্তিদশায় আবার এই অন্নতেই অপিনত হয় অর্থাৎ
অন্নান্তিমুখেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেন ? যেহেতু অন্নই ভূতসমূহের—প্রাণিগণের
জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ। অভিপ্রায় এই যে, অন্নই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের
কারণ ; সমস্ত প্রজাই অন্নপ্রভব, অন্নজীবী ও অন্নপ্রলয় (অন্নতে বিলয়নশীল)।
যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেই হেতুই অন্নকে সর্বৌষধ অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর
দেহগত সন্তাপের প্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহরুশনিরাক্তির উপায়) বলিয়া
নেদেপ করা হইয়া থাকে। ১

অতঃপর অন্নকে যাহারা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাহাদের ফল বলা
হইতেছে—তাহারা সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হন। কাহারা ? যাহারা যথোক্তপ্রকারে
অন্নকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার ? না, আমি
অন্ন হইতে জাত, অন্নায়ক এবং অন্নই বিলয়নশীল ; সেই হেতু অন্নই ব্রহ্ম,
এই প্রকারে উপাসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অন্নোপাসনার
সর্বান্নপ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয় ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্ন সর্বভূতের
প্রথমোৎপন্নত্বনিবন্ধন সর্বভূতের জ্যেষ্ঠ, সেই হেতুই অন্নকে সর্বৌষধ বলা
হইয়া থাকে ; এবং সেই হেতুই অন্ন-ব্রহ্মোপাসকের সর্বান্নপ্রাপ্তি ফললাভও
উপপন্ন হইতেছে। পূর্বকথার উপসংহারার্থই 'অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি
অন্নেন বর্দ্ধন্তে' এই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এখন অন্ন শব্দের নির্বচন
(যৌগিকার্থ) বলা হইতেছে—যেহেতু প্রাণিগণকর্তৃক ভুক্ত হয়, এবং নিজেও

(১) তাৎপর্য্য—দেহ যে অন্নরসময়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্তমরূপে বর্ণিত আছে।
“অন্নমশিতং ত্রেখা বিধীয়তে—অন্ত যঃ ছবিষ্টো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং তবতি, যো মধ্যমঃ, তৎ মাংসং
যোহশিষ্টঃ, তৎ মনঃ” ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য - ৬:২:১১)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্নের স্থল ভাগ বিষ্টরূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে,
এবং সূক্ষ ভাগ মনের পুষ্টিকররূপে পরিণত হয়। অন্নগত তেজোভাগেরও এইরূপ ত্রিবিধ
পরিণাম হয়।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি
অন্ন হইতেও এই স্থল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্ম ও অন্নের মধ্যে এই প্রকার
সাদৃশ্য থাকার অন্নকে বন্ধবদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেই হেতু—প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়া এবং প্রাণিগণকেও ভোগ করে বলিয়া, ভগ্ন্য দ্রব্য অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রথম কোণের (অন্নময় কোণের) পরিসমাপ্তি সূচনাথ—‘ইতি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (৩) ।২

অনেক তুষ্ণাবৃত কোদ্রব (একপ্রকার শস্ত) হইতে এক একটী তুষ্ণ অপসারণ করিয়া যেরূপ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়পর্য্যন্ত যে পাঁচটী কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে সমুদয় আত্মা হইতেও অন্তরতম (অভ্যন্তরবত্তী) ব্রহ্মকে (জীবকে) বিচ্ছা-সাহায্যে অবিচ্ছিন্নজনিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ব্বক পরমাঙ্গার স্বরূপ প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন “তস্মাৎ এতস্মাৎ অন্নরসময়ং” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছে । যথোক্তপ্রকার সেই এই যে, অন্নরসময় দেহশিশু (অন্নময় কোশ), তাহা হইতে আরও অভ্যন্তরবত্তী আর একটী আত্মা—প্রাণময় কোশ, যাহা অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মস্বরূপে পরিকল্পিত (৪) । প্রাণ অর্থ—বায়ু, বাহ্য তন্ময় বায়ুপ্রায় অর্থাৎ একপ্রকার বায়ুই, তাহার নাম প্রাণময় । দৃতি (কর্ম্মকারের দত্তা নামক যন্ত্র) যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে, তদ্রূপ উক্ত অন্নময় কোশও এই প্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ ।৩

(৩) তাৎপৰ্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটী কোণের উল্লেখ আছে । সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অন্নময়াদির ‘কোশ’ নাম প্রদত্ত হইয়াছে । বিজ্ঞানপাশ্রমী বলিয়াছেন—“অন্নং গোণো মনো বুদ্ধি-রানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে । কোশাষ্টৈরাবৃতঃ আত্মা বিশ্বত্যা সংসৃতিং ব্রহ্মেণ ॥” (পঞ্চদশ) ।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোশ পূর্ণ আবরক, যেমন তবোয়ালেব আবরক তাহাব খাপ । আবরক খাণের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিপথে পড়ে না, তেমনি আত্মাও উক্ত অন্নময়াদি আবরণে আবৃত থাকায় অসম্পর্কিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না ; কাজেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপও জানিতে পারা যায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অসংসারী আত্মা আপনাকে সংসারী বলিয়া মনে করে এবং তদনুসরণ করিয়া থাকে । স্থূলবুদ্ধি লোক স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে, ভূতপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক প্রাণকে আত্মা মনে করে ; এতকপে বুদ্ধিব বিকাশাত্মারে কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা আনন্দময় কোণকে আত্মা বলিয়া মনে করে । কিন্তু প্রকৃত আত্মার স্বরূপ জাির কেহই জানিতে পারে না । এতকপে আত্মার আবরক বলিয়া উহার কোশ নামে উক্ত হইয়া থাকে ।

(৪) তাৎপৰ্য্য—অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আত্মা না হইলেও, অজ্ঞান বশতঃ সংসারীলোক কোশকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে ; এই কারণে উপনিষদে এই কোশগুলি ‘আত্মা’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।

সেই এই প্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার, অর্থাৎ শির ও পক্ষাদি অবয়বযোগে পুরুষাকারই বটে। স্বভাবতই কি? অর্থাৎ উক্ত প্রাণময় কোশটীকি স্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন? না, তাহা নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অন্নরসময় (অন্নময় কোশরূপ) আত্মার যে, পুরুষবিধতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই অন্নরসময় আত্মার পুরুষবিধতা অল্পসারেই সুমানিষিক্ত (ছাঁচে ঢালা) গলিত তাত্ত্বের জ্বার এই প্রাণময় কোশও পুরুষ-বিধ; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অত্র্যত্রও পূর্ব পূর্ব আত্মার পুরুষবিধতা লইয়াই পর পর আত্মা (কোশ) পুরুষবিধ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব পূর্ব কোশ-গুলি পরবর্তী কোশসমূহ দ্বারা পূর্ণ বা আবৃত। ৪

ভাল, এই প্রাণময় আত্মার পুরুষবিধতা কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ, উক্ত বায়ু-পরিণাম প্রাণময় কোশের যে, যুগ ও নাসিকাপথে নির্গমনশীল বৃত্তিবিশেষ (প্রাণবায়ু), তাহাই তাহার শিরঃ বলিয়া কল্পিত হয়; কারণ, ঐতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে ঐতিবচনোক্তসারেই সর্বত্র পক্ষাদি পরিকল্পনা বুঝিতে হইবে। প্রাণের ব্যাননামক বৃত্তিটা তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ; আর আকাশ তাহার আত্মা। এখানে প্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ইহার আত্মা অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষায় এই সমাননামক বৃত্তিটা মধ্যবর্তী, সেই কারণে ইহার আত্ম্য কল্পনা করা হইয়াছে। ‘আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবর্তী’ ইত্যাদি ঐতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবর্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। পৃথিবী ইহার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। এখানে পৃথিবী অর্থ—দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবতা; কেননা, উহাই প্রাণস্থিতির হেতু। কারণ, অপর ঐতিতে আছে, ‘সেই এই পৃথিবীদেবতা পুরুষের (দেহের) অপান বায়ুকে ভর করিয়া’ ইত্যাদি। পৃথিবীদেবতা শরীরের বিধারক না হইলে, হয় উর্দ্ধগামী উদানবায়ু দ্বারা উহা উর্দ্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃপতিত হইত। সেই হেতু পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতাই প্রাণময় আত্মা স্থিতিহেতু পুচ্ছ-স্থানীয়। উক্ত অর্থেই অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধেই এইরূপ একটা প্রোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে ॥১২২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর দ্বিতীয় অল্পবাক্যের ‘ভাষ্যানুবাদ ॥২২॥

তৃতীয়োহনুবাকঃ ।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি । মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে ।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বায়ুষ্মুচ্যতে । সৰ্ব-
মেব ত আয়ুৰ্ধন্তি । যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে । প্রাণো
হি ভূতানামায়ুঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বায়ুষ্মুচ্যতে ইতি । তৈশ্চৈষ এব
শারীর আত্মা । যঃ পূৰ্ব্বস্থ ।

তস্মাদ্ভা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ । অন্তোহন্তর আত্মা মনোময়ঃ ।
তেনৈষ পূৰ্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তস্য পুরুষবিধতাম্ ।
অন্যয়ং পুরুষবিধঃ । তস্য যজুরেব শিরঃ । বাগ্দ্দক্ষিণঃ
পক্ষঃ । সামোত্তরঃ পক্ষঃ । আদেশ আত্মা অথৰ্ব্বাস্থিরসঃ
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীং প্রাণোপাসনার : ফলকথনপূর্ব্বকং মনোময়-
কোশস্বরূপমুচ্যতে—“প্রাণং দেবাঃ” ইত্যাদিনা । দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণম্
(প্রাণময়কোশম্) অহু প্রাণন্তি (৩২ প্রাণনক্রিয়য়ঃ ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি) । ৩৩
যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ, [৩৩ হপি প্রাণম্ অহু প্রাণন্তীতি শেষঃ] । হি
(যস্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আয়ুঃ (জীবনং জ্ঞানহেতুরিত্যর্থঃ),
তস্মাৎ হেতোঃ সৰ্ব্বায়ুষং (সৰ্ব্বেষাম্ আয়ুঃ, সৰ্ব্বায়ুঃ, সৰ্ব্বায়ুরেব সৰ্ব্বায়ুষ্ম)
উচ্যতে (কথ্যতে, পণ্ডিতে) । যে (জনাঃ) প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (প্রাণমেব
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসতে), তে (উপাসকাঃ) সৰ্ব্বং (সম্পূৰ্ণং) এব আয়ুঃ (শতবর্ষ-
মিতং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) । হি যস্মাৎ হেতোঃ) প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ,
তস্মাৎ হেতোঃ সৰ্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি । • স্ত পূৰ্ব্বস্থ (অগ্নময়স্ত) এষ:
এব শারীরঃ আত্মা । [কঃ?] যঃ (প্রাণময়ঃ) ।

তস্মাৎ এতস্মাৎ (প্রাণময়াৎ বৈ অন্তঃ অন্তঃ আত্মা --- মনোময়ঃ । তেন
(মনোময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূৰ্ণঃ (বাপ্তঃ) । স এষ বৈ পুরুষবিধঃ
(পুরুষাকারঃ) এব । তস্য (প্রাণময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অহু (তস্য পুরুষ-

বিধতঃ) অয়ং (মনোময়ঃ) পুরুষবিধঃ । যজুঃ (যজুর্মন্ত্রঃ) এব তন্ত শিরঃ ;
 ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সাম উত্তরঃ পক্ষঃ ; আদেশঃ (ব্রাহ্মণভাগঃ) আত্মা
 (দেহমধ্যভাগঃ) ; অথর্বাস্থিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (পুচ্ছমির) । তৎ (তত্ত্ব
 বিষয়ে) এবঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১৥৩০॥

মূলানুবাদ । এখন প্রাণোপাসনার কলনির্দেশপূর্বক মনোময়
 কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—‘প্রাণং দেবাঃ’ ইত্যাদি ।
 দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) প্রাণময় কোশের অনুগত থাকিয়া প্রাণন
 করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য
 ও পশু, [তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে] ।
 যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিগণের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার
 নিদান, সেই হেতু প্রাণকে ‘সর্ববায়ু’ বলা হইয়া থাকে । তাহারা সম্পূর্ণ
 আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসনা করে । যে হেতু
 প্রাণই সর্বভূতের আয়ুঃ, সেই হেতু প্রাণকে ‘সর্ববায়ু’ বলা হইয়া
 থাকে । এইয়ে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পূর্বকথিত অন্নময়ের শারীর
 (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা ।

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অস্থ্য একটী আত্মা
 আছে, তাহার নাম মনোময় । তাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ । সেই এই
 মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিই বটে । পূর্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধতা
 অনুসারেই ইহার পুরুষবিধতা । যজুর্মন্ত্রই তাহার শিরঃ ; ঋকমন্ত্র তাহার
 দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাংশ
 তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ), এবং অথর্বাস্থিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ
 (পুচ্ছভূত) । উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটী আছে ॥১৥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩৥

শাঙ্করভাষ্যম্ । প্রাণং দেবা অমুপ্রাণন্তি । অগ্নাদয়ঃ দেবাঃ
 প্রাণং বায়ুস্থানং প্রাণনশক্তিমন্তু অমু তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণন্তি প্রাণনকম্য
 কুরন্তি—প্রাণনক্রিয়া ক্রিয়াবস্তো ভবন্তি । অধ্যাত্মাদিকারাৎ দেবা ইন্দ্রিয়াণি,
 প্রাণম্ অমু প্রাণন্তি মুখ্যপ্রাণমমু চেষ্টন্ত ইতি বা । তথা মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, তে

প্রাণনকর্মণৈব চেষ্টাবস্তো ভবতি । অতশ্চ নান্নময়েনৈ৷ পরিচ্ছিন্নেনান্ননা আত্ম-
বস্তঃ প্রাণিনঃ । কিংতর্হি ? তদন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্কপিণ্ড-
ব্যাপিনা আত্মবস্তো মনুষ্যাদয়ঃ । এবং মনোময়াদিভিঃ পূর্বপূর্বব্যাপিভিঃ
উত্তরোত্তরৈঃ সূক্ষ্মৈরানন্দময়ান্ধৈরাকাশাদিভূতারকৈরবিভাকৃতৈঃ আত্মবস্তঃ
সর্কৈ প্রাণিনঃ । তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশাদকারণেন অন্তোনাবি-
কৃতেন সর্কগতেন সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণেন পঞ্চকোষাভিগেন সন্ধ্যানা আত্ম-
বস্তঃ । স হি পরমার্থত আত্মা সর্কেষামিত্যেতদর্শ্যব্রহ্মং ভবতি । ১

প্রাণং দেবা অহুপ্রাণস্তীত্যাছাক্তম্, ৭৭ কস্মাদিত্যাহ—প্রাণং হি বস্মাদ্
ভূতানাং প্রাণিনামায়ুঃ জীবনম্, “যাবচ্চা শিঞ্জরীয়ে প্রাণো বসতি, তাবদেবায়ুঃ”
ইতি শ্রুতাস্তরাং । তস্মাৎ সর্কায়ুষ্ম, সর্কেষামায়ুঃ সর্কায়ঃ, সর্কায়ুরেব সর্কায়ুষ-
মিত্যুচ্যতে ; প্রাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধে । প্রসিদ্ধং হি লোকে সর্কায়ুষ্টং
প্রাণস্ত । অতঃ অস্মাদ্বাহাদসাধারণাৎ অন্নময়াদাত্মনোহিপক্রম্য অন্তঃ সাধারণং
প্রাণময়মাত্মনং ব্রহ্মোপাসতে বে—‘অহমস্মি প্রাণঃ সর্কপুণ্যনামাত্মা আয়ুঃ জীবন-
হেতুত্বাৎ’ইতি, তে সর্কমেবায়ুরস্মিন্ লোকে যন্তি ; নাপমৃতানা ম্রিয়ন্তে
পাকপ্রাপ্যদায়ুষ ইত্যর্থঃ । শতং বর্ষাণীতি তু যুক্তম্, “সর্কমায়ুরেতি” হাত
শ্রুতিপ্রসিদ্ধে । কিং কারণম্ ? প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্কায়ুষ্মুচ্যতে
ইতি । যো যদুগ্ধকং ব্রহ্মোপাস্তে, স তদুগ্ধভাগ্ ভবতীতি পিণ্ডাফল-
প্রাপ্তেহৈবর্ধং পুনর্কচনম্ প্রাণো হীত্যাদি । ২

তস্ত পূর্বজ্ঞানময়স্ত এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ—শারীর আত্মা ।
কঃ ? য এষঃ প্রাণময়ঃ । তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাহাক্তম্ভবত্ । অত্মোহস্তং আত্মা
মনোময়ঃ । মন ইতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকনন্তঃকরণম্, তস্যঃ মনোময়ঃ । সৌহয়ং
প্রাণময়স্তাত্মস্তর আত্মা । তস্ত যজুবেব শিরঃ । যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদবসানো
মন্ত্রবিশেষঃ ; তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ, তস্ত শিরশ্চং প্রাধাত্যৎ । প্রাধান্যক
যাগাদৌ সন্নিপত্যোপকারকত্বাৎ ; যজুর্বা হি হবির্দায়তে স্বাহাকারাদিনা ।
বাচনিকী বা শিরআদিকল্পনা সর্কত্র । ৩

মনসো হি স্থানপ্রযত্ননাদম্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসঙ্কল্পায়িকা তজ্জীবিতা
বৃত্তিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বারা যজুঃসঙ্কেতেন বিশিষ্টা যজুপিভূত্যাৎ । এবং
ক্ষক্, সাম চ । এবং মনোগতিহে মন্ত্রাণাম্, বৃত্তিরোগাদর্ভ্যত ইতি মানসো
জপ উপপত্ততে । অতথা অবিষয়হান্যত্রো নাবর্গদ্বিত্বং শব্দাঃ ঘটাদিবৎ । ইতি
মানসো জপো নোপপত্ততে । মন্ত্রাবৃত্তিশোভতে বহুশঃ কর্মসু ৪

অকরবিষয়স্বত্বাত্বত্যা মন্ত্রাবৃত্তিঃ শ্রাদ্ধিতি চেৎ ; ন ; মুখ্যার্থাসম্ভবাৎ ।
“ত্রিঃ প্রথমামবাহ ত্রিরুক্তমাম্” ইতি ঋগাবৃত্তিঃ শ্রুয়তে । তত্র ঋচঃ অবিসয়স্বৈ
তদ্বিষয়স্বত্বাত্বত্যা মন্ত্রাবৃত্তৌ চ ক্রিয়মাণায়াং “ত্রিঃপ্রথমামবাহ” ইতি ঋগা-
বৃত্তিমুখ্যোহর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ শ্রাৎ । তস্মান্মনোবৃত্ত্যুপাধিপরিচ্ছিন্নঃ
মনোবৃত্তিনিষ্ঠমাত্মচৈতন্তমনাদিনিধনঃ যজুঃশব্দবাচ্যম্ আত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রা
ইতি । ৪

এবং চ নিত্যত্বোপপত্তির্ধেদানাম্ । অত্থাবিষয়ত্বে রূপাদিবদনিত্যত্বং
চ শ্রাৎ ; নৈতদযুক্তম্ । “সর্কে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি, স মানসীন আত্মা” ইতি
চ শ্রুতির্নিত্যাশ্রিতৈকত্বং ক্রবন্তী ঋগাদীনাং নিত্যত্বে সমঞ্জসা শ্রাৎ । “ঋচো-
হক্ষরে পরমে ধ্যোমন্ যশ্শন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ” ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ । আদে-
শোহত্র ব্রাহ্মণম্, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিদৃশীতি । অধর্কাদিরসা চ দৃষ্টা
মন্ত্রা ব্রাহ্মণং চ শাস্তিকপোষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।
তদপ্যেব শ্লোকো ভবতি মনোময়াশ্রপ্রকাশকঃ পূর্ববৎ ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘প্রাণং দেবা অশু প্রাণস্তি’ ইত্যাদি । অগ্নি-
প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া—
প্রাণাশ্রভূত হইয়া প্রাণন করে—প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রিয়া
দ্বারা ক্রিয়াযুক্ত হয় । অথবা ইহা অধ্যাত্ম-প্রেকরণের কথা ; এইজন্ত দেব অর্ধ
ইন্দ্রিয়গণ ; তাহারা মুখ্য প্রাণের (পঞ্চবৃত্তি প্রাণের) অঙ্গগত থাকিয়াই চেষ্টা
করিয়া থাকে, এবং যাহারা মনুজ ও পশু, তাহাবাও প্রাণের চেষ্টা
দ্বারা ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণ যে,
কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারা আশ্রয়ান্ হয়, তাহা নহে ; তবে কি ?
না, সেই অন্নময়ের অন্তঃস্থিত সর্কদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মনুজগণ
আশ্রয়ান্ হইয়া থাকে । এইরূপ পূর্ব পূর্ব কোশের ব্যাপকীভূত
আকাশাদি পঞ্চভূতে আরক্ত মনোময় হইলে আনন্দময় পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নকল্পিত
পরবর্তী সূক্ষ্ম কোশসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিই আশ্রয়ান্ হইয়া থাকে । এইরূপ
সকলেই আকাশাদিরও কাবণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্বিকার
ও সর্বাঙ্গিক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু দ্বারাও আশ্রয়ান্ হইয়া থাকে ; কেন
না, প্রকৃতপক্ষে সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত বস্তুই সর্বভূতের আত্মা—ইহাও উক্ত
বাক্যের তাৎপর্য্য । ১

দেবগণ প্রাণের অঙ্গুগতভাবে প্রাণধারণ করে ; একথা উক্ত হইয়াছে । তাহার কারণ কি ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) আত্মা; অর্থাৎ জীবন ; কারণ, অপর ঋতিতে আছে—‘প্রাণে পর্যাঙ্ক এই শরীরে বাস করে, তাৎকালই আত্মা (জীবন) ইতি । সেই হেতুই প্রাণকে ‘সর্কায়ুষ’ বলা হইয়া থাকে । সর্কায়ুষ অর্থ—সকলের (সকলের) আত্মা—সর্কায়ুষ, সর্কায়ুষে ‘সর্কায়ুষ’ [স্বাথে তদ্ধিত প্রত্যয়] । কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা । অতএব প্রাণের সর্কায়ুষভাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে । অতএব যাহারা প্রত্যেক-পরিণিষ্ঠ উক্ত বাহ্য অঙ্গময় ‘আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সাধারণ প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে—‘আমি হইতেছি সর্বভূতের আত্মা আত্মা—জীবনের হেতুভূত প্রাণ’ এইরূপে চিন্তা করে, তাহারা ইংলোকে সম্পূর্ণ আত্ম প্রাপ্ত হয় ; কখনও প্রাপ্ত আত্মার পূর্বে অপমৃত্যু লাভ করে না ; তাহারা পূর্বলব্ধ আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে । ‘সর্কম্ আত্মা: এতি’ এইরূপ ঋতিপ্রসিদ্ধি থাকায়, এখানে ‘সর্ক আত্মা:’ শব্দে শত বর্ষ আত্মা অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । [ঐরূপ ‘আত্মাপ্রাপ্তির ’ কারণ কি ? যেহেতু প্রাণই সমস্ত ভূতের আত্মা ; সেইহেতু সর্কায়ুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । [সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে,] যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া থাকে । বিজ্ঞাফলপ্রাপ্তির এই প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ ‘প্রাণো হি’ ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে ।

ইহাই পূর্বোক্ত সেই অঙ্গময় কোশের শরীর—অঙ্গময় শরীরে অবস্থিত আত্মা । ইহা কে ? না, এই যে প্রাণময় কোশ । “তস্যাং বৈ এতস্যাং” ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্বোক্ত উক্ত হইয়াছে । প্রাণময় হইতে ভিন্ন অপর একটা আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময় । মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাদি অন্তঃকরণ ; তন্ময় কোশের নাম মনোময় । এই মনোময়ই প্রাণময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা । যজুঃ তাহার শির । যজুঃ অর্থ অনিয়তাকর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ । এখানে যজুঃ শব্দটি ঐজাতীয় মন্ত্রের বোধক । কস্মেতে যজুর প্রাধাত্য নিবন্ধন এখানে উহার শিররূপে কল্পনা করা হইয়াছে ।

যাগাদি কার্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার-সাধকতাই যজুর প্রাধাত্যের কারণ, কেন না, যোগে স্বাধা প্রকৃতি যজুমন্ত্র দ্বারা হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে ।

অথবা ঐশ্বর্যের বচনানুসারেই সর্বত্র ঐরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, [উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই] । ৩

(বন্ধ ও কণ্ঠ প্রভৃতি) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক, স্বর, তজ্জনিত নাদ (ধ্বনি), উদাত্তাদি স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরূপ পদ ও পদ-সমষ্টিরূপ বাক্য বিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়, পশ্চাৎ ঐ মন তত্ত্বাবে ভাবিত হইয়া থাকে ; সেই মনোবৃত্তিই অবশেষে শ্রীয়ে শাহায্যে যজুঃ-সংকেত যুক্ত হইয়া ‘যজুঃ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১) । ঋক্ ও সামের সম্বন্ধেও এই কথা ।

- এইরূপে দেখা যায়, মনোবৃত্তি মস্তকের স্বরূপ ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে প্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তদ্বিষয়ে জপকরাও সম্ভব হয় । অভিপ্রায় এই যে, মস্তকের মানস জপ স্থলে, মস্তাক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না, পরন্তু মনোবৃত্তিরই আবৃত্তি হয় ; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পন্ন হইয়া থাকে । মস্ত যদি মনোবৃত্তিময় না হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাহ্য ঘট-পটাদির দ্বারা মস্তাক্ষরেরও মনে মনে আবৃত্তি করা অসম্ভব ; কাজেই মস্তাক্ষর মস্তকের বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, মানস জপ কখনই সম্ভবপর হয় না । অথচ বহু কয়েই মস্তকের মানস জপের বিধান রহিয়াছে । ৪

যদি বল, ঐসকল স্থলেও, মস্তকের আবৃত্তি অর্থ মস্তাক্ষরের পুনঃ পুনঃ স্বরণ

(১) তাৎপর্য—যজুঃ শব্দ সাধারণতঃ যজুর্বেদে প্রসিদ্ধ । যজুর্বেদের সহিত মনের এমন কি সম্বন্ধ আছে, যাঁহাতে যজুর্বেদকে মনোময়ের শিরঃরূপে কল্পনা করা যাঁতে পারে? এই প্রশ্নকার ভাব্যকার বলিতেছেন যে, যদিও অজ্ঞাত যজুঃশব্দের যজুর্বেদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনো-বৃত্তিই উহার অর্থ । কিরূপে যে সে অর্থ সম্ভব হয়, এখন তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—অগ্ন্যস্ত্র শব্দোচ্চারণের দ্বারা যজুঃমন্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ভ হয়—কণ্ঠ ও বন্ধঃ প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগি দ্বারা ‘এরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আঘাতের ফলে প্রথমতঃ অক্ষুট নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব্দ ও শব্দসংঘাতরূপ বাক্য সৃষ্টি করিতে হইবে ইত্যাদি । এই প্রকার মানসিক সম্বন্ধের ফলে যজুঃমন্ত্র অভিযুক্ত হইয়া অবশেষে দ্বারা গৃহীত হয় । এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রবৃত্ত বলিয়াই এখানে যজুর্কিয়ক মনোবৃত্তিকেই ঐতিহ্যে ‘যজুঃ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে । সুতরাং এতাদৃশ মনোবৃত্তিকে মনোময় কোশেয় শিরোভূত কল্পনা করা অসম্ভব হয় নাই । এ স্থানে ঋক্ সাম প্রভৃতিও তদ্বিষয়ক মনোবৃত্তি ভিন্ন আব কিছুই নহে ।

মাত্র, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সে সব স্থলেও মন্ত্র শব্দের মূখ্যার্থ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। দেখ, শ্রুতিতে আছে ‘প্রথমা ঋকের তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং শেষ ঋকেরও তিনবার আবৃত্তি করিবে।’ এই স্থলে ঋকের তিনবার আবৃত্তির কথা আছে। এখন মানস জপের স্থলে মন্ত্রময় ঋকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রাঙ্করবিষয়ক কেবল স্মৃতির আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, ঋগাবৃত্তির উপদেশ আছে, তাহা পরিভ্যাগ করিতে হয়। [কারণ, সেখানেও, স্মৃতিরই আবৃত্তি হইল, অঙ্করের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, মনো-বৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্তিগত অনাদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংস রহিত) আত্মচৈতন্য, সেই আত্মচৈতন্যই এখানে যজুঃ শব্দের অর্থ এবং মন্ত্র নামে অভিহিত।

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শব্দের অত্র প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ রসাদির ত্রায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই আপত্তিত হয়; অথচ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঋক্ প্রভৃতি নিত্য হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক ‘সমস্ত বেদ যেখানে একীভূত হয়, অর্থাৎ বাহ্য সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে অধিষ্ঠিত আত্মা’, এই শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর ‘আকাশ তুল্য এই পবন অঙ্করসংগতঃ ত্রয়ো বিধিনিবেশায়ক ঋক্ সমুহ অভিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং ইহাতেই বিশ্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন’ এই মন্ত্রবাক্য ও মন্ত্রসমূহের মনোবৃত্তিরূপতাই সমর্থন করিতেছে। আদেশযোগ্য বিষয়-বিশেষের উপদেশ করে বলিয়া এখানে ‘আদেশ’ অর্থ ব্রাহ্মণাংশ। অথর্বী ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণাংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুঙ্খ ; কেন না, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবস্থিতির হেতুভূত শাস্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম প্রতিপাদনই ঐ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্বের ত্রায় এখানেও মনোময় আত্মার স্বরূপপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক বা সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে ॥১০০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী তৃতীয়ানুশ্লোকের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥

যতো বাচো নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সচ । আনন্দং
ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিভেতি কদাচনেতি ।

তস্মৈষ এব শরীর আত্মা যঃ পূৰ্ব্বস্থ । তস্মাদ্ভা এতস্মা-
 ন্মনোময়াৎ । অন্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ । তেনৈষ
 পূৰ্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তস্য পুরুষবিধতাম্ ।
 অন্বয়ঃ পুরুষবিধঃ । তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ । ঋতং দক্ষিণঃ
 পক্ষঃ । সতামুত্তরঃ পক্ষঃ । যোগ আত্মা । মহঃ পুচ্ছঃ
 প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোহনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সম্বলনার্থঃ । [মনোময়স্য চতুর্বেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তম্ ; বেদানাঞ্চ ব্রহ্ম-
 প্রকাশকত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্ । ততশ্চ বেদেভ্যোহভিন্নং সৰ্বস্যা ভগতঃ কারণভূতং
 মনোময়মিদানীং প্রস্তোতি 'যতঃ' ইত্যাদিভিঃ ।]

বাচঃ (বচনানি বাগিহ্মিণ্যং) মনসা সহ অপ্রাপ্য (অলঙ্কা) যতঃ (যস্মাৎ
 মনোময়াৎ ব্রহ্মণঃ) নিবর্তন্তে ; [তস্য] ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) [বিজ্ঞানফলং] আনন্দং
 বিধান্ (জানন্) কুতশ্চন (কুতোহপি জন্ম-মরণাদিহুঃখাদপি) ন বিভেতি ।
 তস্য পূৰ্ব্বস্থ (প্রাণময়স্য) এষঃ এব আত্মা । [কঃ ?] যঃ [এষঃ মনোময়ঃ] ।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্তঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) আত্মা [অস্তি] ।
 [কঃ ?] বিজ্ঞানময়ঃ । বিজ্ঞানং—বুদ্ধিঃ, তৎপ্রায়ঃ—বিজ্ঞানময়ঃ । তেন
 (বিজ্ঞানময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ পূৰ্ণঃ । স বৈ এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব ।
 তস্য (মনোময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অহু এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধঃ । তস্য
 (বিজ্ঞানময়স্য) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ ; ঋতং (শাস্ত্রার্থবিষয়ে
 মানসী বৃত্তিঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সতং (তস্মিন্নেব বিষয়ে বাক্যাত্মস্থানপূৰ্ব্বিকা
 বৃত্তিঃ) উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগঃ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মণয়শূন্য বৃত্তিঃ) আত্মা ; মহঃ
 (মহত্ত্বং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ । তৎ (তস্মিন্ অর্বে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ।
 [অন্তঃ সৰ্বং পূৰ্ব্ববৎ ব্যাখ্যায়ম্] ॥১১৩১॥

অন্যানুবাদঃ । [ইতঃপূৰ্বে মনোময় কোশকে চতুর্বেদবিষয়ক
 মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রকাশক বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা
 হইয়াছে । এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন “যতো বাচো
 নিবর্তন্তে” ইত্যাদি] ।

বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাহার জন্মমরণভয় নিবৃত্ত হয়। এই যে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্বোক্ত প্রাণময় কোশের শারীর আত্মা ।

সেই এই মনোময় কোশ হইতেও অভ্যন্তর বিজ্ঞানময় নামে আর একটী আত্মা আছে। তাহা দ্বারাই উক্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত। সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই বটে) ; এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসাবেই ইহার পুরুষবিধত্ব। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্যর্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ ; যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্য ভাগ) ; মহঃ (মহত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে ॥১৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৥

শাক্তর ভাষ্যম্। যতো বাচো নিবর্তন্তেহ শাণ্ড মনসা সহৈতাদি। তত্ত্ব পূর্বস্ত প্রাণময়স্ত এষ এবাত্মা শারীরঃ—শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতদ্বাদিতি পূর্ববৎ। অতোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্তাত্ত্বন্তরো বিজ্ঞানময়ঃ। মনোময়ো বেদাত্মা চিন্তাঃ। বেদার্থবিষয়া বুদ্ধিনিশ্চয়াস্ত্রিকা বিজ্ঞানম্, তচ্চাধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণস্ত মনঃ, তন্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নির্লঙ্ঘিত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ; প্রমাণ বিজ্ঞানপূর্বকো হি যদাদিত্যয়তে। অজাদিহেতুত্বক বক্ষ্যতি শ্লোকেন।

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কৰ্ত্তব্যোষর্থে পূর্ব প্রদ্বোংপজ্ঞতে। সা সৰ্বকৰ্ত্তব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শিরঃ। ঋতস্যে যথাব্যাপ্যতে এব। যোগঃ যুক্তিঃ সমাধানম্, অগ্নৈবাত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্ত সমাধানবতোহজ্ঞানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবন্তি। তস্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্ত। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মহ ইত্যন্ত মহত্ত্বং পঞ্চমভূম, মহদ্যক্ষং প্রথমজন্ম ইতি প্রত্যক্ষং; পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা কারণত্বাৎ। কাবলং হি কার্য্যাপাৎ প্রতিষ্ঠা, যথা বৃক্ষবীকুবাং পৃথগা। সন্মদবিজ্ঞানানাং চ মহত্ত্বং

কারণম্ ; তেন তদ্বিজ্ঞানময়শ্চাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি পূর্ববৎ ।
যথান্নময়াদীনাং ব্রাহ্মণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোকাঃ ; এবং বিজ্ঞানময়শ্চাপি ॥১॥
॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থীভূবাকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘যতঃ বাচঃ নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ’ ইত্যাদি ।
ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্বকথিত সেই প্রাণময় কোশের শরীর—প্রাণময়
কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা । ইহা কি ? না, যাহা এই মনোময় । ‘তস্মাৎ
নৈ এতস্মাৎ’ ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ । অত্ অস্তুর আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানময় ।
এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময়ের অভাস্তর । [কেন না,] পূর্বে মনোময়কে
বেদাত্মক (ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ) বলা হইয়াছে । বেদার্থ বিষয়ে উৎপন্ন
নিশ্চয়াত্মক। বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান ; সেই বিজ্ঞান হইতেছে অস্তঃকরণের
অধ্যবসায় স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম ; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভূত
(যথার্থ) নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পাদিত হয় ; কেন না, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান
হইলেই পশ্চাৎ যজ্ঞাদি কর্তব্য কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে । এই নিশ্চয়াত্মক
বুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, যজ্ঞাদি কর্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত, তাহা পরেই একটা শ্লোকে
কথিত হইবে ।

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন
হইয়া থাকে । সর্ব কর্ম্মারম্ভের পূর্ববর্ত্তী বলিয়া সেই শ্রদ্ধা এখানে ‘শির’ রূপে
কল্পিত হইয়াছে । ঋত ও সত্য শব্দের অর্থ পূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে,
এখানেও সেই নগই । যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্মা । কেন না,
আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ
যথাযথভাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে ; সেই হেতু, সমাধান—যোগই
বিজ্ঞানময়ের আত্মা । মহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুঙ্খ । মহঃ অর্থ—প্রথমোৎপন্ন
মহত্ত্ব ; কারণ, ‘অত্ প্রতিতে যিনি মহৎ যক্ষ (মহা রমণীয়) প্রথমজকে
জানেন’, এইরূপ বলা হইয়াছে । উহাই স্থিতির হেতু বলিয়া পুঙ্খস্থানীয় ।
কেন না, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা—প্রতি-হেতু হইয়া থাকে ; পৃথিবী যেরূপ
বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় । মহত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকাবাণ ;
সেই হেতু উহাই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশকপী আত্মাও প্রতিষ্ঠা (১) । উক্ত

(১) তানুপাং—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতির প্রথম পরিণামেন নাম মহত্ত্ব
মহত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিত্ব । প্রথম অথও একই মহত্ত্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীরী

বিষয়েও এই একটা শ্লোক আছে । অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত
অগ্নয়াদির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময়
কোশের স্বরূপ প্রকাশক শ্লোকও আছে ॥১.৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে । কশ্মাণি তনুতেহপি চ । বিজ্ঞানং
দেবাঃ সর্বে । ব্রহ্ম জ্যোত্স্বপাসতে । বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদেদ ।
তস্মাচ্চৈম প্রমাণ্যতি । শরীরে পাপুনো হিত্বা । সর্বান
কামান্ সমশ্রুত ইতি । তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা । যঃ পূর্বশ্চ ।
তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ । অন্তোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈস
পূর্ণঃ । স বা ঐম পুরুষবিধ এব । তস্মৈ পুরুষবিধতাম্ । অগ্নয়ঃ
পুরুষবিধঃ । তস্মৈ প্রিয়মেব শিরঃ । যোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ ।
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ । আনন্দ আত্মা । ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী --পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সমল্লানর্থঃ । ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাখ্যানং শ্রোতৃমূলকমতে
‘বিজ্ঞানম্’ ইত্যাদিনা] । বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানমব আত্মা ইত্যর্থঃ)
যজ্ঞঃ (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কৰ্ম্ম) তনুতে (তনোতি নিষ্পাদয়তি) : কশ্মাণি
(স্বাভাবিকবাপারান্) অপি চ তনুতে ; [বিজ্ঞানপুরুষকর্তব্যং সর্বপ্রবৃত্তিরিতি
ভাবঃ] । সর্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো বা) জ্যোতঃ (প্রথমজং)
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) । চেৎ (যদি)
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) [কশিচৎ , (তথা) তস্মাৎ (বিজ্ঞান-ব্রহ্মণঃ) চেৎ
(যদি) ন প্রমাণ্যতি (অনবধিতঃ অনবধানযুক্তো ন ভবতি)] অগ্নয়াদিষু
আত্মভাবঃ পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পন্নো ভবতি চেৎ ; তদা]

হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি নামে পবিত্রিত । পরে সেই অগ্নিও বুদ্ধিতই জীবের কৰ্ম্মানুসারে
প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়া বাবহারিক বুদ্ধিক্রমে পরিণত হইয়াছে । এই বুদ্ধিকেও বুদ্ধিবিজ্ঞানও
বলা হইয়া থাকে ।

শরীরে (শরীরাত্তিমাননিবন্ধনান্) পাপ্যনঃ (পাপানি) হিত্বা (পরিত্যজ্য) ,
[বিজ্ঞানময়াধীনান্] সৰ্বান্ কামান্ সমগ্ৰুতে (বিজ্ঞানময়াধীনা ভুঙ্জে
ইত্যর্থঃ) । এষ এব তস্ম পূৰ্ব্বস্ম (মনোময়স্ম) শরীরঃ আত্মা ; [কঃ ?] যঃ
[এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ] ।

তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অতঃ অন্তরঃ আত্মা—আনন্দময়ঃ । তেন
(আনন্দময়েন) এষঃ (পূৰ্ব্বোক্তঃ বিজ্ঞানময়ঃ) পূৰ্ব্বঃ । স এষঃ (আনন্দময়ঃ)
বৈ পুরুষবিদ এব । তস্ম (বিজ্ঞানময়স্ম) পুরুষবিধতাং অহু, অয়ং (আনন্দময়ঃ)
পুরুষবিধঃ । তস্ম (আনন্দময়স্ম) প্রিয়ং (ইষ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ ;
মোদঃ (ইষ্টলাভজং সুখং) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; প্রমোদঃ (ইষ্টবস্তুভোগজনিতং
সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ ; ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ন্—ইত্যুক্তলক্ষণং) প্রতিষ্ঠা
পুচ্ছং (পুচ্ছমিব, স্থিতিহেতুবাদিত্যর্থঃ) । তৎ (তত্র আনন্দময়বিষয়ে এষঃ
শ্লোকঃ ভবতি ॥১১৩২॥

শ্রুতানুবাদঃ । এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন
'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদি । বিজ্ঞান অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানময়ই যজ্ঞ বিস্তার
করে (যজ্ঞারম্ভের প্রয়োজক হয়), এবং সর্বপ্রকার কৰ্ম্মও বিস্তার
করে ; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির মূল ।
সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ) সৰ্ব্ব
জোষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন । [কোন লোক]
যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের চিন্তা
বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাত্তিমাননিবন্ধন, যে
সমুদয় পাপ আছে, সেই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য
বিষয় উপভোগ করে । এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূৰ্ব্বোক্ত
প্রাণময়ের শরীর আত্মা ।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অল্প একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা
আছে ; যাহার নাম আনন্দময় । পূৰ্ব্বকথিত বিজ্ঞানময় ইহা দ্বারা
বাস্তব । সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্নই বটে, এবং
বিজ্ঞানময়ের যেকপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা ।
প্রিয়ই (প্রিয়বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ ;

মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ ; আনন্দ তাহার আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুলা । ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১১৩২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রের ভাষ্যম্ । বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, বিজ্ঞানবান্ হি যজ্ঞং তনোতি ব্রহ্মপূর্বকম্ ; অতো বিজ্ঞানস্য কর্তৃত্বম্—তনুত ইতি । কস্মাণি চ তনুতে । যস্মাদ্বিজ্ঞানকর্তৃকং সৰ্বম্ তস্মাদ্ যুক্তং বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্মেতি । কিঞ্চ, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সৰ্ব্বং দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রথমজ্ঞাতাঃ ; সৰ্ব্ববৃত্তীনাং বা তৎপূর্বকত্বাৎ প্রথমজ্ঞং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তস্মিন্ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যভিমানঃ কৃত্বা উপাসত ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ তে মহতো ব্রহ্মণ উপাসনাং জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যবন্তো ভবন্তি । >

তচ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ যদি বেদ বিজ্ঞানাতি ; ন কেবলং বেদৈব, তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ চেৎ ন প্রমাদ্যতি ; বাহ্যেণনাশ্বাস্মা ভাবিতঃ ; তস্মাৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবনায়াঃ প্রমদনম্, তন্নিবৃত্তার্থমুচ্যতে—তস্মাক্ষেন প্রমত্ততীতি । অন্নমধাদিন্দ্রিয়ভাবং হিহা কেবলে বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মত্বং ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ । ততঃ কিং জ্ঞাৎ ইতি ? উচ্যতে—শরীরে পাপুনো হিহা ; শরীরাত্মাননিমিত্তা হি সৰ্ব্বং পাপুনাঃ ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মাভিমানাৎ, নিমিত্তপায়ে তানমুপপত্ততে, ছত্রাপায় ইব ছায়ায়ঃ । তস্মৈ চরীরাত্মাননিমিত্তান্ সৰ্ব্বান্ পাপুনাঃ—শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিহা বিজ্ঞানময়ব্রহ্মস্বরূপাঃ ; তৎস্থান্ সৰ্ব্বান্ কামান্ বিজ্ঞানময়েনৈবাত্মনা সমশ্লুতে সম্যক্ ভুঙ্ক্ত ইত্যর্থঃ । তস্য পূৰ্বস্য মনোময়স্তাত্মা এব এব শরীরে মনোময়ে ভবঃ—শারীরঃ । কঃ ? য এব বিজ্ঞানময়ঃ । তস্মাদ্ভা এতস্মাদিত্যুক্তার্থম্ । ২

আনন্দময় ইতি কার্যাত্মপ্রতীতিঃ । অধিকারাত্ম ময়উপদ্রষ্ট । অন্নাদিময়া হি কার্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ । তদধিকারপতিতশ্চায়মানন্দময়ঃ । ময়ট্ চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, যথা অন্নময়ইত্যত্র । তস্মাৎ কার্যাত্মা আনন্দময়ঃ প্রত্যোভব্যঃ । সংক্রমণাচ্চ—“আনন্দময়াত্মনমুপসংক্রামতি” ইতি বক্ত্যতি । কার্যাত্মনাঞ্চ সংক্রমণমন্নাত্মনাং দৃষ্টম্ । সংক্রমণকস্মৈহেন চ আনন্দময়

আত্মা শ্রমতে, যথা “অন্নময়মাগ্নানমুপসংক্রামতি” ইতি । ন চাত্মন এবোপসংক্র-
মণম্, অধিকারবিরোধঃ । অসম্ভবাচ্চ ; ন হ্যাশ্বনৈবাত্মন উপসংক্রমণং সম্ভবতি,
আত্মনি ভেদাভাবঃ ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ । শির-আদিকল্পনামু-
পপত্তেষ্চ । ন হি যথোক্তলক্ষণে আকাশাদিকারণে অকার্য্যপতিতে শির-আজ্ঞ-
বায়বরূপকল্পনা উপপত্ততে ; “অদৃশ্ণেহনাশ্চোহ নিরুক্তেহ নিলয়নে” “অস্তু লয়নগু”
“নেতি নেত্যাশ্চ” ইত্যাদিবিষেযাশৌচশ্চতিভ্যশ্চ । মল্লোদাহরণামুপপত্তেষ্চ ।
ন হি, প্রিয়শির-আজ্ঞবয়ববিশিষ্টে প্রত্যক্ষতোহমুভূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি
ব্রহ্মণি নাতি ব্রহ্মেত্যাশঙ্কাভাবঃ “অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেষ”
ইতি মল্লোদাহরণমুপপত্ততে । “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইত্যপি চামুপপন্নং পৃথগ্ ব্রহ্মণঃ
প্রতিষ্ঠাতেন গ্রহণম্ । তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবাশ্চা । ৩

আনন্দ ইতি বিজ্ঞাকর্মণোঃ ফলম্ ; তদ্বিকারঃ আনন্দময়ঃ । স চ
বিজ্ঞানময়াদান্তরং, বজ্রাদিহেতোর্কিজনময়াদান্তরত্বশ্চতেঃ । জ্ঞান-কর্মণোহি
ফলং ভোক্তৃর্ভাদান্তরতমঃ শ্রাৎ ; আন্তরতমশ্চ আনন্দময় আত্মা পূর্বেভ্যঃ ।
বিজ্ঞাকর্মণোঃ প্রিয়ান্তর্ভবাচ্চ । প্রিয়াদিপ্রযুক্তে হি বিজ্ঞাকর্মণী । তস্মাৎ
প্রিয়াদীনাম্ ফলরূপাণামাত্মসম্বন্ধিকর্বাদিজ্ঞানময়াদস্তাত্ত্বত্বমুপপত্ততে, প্রিয়াদি-
বাসনানির্কর্ত্তিতো হ্যাশ্চা আনন্দময়ো বিজ্ঞানময়াশ্রিতঃ স্বপ্নে উপলভ্যতে । ৪

তত্স্থানন্দময়স্তাত্মন ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধাত্যং ।
মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ । স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ । আনন্দ
ইতি সুখসামান্যম্ আত্মা প্রিয়াদীনাম্ সুখাবয়বানাম্, তেজস্ব্যস্তাত্মাং । আনন্দ
ইতি পরং ব্রহ্ম ; তদ্বিক্তভকর্মণা প্রতু্যপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদিবিষয়বিশেষো-
পাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তিবিষেযে তমসা অপ্ৰচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নে অভিভাজ্যতে । তৎ
বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে । তদ্বৃত্তিবিষেযপ্রতু্যপস্থাপকস্ত কর্মণো-
হনবস্থিতহাৎ সুখস্ত ক্ষণিকম্ । তদ্ব্যদন্তঃকরণং তমসা তমোহেন বিজ্ঞয়া
ব্রহ্মচরণেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্মলত্বমাপত্ততে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে প্রসন্নে অণ্ডঃকরণে
আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্টতে বিপুলোভবতি । বক্ষ্যতি চ—“রসো বৈ সঃ, রসং
হেবাযং লব্ধ্বানন্দী ভবতি, এষ হেবানন্দয়াত, এতসৈবানন্দস্তাত্মানি ভূতানি
মত্রামুপজীবন্তি” ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ । এবঞ্চ কামোপশমোৎকর্ষাপেক্ষয়া শতশৃণোক্ত-
রোক্তরোৎকর্ষ আনন্দস্ত বক্ষ্যতে । ৫

এবঞ্চ, উৎকৃষ্টমাগন্ত আনন্দময়স্তাত্মনঃ পরমার্ঘব্রহ্মবিজ্ঞানাপেক্ষয়া ব্রহ্ম পর-
মেব যৎ প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণম্, যন্ত চ প্রতিপত্ত্যর্থং পরং অনাদিময়াঃ কোশ-

উপলব্ধিঃ, যচ্চ তেভ্য আভ্যন্তরম্, যেন চ তে সৰ্ব্বে আত্মবস্তুঃ, তদ্ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদেব চ সৰ্ব্বস্থাবিদ্যাপরিকল্পিতস্ত বৈতস্ত্যাবসানভূতমদৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়স্ত একত্বাবসানত্বং। অস্তি তদেকম্ অবিদ্যাকল্পিতস্ত বৈতস্ত্যাবসানভূতম্ অদৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তদেতশ্চিন্নপ্যৰ্থে এষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-পঞ্চমাস্ত্রবাক্যভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করে ; কেন না, বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; এই কারণে যজ্ঞারম্ভে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্ত্ত্ব্য সম্ভব হয়। বিজ্ঞানই সৰ্ব্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ করে। যেহেতু বিজ্ঞানের কর্ত্ত্ব্য সমস্ত, সেই হেতু বিজ্ঞানময় আত্মা যে, ব্রহ্ম, ইহাও যুক্তি সম্মত। আরও এক কথা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথবা বুদ্ধিবিজ্ঞানই অপরাপর সমস্ত বস্তুর পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই হেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানের জ্যোষ্ঠ্য। যেহেতু দেবতাগণ নিজ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করে; সেই হেতু মহৎ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে—অবগত হয়, কেবল অবগত হওয়া নহে—যদি সেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে প্রমাদগ্রস্ত না হয়। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহ্য বস্তুতেই আত্মাবুদ্ধি দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতঃ প্রমাদের সম্ভাবনা আছে ; সেই প্রমাদ নিবৃত্তির জন্ত বলিতেছেন, যদি তদ্বিশেষে প্রমাদগ্রস্ত না হয় ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অন্তরময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেই আত্মভাব-ভাবনা সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি হইবে? হাঁ, বলা যাইতেছে—শরীণে আত্মাভিমান হইবার কারণ না থাকায়ই অন্তরময়াদিগত আত্মাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ছত্রেব অস্তাবে ছায়ার অভাব, তেননি। অতএব শরীরাত্মিমানজনিত শরীরোৎপন্ন সমস্ত পাপ শরীরেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পূৰ্বোক্ত মনোময় কোশের আত্মা, অর্থাৎ মনোময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কে ? না, এই যে, বিজ্ঞানময় কোশ। “তস্মাৎ বা এতস্মাৎ”, ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ২

ঐতির আনন্দময় শব্দে কার্য্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) বুঝিতে হইবে; কেন না, ইহা অমুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্নময়াদি গোণ আত্মার প্রকরণে) পঠিত, এবং ‘ময়ট্’ প্রত্যয়যুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় প্রভৃতি ভৌতিক জ্ঞাত আত্মার অধিকার বা প্রস্তাব রহিয়াছে। এই আনন্দময় আত্মাও সেই অধিকার মধ্যেই পতিত; [সুতরাং ইহাও অমুখ্য আত্মাই বটে]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিকারার্থে বিহিত ‘ময়ট্’ প্রত্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন ‘অন্নময়’ শব্দে অন্নবিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে; [ইহাও তেমনই], অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জ্ঞাত) আত্মাই বুঝিতে হইবে, [নিত্য আত্মা নহে]। সংক্রমণও [আনন্দময়ের অনাত্মত্বে] অপর হেতু; কেন না, পরেই বলা হইবে যে, ‘এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।’ উৎপত্তি শীল অন্নময় প্রভৃতি আত্মারই অত্র সংক্রমণ দেখা গিয়াছে। ‘এই আনন্দময় আত্মাতে সংক্রান্ত হয়’ বাক্যে সংক্রমণের কর্ম্মস্বরূপে আনন্দময়ের উল্লেখ ঐতি হইতেছে। এই সংক্রমণ পুরুত যে, আত্মাতেই হয়, তাহাও কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয়; কেন না, অন্নময়াদির স্থলে ত সেরূপ কল্পনা করা আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর পুরুত আত্মার সহিত ঐক্য সংক্রমণ অসম্ভবও বটে; কেন না, আত্মা নিজেই ত নিজের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না; কারণ, নিজের সহিত নিজের ভেদ নাই, [পরস্পর ভেদযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই পরস্পরের সহিত সম্মিলন হইয়া থাকে; অভেদে হয় না]। অতঃ পরেই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পক্ষে শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেন না, কার্য্যশ্রেণীর অতীত এবং আকাশাদি সমস্ত বস্তুর কার্য্যস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রহ্মের মণ্ডকাদি অবয়ব কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; এবং তাহার সবিশেষ ভাবেব প্রতিষেধক ‘তিনি দর্শনের অযোগ্য, দেহ রহিত, বচনের অবিষয়ীভূত এবং কোথাও বিলয় প্রাপ্ত হন না’ ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে, ‘প্রকৃত আত্মা কিন্তু ইহা নহে’ ইত্যাদি ঐতিও এতদর্থে প্রমাণ। বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্মত্ব পক্ষে পরবর্তী মন্ত্রের উল্লেখও অনুপপন্ন হয়; কারণ, ঐশ্বর্য্যশিরঃ প্রভৃতি অবয়ব